উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা-গোবিন্দগঞ্জ, জেলা-গাইবান্ধা

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা

সমন্বয়ে

গণ উন্নয়ন সংস্থা

জুলাই-২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

সমতল ভূমি হিসেবে গাইবান্ধা জেলাটি সর্বত্র পরিচিত। ধান, গম, তামাক, আখ গাইবান্ধার প্রাণ' এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত। নদী বেষ্টিত গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হলো কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হলো বিভিন্নপ্রকারের দুর্যোগ। আগাম বণ্যা ও নদী ভাঙ্গন এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোসমূহ হলো মৌসুমী বন্যা, নদীভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি।

গণ উন্নয়ন সংস্থা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং সময়োপযোগী। এই পরিকল্পনা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

উক্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি তৈরির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

২৭-১২-২০১৪

ফারুক কবির আহমদ
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা
ও
চেয়ারপারসন
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা

বাণী

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এ দেশের প্রতিটি জেলাই প্রতি বছর দুর্যোগে কমবেশী আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে গাইবান্ধা অন্যতম। গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা একটি দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হলো কৃষি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কৃষি নির্ভর। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হলো বিভিন্নপ্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা, নদী ভাঙ্গন ও কালবৈশাখী ঝড় এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং বিভিন্ন *উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।*

গণ উন্নয়ন সংস্থা গেবিন্দগঞ্জ উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে জেনে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা বাস্তবসম্মত এবং সময়োপযোগী। এই পরিকল্পনা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

মোহাম্মদ মামুন-উল-হাসান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা
ও
সহ-সভাপতি
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

বাণী

উপজেলার বিভিন্ন জনপদের মানুষগুলো স্থানীয় কৌশলকে অবলম্বন করে দুর্যোগ মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তাদের এই ভূমিকাকে আরও বেগবান করার জন্য গণ উন্নয়ন সংস্থা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্ড় বায়ন করছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

আমার মতে, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দুর্যোগের কারণে যে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তার পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

যাহোক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

মোঃ আব্দুল মান্নান
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা
গাইবান্ধা
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কার্যালয়
(দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা শাখা)
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

স্মারক নং- ৪৬,৫৫,৩২৩০,০০০,১৮,০৯৮,১৪,১১৪ তারিখঃ ১৩,০৮,২০১৪

বরাবর
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক
সার্বিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও রিলিফ ভবন
৯২-৯৩, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

বিষয়ঃ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীর ফাইনাল প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

জনাব,

আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে গণ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীর কার্যক্রম সুষ্ঠু, সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এমতাবস্থায়, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীর ফাইনাল প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

আপনার সার্বিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

আপনার বিশ্বস্ত

নামঃ 17.08.14	নামঃ ১৩.০৮.১৪	নামঃ
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।
মোঃ আব্দুল মান্নান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	চেয়ারম্যান
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	উপজেলা পরিষদ

আলোচ্যসূচী

বর্ণনা			পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায় : স্থানীয় এলাকা পরিচিতি			
১.১	পটভূমি		০৮
১.২	পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য		০৮
১.৩	স্থানীয় এলাকা পরিচিতি		০৮
	১.৩.১	জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	০৮
	১.৩.২	আয়তন	০৯
	১.৩.৩	জনসংখ্যা	১০
১.৪	অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা		১০
	১.৪.১	অবকাঠামো	১০
	১.৪.২	সামাজিক সম্পদ	১৮
	১.৪.৩	আবহাওয়া ও জলবায়ু	২৮
	১.৪.৪	অন্যান্য	২৮
দ্বিতীয় অধ্যায় : দূর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা			
২.১	দূর্যোগের সার্বিক ইতিহাস		৩১
২.২	ইউনিয়নের আপদসমূহ		৩৩
২.৩	বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ননা		৩৩
২.৪	বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা		৩৪
২.৫	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা		৩৫
২.৬	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমূহ		৩৭
২.৭	সামাজিক মানচিত্র		৩৭
২.৮	আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র		৪০
২.৯	আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি		৪২
২.১০	জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জ		৪৩
২.১১	জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা		৪৩
২.১২	খাতভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা		৪৪
২.১৩	জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব		৪৫
তৃতীয় অধ্যায় : দূর্যোগঝুঁকি হ্রাস			
৩.১	ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ		৪৬
৩.২	ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ		৪৬
৩.৩	এন,জি,ওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা		৪৬
৩.৪	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা		৪৭
	৩.৪.১	দূর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৪৭
	৩.৪.২	দূর্যোগ কালীন	৪৭
	৩.৪.৩	দূর্যোগ পরবর্তী	৪৮
	৩.৪.৪	স্বাভাবিক সময়ে/ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৪৮

	বর্ণনা	পৃষ্ঠা নং
চতুর্থ অধ্যায় : জরুরী সাড়া প্রদান		
৪.১	জরুরী অপারেশন সেন্টার	৪৯
৪.১.১	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	৪৯
৪.২	আপদ কালীন পরিকল্পনা	৪৯
৪.২.১	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৫০
৪.২.২	সতর্ক বার্তা প্রচার	৫০
৪.২.৩	জনগনকে অপসারনের ব্যবস্থাদি	৫০
৪.২.৪	উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান	৫০
৪.৩.৫	আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	৫০
৪.২.৬	নৌকা প্রস্তুত রাখা	৫০
৪.২.৭	দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরূপন ও প্রতিবেদন প্রেরন	৫১
৪.২.৮	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	৫১
৪.২.৯	শুকনা খাবার জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৫১
৪.২.১০	গবাদী পশুর চিকিৎসা/ টিকা	৫১
৪.২.১১	মহড়ার আয়োজন করা	৫১
৪.২.১২	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	৫১
৪.২.১৩	আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থান সমূহ	৫২
৪.৩	জেলা / উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ননা	৫২
৪.৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন	৫৩
	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন	৫৩
	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি	৫৩
	কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করবেন	৫৩
	আশ্রয়কেন্দ্রে কি কি লক্ষ্য রাখতে হবে	৫৩
	আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার	৫৪
	আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন	৫৪
৪.৫	উপজেলা সম্পদের তালিকা (যা দূর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)	৫৫
৪.৬	অর্থায়ন	৫৬
পঞ্চম অধ্যায় : উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা		
৫.১	ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন	৬৪
৫.২	দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার	৬৪
৫.২.১	প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা	৬৪
৫.২.২	ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার	৬৪
৫.২.৩	জনসেবা পুনরারম্ভ	৬৪
৫.২.৪	জরুরী জীবিকা সহায়তা	৬৪

সংযুক্তি:উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি তালিকা ৮১

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা ৮৩

আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা ৮৪

একনজরে উপজেলার তথ্য ৮৫

স্কুল, কলেজ, পাঠাগার ইত্যাদির তালিকা ৮৬

প্রথম অধ্যায়ঃ স্থানীয় এলাকার পরিচিতি

১.১ পটভূমিঃ

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে জেলা উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারিতা, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহনের উপর নির্ভরশীল। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য প্রনয়ন করা হবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দূর্যোগ প্রবন দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই দুর্যোগে কমবেশী আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে গাইবান্ধা জেলা অন্যতম। গাইবান্ধা জেলার গোবিন্ধগঞ্জ উপজেলা একটি অত্যন্ত দূর্যোগ ঝুঁকিপ্রবন এলাকা। নদী ভাঙ্গন, বন্যা, ঘূর্নিঝড়, কাল বৈশাখি ঝড়, জমিতে বালুপড়া, খরা ও শৈত্য প্রবাহ এই এলাকার প্রধান দূর্যোগ। গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতি বছর দূর্যোগ হয় এবং জনসাধারনের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্ম পরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সার্বিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে এই দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি গোবিন্ধগঞ্জ উপজেলার জন্য প্রনয়ন কর হয়েছে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যঃ

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দূর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করনে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করন ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারন, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপন ত্রান ও তাৎক্ষনিক পুর্নাবাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রনীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তেরী করা।
- দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসাবে কাজ করবে।
- দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রনয়নে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশিষ্ট কমিউনিটির দূর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহন, কার্যকর অংশীদারিত্ব ও মালিকানাবোঁধ জাগ্রত করা।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতিঃ

১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থানঃ

উপজেলার সংক্ষিপ্ত বর্ননাঃ

- উপজেলাটি গাইবান্ধা জেলায় অবস্থিত।
- চারপাশের ইউনিয়ন গুলোর নামঃ উত্তরে পলাশবাড়ি সদর, দক্ষিনে কিচক ও দেওলী, পুর্বে কচুয়া ও বোনারপাড়া ও পশ্চিমে ঘোড়াঘাট পৌরসভা,
- নদী, খাল, বাঁধ, রাস্তাঘাট ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ননা ঃ নদী ৬টি নদীর নাম কাটাখালি, আলাই, বাঙ্গালী, করবোয়া, আখিরা ও নলেয়া, খাল আছে ১৪টি, ভেবরার খাল, ভিটা সাখইল খাল, সোনাতলা খাল, মাঝারের খাল, বেড়া খাল, ক্রোরগাছা খাল, ঝাউলাপাড়া খাল, কুটিপাড়া খাল ও নাওভাঙ্গা খাল। খালের দৈর্ঘ ৯০ কি:মি: বাঁধ ১২ টি বাধের দৈর্ঘ্য ৬৫ কি:মি: রাস্তা ২,১৭৪ কি:মি:, পাকা ৪১২ কি:মি:, এইচবিবি ৮৪৬ কি:মি:, কাচা ৯১৬ কি:মি:
- আয়তনঃ ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা (মাটি, পানি, বনাঞ্চল, খনিজ ইত্যাদি) উপজেলাটির আয়তন ৪৬০.৪২ বর্গ কি: মি:, উপজেলাটির সমস্ত এলাকাই সমতল ভূমি, বেশীরভাগ এলাকা দোয়াশ মাটি দ্বারা গঠিত, কিছু এলাকা বেলে মাটি ও কিছু

এলাকা এটেল মাটি দ্বারা গঠিত। পানির প্রধান উৎস নলকূপ এখানকার প্রায় ৮৫%-৯০%লোক নলকূপের পানি ব্যবহার করে, অত্র ইউনিয়নে কোন বনাঞ্চল এবং কোন খনিজ সম্পদ নাই।

- বিভাগ হতে উপজেলটি ৭৭ কি:মি: দূরে অবস্থিত

১.৩.২ আয়তনঃ

- **উপজেলার আয়তনঃ ৪৬০.৪২ বর্গ কিঃ মিঃ**
- উপজেলার অন্তর্গত/ মৌজা/ গ্রামসমূহ সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা করা হলোঃ

উপজেলা	ইউনিয়নের নাম	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
গোবিন্দগঞ্জ	কামদিয়া	বিলগণ, বারাগণ, বেছালণ, বিহার, চালিতা, চাঙ্গুরা, ছেচারচরা, চেলারগাও, দেওগাও, দাওছিলা, এনায়েতপুর, গয়েশ্বরপুর, হাতার, কামদিয়া, কচমারি, মহিশমারি, মানিকপুর, পুলগাড়ী, রঘুনাথপুর, রশিকনগর, শ্যামপুর, তেঘুরা, তিরাল, তুলাত, উতাবি,
	কাটাবাড়ী	আশকুড়া, বেড়া বিষলিয়া, বেড়া বুজরুক, বেতারা, বিষলিয়া, বুজরুক বেড়া আরাজি, ফেরুসা, কাটাবাড়ি, ফুলহার।
	শাখাহার	আলীগণ, আমগণ, আরজিপিয়ারাপুর, আইভাঙ্গী, বালুয়া, বানইল, বানীহারা, বাটালা, বাটপাড়া, দইহারা, দশনাল, দেওনালা, দেওচালিতা, দীঘিপাড়া, গারইল, জাল্লা, জানকুর, জিরাই, খারিতা, খুরশান, শাহীগঞ্জ, মেকলাইন, মোল্লাপাড়া, পারইল, পেহুলা, পিয়ারাপুর, রাজশ, রওগা, শাখারা, সূর্যগাড়ী
	রাজাহার	কুকরাইল, আনন্দিপুর, বানেশ্বর, বরট্ট, বড়গাও, বেউরগ্রাম, ধানিয়াল, ধুতুরবাড়ি, দোঘরিয়া, দুবলাগাড়ি, গোয়ালকান্দি, গোপালপুর, ঝিকরাইল, কচুয়া, নওগা, নরসিংহপুর, প্রভুরামপুর, রাজাহার, সিহিপুর, বড়ইপাড়া ও জিনাউত
	সাপমারা	পন্ডিতপুর, চকরহিমপুর, দাধয়া, খামারপাড়া, দোগড়ীয়া, কোটালপুর, কৌচাকৃষ্ণপুর, মাদারপুর, মল্লা, মদনপুর, নরেঙ্গাবাদ, পাজয়পুর, চৌহুতপুর, রামপুর, সাপমারা, সারাই, তরফকামাল
	দরবস্ত	অভিরামপুর, দরবস্ত, দূর্গাপুর, হোসেনপুর, আখিরা ফতেপুর, সিংজানী, উ: সিঙ্গা, বাড়ি হোসেনপুর, সাতানা বালুয়া, মারিয়া, মিরুপাড়া, চক বিরাহিমপুর, নলডাঙ্গা, গোবিন্দপুর, বগুলাগাড়ি, বিশুবাড়ি, সাপগাছি কালিকাপুর, সাপগাছি, হাতিয়াদহ, ছোট দূর্গাপুর, বিশ্বনাথপুর, ছাতারপাড়া, তালুক রহিমপুর, গন্ধর্ববাড়ি, রহলা, রামনাথপুর ও গোসাইপুর
	তালুককানুপুর	বাহাদুরপুর, বেড়া মালঞ্চা, চক শিবপুর, চক সিংহডাঙ্গা, চন্ডিপুর, ছোট জামালপুর, ছোট নারায়নপুর, নারিচাগাড়ি, চিয়রগ্রাম দামুদরপুর, দামুদরপুর, দেওবত্ত রামনাথপুর, দেবপুর, কমল নারায়নপুর, কাপাসিয়া, মথুরাপুর, নারায়নপুর, নোধাপুর, পার সুন্দাইল, ফুলবাড়ি, রাগবপুর, সিংহডাঙ্গা, সমসপাড়া, সুন্দাইল তাজপুর, তালুককানুপুর, তেলিয়া, উ: ছয়ঘরিয়া, উ: পারা।
	নাকাই	ধানখুনিয়া, পুটিয়া, পুরনদর, বিলপুরনদর, খুকশিয়া, পোগইল, কুঞ্জনাকাই, কুমারগাড়ি, ডুমুরগাছা, নাকাই, শীতলগ্রাম
	হরিরামপুর	কিসমত দূর্গাপুর, রামপুরা, বাজুনিয়াপাড়া, পাখেড়া, ক্রোড়গাছা, চকপাখেড়া, রামচন্দ্রপুর, বড়দহ, হরিরামপুর, নাওভাঙ্গা, ধুন্দিয়া, সোনাইডাঙ্গা বৈকন্ঠপুর, তালুক সোনায়ডাঙ্গা, উ: হরিপুর
	রাখালবুরুজ	চক মাকরা, চাদপুর, চাদপুর সিঙ্গা, গোবিন্দ নগর, হরিনাথপুর, বিষ্ণপুর, ছোট অভিরামপুর, কাজলা, লনতলা, মাদারদহ, নোয়াপাড়া কৃষ্ণপুর, পলাশবাড়ি, পানিয়া, পারসোনাইডাঙ্গা, রাখালবুরুজ, উ: ধর্মপুর।
	ফুলবাড়ি	বামনকুড়ি, বড় রঘুনাথপুর, বড় সাতাইল বাতাইল, বড় সোহাগী, বাগদড়িয়া, ছোট সাতাইল বাতাইল, ছোট সোহাগী, দিগদাইর, দিঘালী ফুলবাড়ি, ফতেউল্লাপুর, হাতিয়াদহ, কাউয়াগাড়ি, কৃষ্ণপুর, খানসাপাড়া, কুন্ডারপাড়া, কুঞ্জামালঞ্চা, মালাদর, নাচিকুচি, শাকপালা, শ্যামপুর ও পার্বতীপুর
	গোমানীগঞ্জ	পারবতী পুর, চককোচমহরী, সুন্দর কোল, গুজিয়াপাড়া, রজাকপুর, কন্দ খালাসপুর, আলীপুর, দিলালপুর, শ্রীপুর, ঘুগা, আটিয়াতলা, জরিফপুর, গোয়ালপাড়া, অনন্তপুর, তরফমনু, পারগয়ারা, মিরকুচি মদনতাইর, বালুভরা, কুড়িপাইকা, কোচমদন বারপাইকা, কৃষ্ণপুর ছয়ঘরিয়া, গুমানিগঞ্জ, নাগেরভিটা
	কামারদহ	বকচর, বার্না, বার্না চন্দ্রশেখর, কন্দর্পপুর, রসুলপুর, মাস্তা, কামারদহ, বার্না আকুব, চার পার্বতিপুর, বেতগারা, মহানগর, চাদপাড়া, মেকুরাই, দিগলকান্দি, তারদহ, ভাগগোপাল, সাহাদাত, মহাববপুর ও সৈয়দপুর
	কোচাশহর	জগন্নাথপুর, ধর্মপুর, শিংগা, ধর্মা, ভাগকাজী, আরজি শাহাপুর, সুদার ধাপ, হরিপুর, দ: ষোলাগাড়ি, কোচাশহর, শক্তিপুর, ধারাইকান্দি, ছয়ঘরিয়া, রতনপুর, মুকুন্দপুর, পেপুলিয়া, হাবিবপুর, ভাগগরিব, বনগ্রাম
	শিবপুর	রুদ্রনগর, মহাদেবপুর, মালঞ্চা, শ্রীমুখ, কেশবপুর, তরনীপাড়া, বড় খোদাপুর, ষোলাগাড়ি, টিকরী, পারা কচুয়া, সোনাতলা সাখইল, ভিটা সাখইল, শিবপুর, শিবপুর খিরিবাড়ি,

	মহিমাগঞ্জ	পুনতাইর, সিংঙ্গিডাঙ্গী, বালুয়া, বোচাদহ, শ্রীপাতিপুর, বামনহাজরা, কুমারডাঙ্গা, জগদিশপুর, গোপালপুর, জীবনপুর, জিরাই ও পান্তাবাড়ি
	সালমারা	দামগাছা, পচারিয়া, শাখাহাতি, নিলকণ্ঠপুর, বুড়াবুড়ি, বারপাইকা, উলিপুর, শালমারা, ঘুগা গারামারা, নিয়ামতের বাইগুনি, উজিরপাড়া, হিয়াতপুর, হাবিবের বাইগুনি, কিশমতের বাইগুনি, কলাকাটা হামছাপুর ও মিরাপাড়া

১.৩.৩ জনসংখ্যাঃ

- উপজেলার মোট জনসংখ্যা, পুরুষ, মহিলা ও মোট পরিবারের সংখ্যা সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা দেওয়া হলোঃ

ইউনিয়নের নাম	পুরুষ	মহিলা	শিশু(০-১৫)	বৃদ্ধ(৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/খানা	ভোটার
কামদিয়া	১৩,১২১	১২,৯৯৫	৬,২৮৪	১,৫৭৩	৫৮	২৬,২২৬	৬,৬৫৮	১৬,৮৯৯
কাটাবাড়ী	১৬,৬৬৮	১৫,৭০৮	৭,৭৬৯	২,২৬৬	১৪২	৩২,৩৭৬	৭,৪৫৯	১৮,৯৯০
শাখাহার	১৩,১০৭	১৩,০১৭	৬,২৭৮	১,৫৬৬	৬৫	২৬,১৮৯	৬,৭৬৭	১৭,৫৩৮
রাজাহার	১০,৬৩৩	১০,৬৮৯	৫,০৫৪	৩১৭	১১২	২১,৩২২	৫,১৩২	১৩,১১৪
গাপমারা	৯,৩৮৯	৯,৪৭৮	৪,৬৫১	৭৭৩	৯২	১৮,৮৬৭	৪,৮৬৮	১৩,০০০
দরবস্ত	২২,২১৮	২২,৫১৪	১০,৫৮০	৩,১২৩	৩৭৪	৪৪,৮৩২	১১,৯২০	২৮,৭২৫
তালুককানুপুর	২১,৩৬৫	২২,৪১০	১০,২৯৭	৩,১৩৭	২৮৯	৪৩,৭৮৫	১০,৯৪৫	২৭,৩২৪
নাকাই	১৯,৬৪১	১৯,২৭২	৮,৯৮০	২,২৫৬	৩৩৬	৩৮,৯১৩	৭,৩০৮	১৯,৫৩৩
হরিরামপুর	২১,৯৩৩	২০,৩৪৬	১০,০২৪	২,৯৩৩	১১৮	৪২,২৭৯	৯,০৪০	২৭,৫৩৩
রাখালবুরুজ	১৬,৫৪৬	১৫,৬০৭	৭,৬২০	২,৩৯৫	১৫৯	৩২,১৫৩	৭,৩৩৫	১৯,২৯৩
উলবাড়ি	১১,০১৫	১০,৮৪০	৫,২০১	১,৬২১	৮৯	২১,৮৫৫	৫,১৫৮	১৩,৫১৯
গুমানীগঞ্জ	১৫,২৮৩	১৪,০৭৫	৬,৯৮৭	১,৭০৩	২০১	২৯,৩৫৮	৭,৯৯৯	১৭,৭৫৯
কামারদহ	১৬,৩৫৮	১৬,৬০৬	৭,৬০৪	১,১৩৭	৮৪	৩২,৯৬৪	৮,০৩২	২৫৩১৮
কোচাশহর	১৭,৪৪৫	১৭,২৪৩	৭,৯৮০	২,০৮১	১৬৬	৩২,৬৮৮	৮,১০৬	২৪,৫৮৮
ডশবপুর	১৩,৬১৮	১৩,৪৮৫	৬,৪২৩	১,৮৯৭	১৯৩	২৭,১০৩	৬,৩৯৭	১৭,০৭৬
মহিমাগঞ্জ	২১,৯৩৩	১৯,৮২৯	৯,৮৯৭	২,৫০৫	২১৭	৪১,৭৬৮	৯,২৫৮	২৬,৯২৬
কালমারা	১৩,৯৯৩	১৫,৮৯৫	৬,৮২০	১,৭৯৪	১৯৬	২৯,৮৮৮	৬,৫৯২	১৭,০৯৩
সর্বমোট =	২,৭৪,২৬৬	২,৭০,০০৯	১,২৮,৪৪৯	৩৩,০৭৭	২,৮৯১	৫,৪৪,২৩৫	১,২৮,৯৭৪	৩,৪৪,২২৮

তথ্যের উৎসঃ স্ব-স্ব ইউনিয়নের জন্ম মৃত্যু রেজিষ্টার ও পরিসংখ্যান অফিস থেকে নেওয়া ।

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্তভাবে বর্ননা থাকতে হবেঃ

১.৪.১ অবকাঠামোঃ

বাঁধঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় বাঁধ আছে ১২ টি তাহার দৈর্ঘ ৬৬ কিঃ মিঃঃ

হরিরামপুর ইউনিয়নে ০১ টি বাঁধ আছে যার দৈর্ঘ্য ০৮ কি: মি: ইহা ত্রিমোহনীঘাট হতে বড়দহঘাট পর্যন্ত, বাঁধটি ৬,৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । ইহা উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট ।

তালুককানুপুর ইউনিয়নে ০১ টি বাঁধ আছে যার দৈর্ঘ্য ০৫ কি: মি: ইহা কাটাখালি হতে বড় নারায়নপুর পর্যন্ত, বাঁধটি ৬,৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । ইহা উচ্চতা প্রায় ৭-৮ ফুট । বাঁধটি প্রায় অর্ধেক ভেঙ্গে গেছে ।

কাটাবাড়ী ইউনিয়নে বাঁধ আছে ০১টি যার দৈর্ঘ্য ০৭ কি:মি: । বাঁধটি ফুলহার ডাঙ্গার দর হতে বোগদহ ফকিরগঞ্জ পর্যন্ত । বাঁধটি ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । ইহার উচ্চতা ১০-১২ ফুট ।

রাখালবুরুজ ইউনিয়নে ০১ টি বাঁধ আছে যার দৈর্ঘ্য ১২ কি: মি: ইহা নয়াপারা কৃষ্ণপুর হতে নয়াপারা হরিনাথপুর বিষপুকুর পর্যন্ত । বাঁধটি ১,২,৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । ইহা উচ্চতা প্রায় ১০-১২ ফুট ।

ফুলবাড়ি ইউনিয়নে ০১ টি বাঁধ আছে যার দৈর্ঘ্য ০৭ কি: মি: ইহা শাকপালা হতে মালাধর পর্যন্ত, বাঁধটি ১,২,৩,৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । ইহা উচ্চতা প্রায় ১২ ফুট ।

দরবস্ত ইউনিয়নে ০১ টি বাঁধ আছে যার দৈর্ঘ্য ০৭ কি: মি: ইহা বিশ্বনাথপুর হতে বগুলাগাড়ি পর্যন্ত, বাঁধটি ৪,৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। ইহা উচ্চতা প্রায় ১০ ফুট।

নাকাই ইউনিয়নে ০১ টি বাঁধ আছে যার দৈর্ঘ্য ০৪ কি: মি: ইহা নলিয়া স্ইচ গেট হতে বড়দহ মাদ্রাসা ডিবি রোড পর্যন্ত, বাঁধটি ৬,৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। ইহা উচ্চতা প্রায় ৭-৮ ফুট।

শিবপুর ইউনিয়নে বাঁধ আছে ০২টি যার দৈর্ঘ্য ০৬ কি:মি:। বাঁধগুলো ১টা তরনীপাড়া হতে শিবপুর ও অন্যটি কোচাশহর হতে পাচগুছি বাজার পর্যন্ত। বাঁধটি ৪, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ৭-৮ ফুট।

গুমানিগঞ্জ ইউনিয়নে ০১ টি বাঁধ আছে যার দৈর্ঘ্য ০৩ কি: মি: ইহা সাপমারা চেয়ারম্যান বাড়ি হতে কাইয়াগঞ্জ পর্যন্ত, বাঁধটি ৫নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। ইহা উচ্চতা প্রায় ১২ ফুট।

মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নে ০১ টি বাঁধ আছে যার দৈর্ঘ্য ০৪ কি: মি: ইহা বালুয়া রাখালবুরুজ সীমানা হতে ভাঙ্গাবাড়ি ঘাট পর্যন্ত বাঁধটি ৩ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। ইহা উচ্চতা প্রায় ১২ ফুট।

সাপমারা ইউনিয়নে ০১ টি বাঁধ আছে যার দৈর্ঘ্য ০৩ কি: মি: ইহা চক রহিমপুর হতে সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত, বাঁধটি ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। ইহা উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট।

স্ইচগেটঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় স্ইচগেইট আছে ১০টিঃ

হরিরামপুর ইউনিয়নে স্ইচগেট আছে ০১টি, ইহা আলাই নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত, স্ইচগেটটি সম্পূর্ন ভাল এবং কাজ করে।

রাখালবুরুজ ইউনিয়নে স্ইচগেট আছে ০১টি, ইহা কাটাখালি নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত, স্ইচগেটটি ত্রুটিপূর্ন এবং ঠিকমত কাজ করে না।

দরবস্ত ইউনিয়নে স্ইচগেট আছে ০৪টি, যথা: বিশ্বনাথপুর, হাতিয়াদহ, গোসাইপুর ও রাহলা স্ইচগেটগুলো করতোয়া নদীর উপর অবস্থিত, স্ইচগেটগুলো সম্পূর্ন ভাল এবং কাজ করে।

নাকাই ইউনিয়নে স্ইচগেট আছে ০২টি, ইহা করতোয়া নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত, স্ইচগেইট ২টিই সম্পূর্ন ভাল এবং কাজ করে।

কোচাশহর ইউনিয়নে স্ইচগেট আছে ০১ টি, ইহা ভাটরার খালের সংযোগ স্থলে অবস্থিত, স্ইচগেটটি সম্পূর্ন অকেজো এবং কাজ করে না।

মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নে স্ইচগেট আছে ০১টি, ইহা বাঙ্গালী নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত, স্ইচগেটটি সম্পূর্ন ভাল এবং কাজ করে।

ব্রীজঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ছোট বড় প্রায় ৪৪০ টি ব্রীজ আছেঃ

হরিরামপুর ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ২৫ টি ব্রীজ আছে। শংকরগঞ্জ-২টা, ত্রিমোহনীঘাট, তালুক সোনাইডাঙ্গা-২টা, চকপাখেড়া-২টা, রামপুরা, বোনারপাড়া সংযোগ রাস্তা, রামপুরা জাউলী পাড়া, ক্রোড়গাছা-২টা, পাখেরা-২টা, বাজুনিয়াপাড়া, রামপুরা মাজার, রামপুরা স্কুল, রামপুরা প: পাড়া, নাকাই-২টা, হরিপুর পূর্ব পাড়া, হরিরামপুর-২টা ও প: পগইল। আলাই নদী, কাটাখালি নদী, কঞ্চিডোবার নালা, পগইল নালার উপর।

তালুককানুপুর ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ৩৫ টি ব্রীজ আছে। চিয়রগ্রাম দামুদরপুর-২টা, দেবপুর, ছোট জামালপুর-২টা, চক সিংহডাঙ্গা-২টা, ফুলবাড়ি, নজরের ভাঙ্গা-২টা, বাহাদুরপুর-২টা, কাপাসিয়া-২টা, রাগবপুর-২টা, নোধাপুর কালিতলা-৩টা, উ: পাড়া, সমসপাড়া, বাবুলের বাড়ির সামনে ও পিছনে, নোধাপুর, জামালপুর-৩টা, উ: ছয়ঘরিয়া স্কুলের সামনে, সুন্দাইল মোর, বেড়া মালঞ্চা-২টা ও কমল নারায়নপুর-২টা। কাটাখালি নদী, নলেয়া নদীর উপর, এছাড়া কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

কাটাবাড়ী ইউনিয়নে ছোট-বড় ব্রীজ আছে ৬৫টি, ফুলহার ডাঙ্গার দর রাস্তায়-৬টা, বেতারা রাস্তায়-৫টা, বোগদহ রাস্তায়-৪টা, ফকিরগঞ্জ-৪টা, পুলপারা রাস্তায়-৫টা, ২নং কাটাবাড়ি-৪টা, কামদিয়া রাস্তায়-৬টা, ফুলহার রাস্তায়-৪টা, বেতারা-৩টা, কাঠালবাড়ি-

২টা, ৫নং কাটাবাড়ি রাস্তায়-৪টা, বোগদহ বেলাবাড়ি রাস্তায়-৬টা, বেড়া বিষলিয়া-৩টা,বেড়া বুজরুক রাস্তায়-৪টা। করতোয়া নদী ছাড়া কিছু ব্রীজ বিলের উপর, এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

রাখালবুরুজ ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ৪০ টি ব্রীজ আছে, লোনতলা (ঘিডাঙ্গা)-৩টা, নয়াপারা কৃষ্ণপুর-২টা, চাদপুরসিঙ্গা-৪টা, চাদপুর-২টা, উ: ধর্মপুর-২টা, পুইয়াগাড়ি, লনতলা-৩টা, অভিরামপুর-৪টা, ময়নাতলী, দরগাপাড়া, মাদারদহ-৪টা, গুবিন্দনগর-২টা, পলাশবাড়ি-২টা, বটতলী-৩টা, হরিনাথপুর-২টা ও রাখালবুরুজ-৪টা। তপসীয়া নদীর উপর-২টা, এছাড়াও কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

ফুলবাড়ি ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ২৫টি ব্রীজ আছে, খানসাপাড়া-২টা, কুন্ডারপাড়া-২টা, নাচিকুচি-৩টা, দিঘালী ফুলবাড়ি-২টা, ফুলবাড়ি হাই স্কুলের সাথে, বামনকুড়ি-২টা, বড় সোহাগী-২টা, শ্যামপুর, ফতেউল্লাপুর-২টা, শাকদহ-২টা, কুন্দেরপাড়া, কুঞ্জামালঞ্চ-৩টা, বাগদরিয়া ও কাটাখালি। বাঙ্গালী নদীর উপর কিছু ব্রীজ।

দরবস্ত ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ৪০টি ব্রীজ আছে, অভিরামপুর-২টা, দরবস্ত-৩টা, দূর্গাপুর, আখিরা ফতেপুর, সিংজানী, উ: সিঙ্গা, বাড়ি হোসেনপুর, সাতানা বালুয়া-২টা, মিরুপাড়া, চক বিরাহিমপুর, নলডাঙ্গা গোবিন্দপুর-২টা, বগুলাগাড়ি-৩টা, মারিয়া, কালিকাপুর-২টা, হাতিয়াদহ-২টা, ছোট দূর্গাপুর-২টা, বিশ্বনাথপুর-৩টা, তালুক রহিমপুর, বিশুবাড়ি-৩টা, রহলা, রামনাথপুর-২টা, চরকতলা ও গোসাইপুর-৩টা। ১টি ব্রীজ করতোয়া নদীর উপর ও কিছু ব্রীজ বিলের উপর।

নাকাই ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ১৯ টি ব্রীজ আছে, ধানখুনিয়া-২টা, খুকশিয়া, পোগইল-৪টা, কুঞ্জনাকাই, কুমারগাড়ি-২টা, ডুমুরগাছা, নাকাই-২টা, পুটিয়া-২টা, পুরনদর-৩টা, শীতলগ্রাম। ২টা ব্রীজ করতোয়া নদীর উপর এবং কিছু ব্রীজ বিলের উপর।

শিবপুর ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ২৫টি ব্রীজ আছে, শ্রীমুখ-৩টা, ভিটাশাখইল-২টা, শিবপুর-২টা, রাজবাড়ি-২টা, রুদ্রনগর-২টা, চকন্দাইর-২টা, পুইয়াগাড়ি-২টা, বড় খোদাপুর-২টা, তরনীপাড়া-২টা, চৈতর বাড়ি, বার টিকরী-২টা ও তরনীপাড়া রাস্তায়-৩টা। কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

কোচাশহর ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ১০টি ব্রীজ আছে, কালিতলা, বৈরাগি বাজার, চাদপাড়া, শাহাপুর, তারাগনা, ফুলপারা, ডাকুমারা, ধারাইকান্দি, হরিপুর ও দ: ষোলাগাড়ি। কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

শালমারা ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ৪০টি ব্রীজ আছে, মালিনদহ ঘাট-২টা, উজিরেরপাড়া-২টা, শাহপাড়া, হাবিবের বাইগুনি-২টা, হিয়াতপুর-২টা, ব্যাঙের ঘাট, নিলকণ্ঠপুর-৩টা, খামারের ঘাট, বারপাইকা-৩টা, বুড়াবুড়ি-৩টা, পচারিয়া-২টা, আশাদহ রাস্তায়-৩টা, জীবনগাড়ি-৩টা, মঞ্জু চেয়ারম্যান বাড়ির সাথে-২টা, শাখাহাতি-২টা, হামছাপুর-২টা, কলাকাটা-৩টা, গারামারা ও উলিপুর-২টা। ১টা ব্রীজ বাঙ্গালী নদীর উপর কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

গুমানিগঞ্জ ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ৪০টি ব্রীজ আছে, পারবতী পুর-৩টা, সুন্দর কোল, গুজিয়াপাড়া-৩টা, রজাকপুর, কন্দ খালাসপুর-২টা, আলীপুর, দিলালপুর-২টা, শ্রীপুর-২টা, ঘুগা, আটিয়াতলা-৩টা, জরিফপুর, গোয়ালপাড়া, অনন্তপুর-৩টা, **পারগয়ারা-৩টা,** মিরকুচি মদনতাইর-২টা, বালুভরা, কুড়িপাইকা, কোচমদন বারপাইকা-২টা, কৃষ্ণপুর ছয়ঘরিয়া-৩টা, গুমানিগঞ্জ-২টা, নাগেরভিটা-২টা। করতোয়া নদীর উপর ২টা ব্রীজ এবং কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

কামদিয়া ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ১৪টি ব্রীজ আছে। যথা: কামদিয়া-২টা, চালিতা, ধর্মপুর, চক মানিকপুর-৩টা, রঘুনাথপুর, ধাওয়াচিলা, হাইতর-২টা, তেঘরা ও বইলগ্রাম-২টা। কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ২০টি ব্রীজ আছে, শ্রীপাতিপুর-৩টা, গোপালপুর-২টা, পুনতাইর-৩টা, সিংঙ্গিডাঙ্গী-২টা, বালুয়া-৩টা, জগদিশপুর, বোচাদহ-২টা, কুমারডাঙ্গা-৩টা ও জিরাই। কিছু ব্রীজ বাঙ্গালী নদীর উপর ও কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

কামারদহ ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ১৫টি ব্রীজ আছে, বকচর-২টা, রসুলপুর, কামারদহ-২টা, চাপরিগঞ্জ-২টা, গাউছাপাড়া, চকপাড়া, মাস্তা-২টা, বেতগারা, পার্বতিপুর, বার্না আকুব ও ভাগগোপাল। কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

সাপমারা ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ১১টি ব্রীজ আছে, পন্ডিতপুর, চকরহিমপুর-২টা, দাধয়া, খামারপাড়া, কৌচাকৃষ্ণপুর, কোটালপুর, সাপমারা-২টা, তরফ কামাল ও দোবাড়িয়া। একটি ব্রীজ করতোয়া নালা ও কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

শাখাহার ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ১০ টি ব্রীজ আছে, বানীহালী বৈরাগীর বাজার রাস্তায়, ভাটপাড়া, বাল্যা পুকুর, দশনাল, মোল্লাপারা, কামদিয়া, বাল্যা খালের উপর, রোয়াগাও, শাখাহার ও ঘারইল। কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

রাজাহার ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ৬ টি ব্রীজ আছে, পানিতলা, দুবলাগাড়ি-২টা, ধুতুরবাড়ি, বেউরগ্রাম ও রাজাহার। গাংনাই নদী, পানিতলা খালের উপর। কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

কালভার্টঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ছোট বড় প্রায় ৯৪০ টি কালভার্ট আছেঃ

হরিরামপুর ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৩০টি, পার ধুন্দিয়া-৩টি, বাজুনিয়াপাড়া ঈদগাহ মাঠের সাথে, হরিরামপুর-৩টি, রামচন্দ্রপুর-২টি, নলেয়া নদীর ধারে-২টা, হরিপুর-২টি, তালুক সোনাইডাঙ্গা-৪টি, ত্রিমোহনীঘাট-৩টি, ক্রোড়গাছা-৪টি, নাকাই-৪টা, চকপাখেড়া-২টি। হরিরামপুর নালা, নলেয়া নালা, হরিপুর নালায়। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

তালুককানুপুর ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৬৫টি, জুমার ঘর নাকাই হাট-৫টা, বাসুদেবপুর-৪টা, বেড়া মালঞ্চা-৩টা, বালুয়াপারা-৩টা, চন্ডিপুর-৪টা, জামালপুরহাট-৫টা, চক সিংহডাঙ্গা-৪টা, রাগবপুর-৩টা, তেলিয়া ও বেড়া মলঞ্চা রাস্তায় ৭টা, তেলিয়া মাঝিপাড়া-৫টা, মথুরাপুর-৪টা, নোধাপুর-৫টা, কাপাসিয়া-৪টা, ফুলবাড়ি-৪টা ও রাগবপুর-৫টা ও কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

কাটাবাড়ী ইউনিয়নে ছোট-বড় কালভার্ট আছে ৮০টি, হামিদপুর-০৭টা, ইউনুছের বাড়ির সামনে-৩টা, লেবুখার বাড়ির সামনে-৩টা, জহিরুলের বাড়ির সামনে-২টা, হামিদের বাড়ির সামনে-৩টা, ফুলহার-৮টা, শামসুল মেম্বারের বাড়ি-৩টা, বাকীর বাড়ি ও আবেদ আলির বাড়ি, কাটাবাড়ি-০৭টা, আহম্মদের বাড়ি-২টা, লতিফের বাড়ি, সৈয়দ আলীর বাড়ি-২টা, মিনাজুলের বাড়ি-৩টা, পলুপাড়া-৭টা, বেতারা-৭টা, কাঠালবাড়ি-৬টা, বোগদহ-৫টা, বেড়া বিষলিয়া-৫টা ও বেড়া বুজরুক-৪টা। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

রাখাবুরুজ ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৩৬ টি, কামার পাড়া-৪টি, গোরজানপাড়া, পানিয়া-৩টি, গোবিন্দ নগর-৪টি, লোনতলা-৩টা, রাখালবুরুজ-৫টি, চাদপুর-৩টি, মাদারদহ-৩টি, অভিরামপুর-৪টি, পলাশবাড়ি-২টা, হরিনাথপুর-৪টি। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

ফুলবাড়ি ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৪০টি, ফুলবাড়ি -৫টি, দিকদাইর-৪টি, মালাদহ-৩টি, কুন্ডারপাড়া-৪টি, শাকদহ-৩টা, বামনকুড়ি-৪টি, বড় সাতাইল বাতাইল-৫টি, বড় সোহাগী-৩টি, খানসাপাড়া-২টি, কাউয়াগাড়ি-৩টা, কুঞ্জামালঞ্চা-৪টি। সবগুলো কালভার্টই ভাল । কালভাটগুলো কোন নদী বা খালের উপর নয়।

দরবস্ত ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৯০টি, অভিরামপুর-৪টা, দরবস্ত-৫টা, দূর্গপুর-৩টা, হোসেনপুর, আখিরা ফতেপুর-৩টা, সিংজানী, উঃ সিঙ্গা-২টা, বাড়ি হোসেনপুর-৫টা, সাতানা বালুয়া-৫টা, মারিয়া-৫টা, মিরুপাড়া-৪টা, চক বিরাহিমপুর-৪টা, নলডাঙ্গা, গোবিন্দপুর-৫টা, বগুলাগাড়ি-৪টা, বিশুবাড়ি-৪টা, সাপগাছি-৫টা, হাতিয়াদহ-৪টা, ছোট দূর্গাপুর-৪টা, বিশ্বনাথপুর-৪টা, ছাতারপাড়া-২টা, তালুক রহিমপুর-৪টা, গন্ধর্ববাড়ি, রহলা-৫টা, রামনাথপুর-৩টা ও গোসাইপুর-৩টা। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

নাকাই ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ০৬টি, শীতলগ্রাম-২টা, পোগইল-২টা, ধানখুনিয়া ও পুরনদর । নলেয়া নালায় ১টি,

শিবপুর ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে ৬০টি, ষোলাগাড়ি-০৫টা, তরনীপাড়া-৪টা, টেপার বাড়ির সামনে-২টা, মালঞ্চা কামারের হাট-৫টা, চকেন্দারহার-৬টা, রুদ্রনগর কুমারগাড়ি-৬টা, শিবপুর-৫টা, শিবপুর ৮নং ওয়ার্ড-৮টা, সোনাতলা সাখইল-৪টা, ভিটা সাখইল-৪টা, শ্রীমুখ-৩টা, পারা কচুয়া-৪টা ও কেশবপুর-৪টা। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

কোচাশহর ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৫২টি, জগন্নাথপুর-৪টা, ধর্মপুর-৫টা, ভাগকাজ-৩টা, আরজি শাহাপুর-৫টা, শাহাপুর-২টা, সুদার ধাপ-৩টা, হরিপুর-৪টা, দঃ ষোলাগাড়ি-৪টা, কোচাশহর-৫টা, শক্তিপুর-২টা, ধারাইকান্দি-২টা, ছয়ঘরিয়া, মুকুন্দপুর-৩টা, পেপুলিয়া-২টা, হাবিবপুর-৩টা, ভাগগরিব ও বনগ্রাম-৩টা। কিছু কালভার্ট পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

শালমারা ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৭০টি, দামগাছা-৪টা, পচারিয়া-৫টা, শাখাহাতি-৪টা, নিলকণ্ঠপুর, বুড়াবুড়ি-৬টা, বারপাইকা-৪টা, উলিপুর-২টা, শালমারা-৫টা, ঘুগা গারামারা-৭টা, নিয়ামতের বাইগুনি-৬টা, উজিরপাড়া-৪টা, হিয়াতপুর-৬টা, হাবিবের বাইগুনি-৪টা, কিশমতের বাইগুনি-৩টা, কলাকাটা-৪টা, হামছাপুর ও মিরাপাড়া-৪টা।

গুমানিগঞ্জ ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৮৫ টি, পারবতী পুর-৫টা, চককোচমহরী-৪টা, সুন্দর কোল-৭টা, গুজিয়াপাড়া-৭টা, রজাকপুর-৩টা, কন্দ খালাসপুর-৩টা, আলীপুর-৫টা, দিলালপুর, শ্রীপুর-৫টা, ঘুগা-৩টা, আটিয়াতলা-৩টা, জরিফপুর, গোয়ালপাড়া-৪টা, অনন্তপুর-৬টা, তরফমনু, পারগয়ারা-৭টা, মিরকুচি মদনতাইর-৩টা, বালুভরা-৫টা, কুড়িপাইকা-৩টা, কোচমদন বারপাইকা, কৃষ্ণপুর ছয়ঘরিয়া-৩টা, গুমানিগঞ্জ-৪টা, নাগেরভিটা। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

কামদিয়া ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ২৫টি, পুইয়াগাড়ি-৪টা, বইলগ্রাম, দিঘীরহাট-৬টা, বড়গাও-২টা, এনায়েতপুর-৩টা, বড় চাপর-৩টা, খোলাহাটি-২টা, কামদিয়া-৩টা ও ছাতিয়ানচুড়া। কিছু কালভার্ট রাস্তার পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৭০টি, পুনতাইর-৮টা, সিংঙ্গিডাঙ্গী-৬টা, বালুয়া-৫টা, বোচাদহ-৫টা, শ্রীপাতিপুর-৬টা, বামনহাজরা-৬টা, কুমারডাঙ্গা-৭টা, জগদিশপুর-৬টা, গোপালপুর-৫টা, জীবনপুর-৫টা, জিরাই-৬টা ও পান্তাবাড়ি-৫টা। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

কামারদহ ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৯০টি, বকচর-৬টা, বার্না-৬টা, বার্না চন্দ্রশেখর-৪টা, কন্দর্পপুর-৫টা, রসুলপুর-৫টা, মাস্তা-৬টা, কামারদহ-৭টা, বার্না আকুব-৬টা, চার পার্বতিপুর-৫টা, বেতগারা-৪টা, মহানগর-৪টা, চাদপাড়া-৪টা, মেকুরাই-৬টা, দিগলকান্দি-৭টা, তারদহ-৪টা, ভাগগোপাল-৪টা, সাহাদাত, মহাববপুর-৩টা ও সৈয়দপুর-৫টা।

সাপমারা ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৫৬ টি, পন্ডিতপুর-৫টা, চকরহিমপুর-৪টা, দাধয়া, খামারপাড়া-৪টা, দোবাড়ীয়া-৪টা, কোটালপুর-৩টা, কৌচাকৃষ্ণপুর-৪টা, মাদারপুর-৩টা, মল্লা, মদনপুর-৫টা, নরেঙ্গাবাদ-৪টা, পাজয়পুর-৫টা, চৌহুতপুর-৩টা, রামপুর-২টা, সাপমারা-৪টা, সারাই, তরফকামাল-৩টা। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

শাখাহার ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৭০টি, বাল্লা-৪টা, রোয়াগাও-৩টা, আমগাও-৩টা, আরজী পিয়ারাপুর-৫টা, আয়ভাঙ্গী-৪টা, বানীহালী-৪টা, বানীহারা-৩টা, দশনাল-৩টা, দেওনাই-৩টা, দেওচালিতা-৩টা, দিঘীপাড়া-৪টা, ঘারইল-৪টা, জালতা, জানখুর, জিরাই-৩টা, খারিতা-৩টা, খুরশান, মাকলাইন-২টা, মোল্লাপারা-৩টা, পাইরল, পিহুলা, পিয়ারাপুর, রাজশ, রোয়াগাও-৪টা, শাখাহার-৫টা। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

রাজাহার ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ১৫ টি, বেউরগ্রাম, ধানিয়াল, ধুতুরবাড়ি, দোঘরিয়া, দুবলাগাড়ি, গোয়ালকান্দি, গোপালপুর, ঝিকরাইল, কচুয়া, নওগা, নরসিংহপুর, প্রভুরামপুর, রাজাহার, কুকরাইল, আনন্দিপুর, বানেশ্বর। পানিতলা খাল ও কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

রাস্তা ঃ মোট রাস্তা

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় মোট ২,৩৯৭ কিঃ মিঃ রাস্তা আছে তার মধ্যে পাকা ৪১২ কিঃ মিঃ, কাচা ১,১৩৯ কিঃ মিঃ, এইচবিবি ৮৪৬ কিঃমিঃ

হরিরামপুর ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ৩০৮ কিঃ মিঃ রাস্তা আছে। পাকা রাস্তা ত্রিমোহনীঘাট হতে বড়দহঘাট পর্যন্ত, কাচা রাস্তা শংকরগঞ্জ হতে ত্রিমোহনী, ত্রিমোহনী হতে সোনাইডাঙ্গা বাঁধ, চকপাখেরা হতে রামপুরা পঃ পাড়া, হরিরামপুর ইউনিয়ন হতে ক্রোড়গাছা, হরিরামপুর হতে বাজুনিয়াপাড়া, হরিরামপুর ইউনিয়ন হতে নলেয়া নদীর ধারে, হরিরামপুর হতে তালুক সোনাইডাঙ্গা, ধুন্দিয়া হতে হরিপুর, কিসমত দূর্গাপুর হতে বড়দহ, বড়দহ হতে হরিরামপুর, সোনাইডাঙ্গা বৈকণ্ঠপুর হতে নাওভাঙ্গা, সোনাইডাঙ্গা বৈকণ্ঠপুর হতে হরিরামপুর। রাস্তার উচ্চাতা ৮–১০ এর মধ্যে। প্রায় ৫০–৫৫ কিঃ মিঃ রাস্তা বন্যামুক্ত।

তালুককানুপুর ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ১১০ কিঃ মিঃ রাস্তা আছে। পাকা রাস্তা জামালপুর হতে বিশ্বরোড, ৪১মাইল হতে বাসুদেবপুর, জুম্মার ঘাট হতে সরবশের ঘাট পর্যন্ত, কাচা রাস্তা জামালপুর হতে বড় নারায়নপুর, দাপেরহাট হতে

ফকিরপাড়া, জামালপুর হতে ফকিরপাড়া, জামালপুর হতে চন্ডিপুর পাকারাস্তা, হারাজের বাড়ি হতে সুন্দাইল, জামালপুর হতে বড়দহ, মথুরাপুর হতে উ: ছয়ঘরিয়া, বাসুদেবপুর গুচ্ছগ্রাম হতে বেড়া মালঞ্চা ঈদগা মাঠ হইয়া তেলিয়া, বেড়া মালঞ্চা ঈদগা মাঠ হতে ফুলবাড়ি,বিশ্বরোড জোড়াদিঘী হতে দেবপুর হইয়া দামুদরপুর, দামুদরপুর হতে তালুককানুপুর হয়ে জামালপুর হাট, আ: কাদেরের ইটভাটা হতে ফুলবাড়ি হয়ে বাহাদুরপুর, রাগবপুর হতে তালুককানুপুর, চকশিবপুর বিশ্বরোড হতে বাকির বাড়ি, সমসপাড়া বিশ্বরোড হতে কাদের মেম্বারের বাড়ি, বিশ্বরোড হতে চন্ডিপুর ক্লাব, জামালপুর হতে শালমারা হয়ে কমল নারায়নপুর হয়ে মথুরাপুর স্কুল, বাসুদেবপুর কলেজ হতে বেড়া মালঞ্চা ঈদগা, রাগবপুর হতে তালুককানুপুর ও তালুককানুপুর ইউ পি হতে ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত । রাস্তার উচ্চাতা ৭-৮ এর মধ্যে । প্রায় ১৫ কি: মি: রাস্তা বন্যামুক্ত ।

কাটাবাড়ী ইউনিয়নে মোট রাস্তা আছে ৭৪ কি:মি:, তার মধ্যে পাকা রাস্তা ১৪ কি:মি: ও কাচা রাস্তা ৬২ কি:মি । পাকা রাস্তা: কলোনী থেকে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত ও কাচা রাস্তা: আশকুড়া হতে জহিরুলের বাড়ি, কাঠালবাড়ি হতে বাগদা বাজার, কাটাবাড়ি হতে বাগদা বাজার, বুজরুক বেড়া আরাজি হতে বোগদহ, ফুলহার হতে আবেদআলীর বাড়ি, বোগদহ হতে বাগদা বাজার, বিষলিয়া হতে কলোনী পর্যন্ত । রাস্তার উচ্চাতা ৭-৮ এর মধ্যে । প্রায় ৩০ কি: মি: রাস্তা বন্যামুক্ত ।

রাখালবুরুজ ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ১১৩ কি: মি: রাস্তা আছে । পাকা রাস্তা শিমুলতলী হতে শাকদহ, কাজলা চৌ;বাড়ি হতে ফুলবাড়ি কুন্দের পাড়া, দরগাপারা হতে খবির আখন্দের বাড়ি,চাদপুরসিঙ্গা হতে গুবিন্দনগর পর্যন্ত, কাচা রাস্তা কাজলা চৌ:বাড়ি হতে মাঠের বাজার, পুরেরমাঠ হতে অবদা বাঁধ, নয়াপারা হতে নয়া বাজার, কুম্ভেরপাড়া হতে মালাধর, অবদাবাঁধ হতে তোহার বাড়ি, ঘিডাঙ্গ মোর হতে গুবিন্দনগর, চাদপুর হতে কৃষ্ণপুর, মাঠেরবাজার হতে দরগাপারা, কামারপাড়া হতে অবদাবাঁধ, মুন্সিরহাট কলেজ হতে চক মাকরা, গনি মেম্বারের বাড়ি হতে আলম মেলিটারীর বাড়ি । রাস্তার উচ্চাতা ৮-১০ এর মধ্যে । প্রায় ৫০-৫৫ কি: মি: রাস্তা বন্যামুক্ত ।

ফুলবাড়ি ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ১৭০ কি: মি: রাস্তা আছে । পাকা রাস্তা বাগদরিয়া হতে মহাদেবপুর, বাগদরিয়া হতে কলেজ গেইট পর্যন্ত, কাচা রাস্তা ফুলবাড়ি হতে বড় সোহাগী, ফুটানি বাজার হতে বিশ্বরোড, বড় সাতাইল বাতাইল হতে ফুটানি বাজার, ফতুল্লাপুর হতে ফুলবাড়ি, ছোট সোহাগী হতে দিকদাইর, হাতিয়াদহ হতে পৌরসভা, কুঞ্জামালঞ্চা হতে ফুটানি বাজার, কুম্ভারপাড়া হতে সাতাইল বাতাইল, ও নাচিকুচি হতে শাকপালা পর্যন্ত । রাস্তার উচ্চাতা ৮-১০ এর মধ্যে ।
দরবস্ত ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ৯৮ কি: মি: রাস্তা আছে । পাকা রাস্তা কালিতলা হতে বগুলাগাড়ি, বালুয়াহাট হতে বিশুবাড়ি পর্যন্ত, কাচা রাস্তা বালুয়াহাট হতে দরবস্ত, কালিতলা হতে মারিয়া, দরবস্ত হতে হাতিয়াদহ, বিশ্বনাথপুর হতে দরবস্ত, গোসাইপুর হতে বালুয়াহাট, মিরুপাড়া হতে নলডাঙ্গা, কালিতলা হতে দরবস্ত, দরবস্ত হতে বিশ্বরোড, বিশ্বরোড হতে বালুয়াহাট, ছোট দূর্গাপুর হতে সিংজানী । রাস্তার উচ্চতা ৮-১০ এর মধ্যে ।

নাকাই ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ৮৫ কি: মি: রাস্তা আছে । পাকা রাস্তা নাকাই হতে বড়দহঘাট, শিমুলতলী হতে বড়দহঘাট ও শিমুলতলী হতে নাকাইহাট কলেজ পর্যন্ত, কাচা রাস্তা নাকাই হতে ধানখুনিয়া, পুটিয়া হতে নাকাই, পুরনদর হতে শীতলগ্রাম, শীতলগ্রাম হতে নাকাইহাট কলেজ, ডুমুরগাছ হতে নাকাইহাট কলেজ ও পোগইল হতে কুঞ্জনাকাই পর্যন্ত ।

শিবপুর ইউনিয়নে মোট রাস্তা আছে ৮৫ কি:মি:, তার মধ্যে পাকা রাস্তা ১০ কি:মি: ও কাচা রাস্তা ৭৫ কি:মি । পাকা রাস্তা: শ্রীমুখ রিক্সা ষ্ট্যান্ড থেকে পারা কচুয়া হয়ে শিবপুর ইউনিয়ন, শ্রীমুখ রিক্সা ষ্ট্যান্ড থেকেচেয়ারম্যান বাড়ি, মহাদেবপুর নুরু মেম্বারের বাড়ি হতে পাচগুছি বাজার ও কোচাশহর হতে টেপারজান পর্যন্ত, ও কাচা রাস্তা: মালঞ্চা পাকা হতে ১২ ডিগ্রি হিন্দুপাড়া হয়ে চারমাথা রাস্তা, মালঞ্চা স্কুল হতে মহাদেবপুর হয়ে তরনীপাড়া হয়ে শিবপুর, মালঞ্চা কামারের হাট হতে চকেন্দাহার, মহাদেবপুর কলার চিপা পাকা হতে রাখালবুরুজ সীমানা, মহাদেবপুর চারমাথা নুনতলা হতে চালিতাতলা, সরদার হাট উচ্চ বিদ্যালয় হতে সাকইল রাস্তা, শিবপুর হতে রাখালবুরুজ সীমানা, শিবপুর পাকা রাস্তা হতে শিবপুর ঈদগা, ষোলাগাড়ি ইটভাটা হতে খিরিবিড়ি, পারা কচুয়া ব্রীজ হতে তরনীপারা, চৈতারবাড়ি পাকা হতে কেশবপুর ও ষোলাগাড়ি হতে কেশবপুর পর্যন্ত ।

কোচাশহর ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ২৫২ কি: মি: রাস্তা আছে । পাকা রাস্তা চাদপাড়া হতে কোচাশহর, চাদপাড়া হতে ধারাইকান্দি, ষোলাগাড়ি হতে তারাগনা, সুদারধাপ হতে ডাকুমারা ও রতনপুর হতে নয়ারহাট পর্যন্ত কাচা রাস্তা জগন্নাথপুর হতে বৈরাগিরহাট, ধর্মপুর হতে কোচাশহর, মুকুন্দপুর হতে ষোলাগাড়ি, কোচাশহর হতে সুদার ধাপ, শিংগা হতে কোচাশহর, আরজি শাহাপুর হতে কোচাশহর, ষোলাগাড়ি হতে কোচাশহর, ভাগগরিব হতে বনগ্রাম ও কোচাশহর ধারাইকান্দি । রাস্তার উচ্চাতা ৫-৭ এর মধ্যে ।

শালমারা ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ১০৪ কি: মি: রাস্তা আছে । পাকা রাস্তা সোনাতলা হতে মহিমাগঞ্জ, শাখাহাতি হতে শালমারা, শালমারা হতে ব্যাঙের ঘাট ও রেলগেইট বড়িয়ার হাট হতে বুড়াবুড়ি পর্যন্ত । কাচা রাস্তা শালমারা হতে

ব্যাঙের ঘাট, নিলকণ্ঠপুর হতে শালমারা, বুড়াবুড়ি হতে শালমারা, শালমারা হতে হামছাপুর, ব্যাঙের ঘাট হতে শাখাহাতি, জীবনগাড়ি হতে শালমারা ও মালিনদহ ঘাট হতে বুড়াবুড়ি পর্যন্ত । রাস্তার উচ্চাতা ৬–৭ এর মধ্যে ।

গুমানিগঞ্জ ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ১৪৭ কি: মি: রাস্তা আছে । পাকা রাস্তা অনন্তপুর হতে জরিফপুর, অনন্তপুর হতে পারগয়ারা, পারগয়ারা হতে ঘুগা কালিতলা পর্যন্ত, কাচা রাস্তা গুমানিগঞ্জ হতে ফিরুসাঘাট, শ্রীপুর হতে গুমানিগঞ্জ, পারগয়ারা হতে আলীপুর, আলীপুর হতে গুমানিগঞ্জ, নাগেরভিটা হতে দিলালপুর, আটিয়াতলা হতে গুমানিগঞ্জ, অনন্তপুর হতে কৃষ্ণপুর ছয়ঘরিয়া ও খালাসপুর হতে মিরকুচি মদনতাইর পর্যন্ত । রাস্তার উচ্চাতা ৫–৬ এর মধ্যে ।

কামদিয়া ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ২৫৫ কি: মি: রাস্তা আছে । পাকা রাস্তা কামদিয়া হতে চিয়রগাও, চিয়রগাও হতে রঘুনাথপুর, পুইয়াগাড়ি হতে হাইতর, হাইতর হতে কামদিয়া, শ্যামপুর হতে কামদিয়া, রসিকনগর হতে রসিকনগর, ও রসিকনগর হতে কামদিয়া পর্যন্ত, কাচা রাস্তা বড়গাও হতে ধর্মপুর, শ্যামপুর হতে এনায়েতপুর, রসিকনগর হতে কামদিয়া, কামদিয়া হতে মানিকপুর, রঘুনাথপুর হতে ছাতিয়ানচুড়া, ছাতিয়ানচুড়া হতে কামদিয়া, খোলাহাটি হতে তিরাইল, কোচমারী হতে বইলগ্রাম ও পুইয়াগাড়ি হতে চিয়রগাও হইয়া কামদিয়া পর্যন্ত । রাস্তার উচ্চাতা ৭–৮ এর মধ্যে ।

মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ১২৫ কি: মি: রাস্তা আছে । পাকা রাস্তা মহিমাগঞ্জ হতে কোচাশহর, মহিমাগঞ্জ হতে কচুয়া, কুমারডাঙ্গা হতে বালুয়া পর্যন্ত, কাচা রাস্তা পুনতাইর হতে জীবনপুর, জীবনপুর হতে জিরাই, মহিমাগঞ্জ হতে জিরাই, শ্রীপাতিপুর হতে মহিমাগঞ্জ, জগদিশপুর হতে মহিমাগঞ্জ, পান্তাবাড়ি হতে বামনহাজরা হয়ে মহিমাগঞ্জ, সিংঙ্গিডাঙ্গী হতে পুনতাইর । রাস্তার উচ্চাতা ৮–১০ এর মধ্যে ।

কামারদহ ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ১৭০ কি: মি: রাস্তা আছে । পাকা রাস্তা বকচর হতে কামারদহ, বেতগারা হতে রসুলপুর ও মেকুরাই হতে কামারদহ পর্যন্ত, কাচা রাস্তা চার পার্বতিপুর হতে বার্না আকুব, বকচর হতে কামারদহ, রসুলপুর হতে কামারদহ, বেতগারা হতে কন্দর্প পুর, দিগলকান্দি হতে কামারদহ, কামারদহ হতে তারদহ, মহানগর হতে ভাগগোপাল হয়ে সৈয়দপুর, মাস্তা হতে মেকুরাই, মেকুরাই হতে বার্না চন্দ্রশেখর ও চাদপাড়া হতে কামারদহ পর্যন্ত । রাস্তার উচ্চাতা ৮–১০ এর মধ্যে ।

সাপমারা ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ১৫০ কি: মি: রাস্তা আছে । পাকা রাস্তা পন্ডিতপুর হতে সাপমারা, সাপমারা হতে মাদারপুর, রামপুর হতে তরফকামাল পর্যন্ত, কাচা রাস্তা তরফকামাল হতে মদনপুর, মদনপুর হতে দোবাড়ীয়া, নরেঙ্গাবাদ হতে পন্ডিতপুর, সাপমারা ইউনিয়ন হতে কোটালপুর, সাপমারা হতে চকরহিমপুর, চকরহিমপুর হতে রামপুর, নরেঙ্গাবাদ হতে চকরহিমপুর, খামারপাড়া হতে সাপমারা, মল্লা হতে রামপুর ও চৌহুতপুর হতে সাপমারা, রাস্তার উচ্চাতা ৮–১০ এর মধ্যে ।

শাখাহার ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ১৪২ কি: মি: রাস্তা আছে । পাকা রাস্তা জানখুর হতে দিঘীপাড়া, দশনাল হতে শাখাহার, শাখাহার হতে দেওচালিতা পর্যন্ত, কাচা রাস্তা বাল্লা হতে আমগাও, বানীহারা হতে দেওনাই, দেওনাই হতে পাইরল, মোল্লাপারা হতে শাখাহার, শাখাহার হতে ঘারইল, পিয়ারাপুর হতে রোয়াগাও, সূর্যগাড়ি হতে শাখাহার, বানীহারা হতে রাজশ, আয়ভাঙ্গী হতে খারিতা ও দেওচালিতা হতে খুরশান পর্যন্ত । রাস্তার উচ্চাতা ৮–১০ এর মধ্যে ।

রাজাহার ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ১০৭ কি: মি: রাস্তা আছে । পাকা রাস্তা পানিতলা হতে বেউরগ্রাম, রাজাহার হতে বানেশ্বর ও কচুয়া হতে দোঘরিয়া পর্যন্ত, কাচা রাস্তা দুবলাগাড়ি হতে জিনাউত, গোপালপুর হতে বানেশ্বর, দোঘরিয়া হতে কুকরাইল, রাজাহার হতে নরসিংহপুর, রাজাহার হতে প্রভুরামপুর, গোপালপুর হতে রাজাহার, গোয়ালকান্দি হতে সিহিপুর ও বানেশ্বর হতে রাজাহার পর্যন্ত । রাস্তার উচ্চাতা ৮–১০ এর মধ্যে ।

<u>সেচ ব্যবস্থা ঃ</u> গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ১৯৪ টি গভীর নলকূপ ও ৫,৫৮৫ টি শ্যালো মেশিনের সংখ্যা আছে । গভীর নলকূপ ও শ্যালো মেশিনগুলো জমিতে সেচের কাজে ব্যবহৃত হয় । ইরি ধান, গম, আলু, ভুট্টা জমিতে সেচ দেওয়া ছাড়াও গভীর নলকূপ ও শ্যালো মেশিনের পানি খাওয়া, রান্না ও গোসলের কাজে ব্যবহৃত হয় । শুষ্ক মৌসমে জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য গভীর নলকূপ ও শ্যালো মেশিনগুলো ব্যবহহৃত হয় । কিছু কিছু শ্যালো মেশিন নদীরপাড়ে বসিয়ে নদী থেকে পানি তোলে সেচের কার্যক্রম পরিচালনা করে । ইহা ছাড়াও গভীর নলকূপ ও শ্যালো মেশিনের পানি দ্বারা অনেক সময় কাপর চোপরও ধোয়া হয় ।

<u>হাট বাজারঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ৬৪টি বাজার আছে তারমধ্যে ২২টি বাজারে হাট বসে ৪২টিতে হাট বসে না</u>

হরিরামপুর ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০৮টি, ক্রোড়গাছা শিবের বাজার, নতুন বাজার, তেতুলতলী বাজার, যাদুর বাজার, শংকরগঞ্জ বাজার, হাজীর বাজার, বড়দহ বাজার, ক্রোড়গাছ বুড়ীর ভিটা বাজার। কোন হাট বসে না তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে। বাজারগুলো সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না। তাই কোন হাট বসেনা। ক্রোড়গাছা শিবের বাজারে দোকান আছে-১৩০টি, নতুন বাজারে দোকান আছে-১১০টি, তেতুলতলী বাজারে দোকান আছে-৯০টি, যাদুর বাজারে দোকান আছে-৮০টি, শংকরগঞ্জ বাজারে দোকান আছে-১০০টি, হাজীর বাজারে দোকান আছে-৬০টি, বড়দহ বাজারে দোকান আছে-১০০টি, ক্রোড়গাছ বুড়ীর ভিটা বাজারে দোকান আছে-৮০টি।

তালুককানুপুর ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০৮টি, তালুককানুপুর বাজার, জামালপুর বাজার, বাসুদেবপুর বাজার, মথুরাপুর বাজার, দেবপুর বাজার, বাহাদুরপুর বাজার, দামুদরপুর বাজার ও কাটাখালি বালুয়া বাজার। কাটাখালি বালুয়া বাজার ছাড়া বাকি বাজারগুলোতে কোন হাট বসেনা প্রত্যেকদিন বাজার বসে। কারন কাটাখালি বালুয়া বাজার ছাড়া বাকি বাজারগুলো সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না। তাই কোন হাট বসেনা। তালুককানুপুর বাজারে দোকান আছে-২১০টি, জামালপুর বাজারে দোকান আছে-১০০টি, বাসুদেবপুর বাজারে দোকান আছে-২০০টি, মথুরাপুর বাজারে দোকান আছে-৬০টি, দেবপুর বাজারে দোকান আছে-৪০টি, বাহাদুরপুর বাজারে দোকান আছে-৩০টি, দামুদরপুর বাজারে দোকান আছে-২০টি ও কাটাখালি বালুয়া বাজারে দোকান আছে-২২০টি। কাটাখালি বালুয়া বাজারে সোম ও শুক্র বার দিন হাট বসে ও কাটাখালি বালুয়া বাজারে ০২ টি ও তালুককানুপুর বাজারে ০২ টি করে সমিতি আছে বাকি বাজারগুলোতে কোন সমিতি নাই।

কাটাবাড়ী ইউনিয়নে হাট বাজার আছে-০২টা, বাগদা বাজার ও কাটাখালি বাজার, বাগদা বাজার শনিবার ও মঙ্গল বার দিন হাট বসে, কিন্তু কাটাখালি বাজার সরকারীভাবে ইজারা হয় না তাই কোন হাট বসে না প্রত্যেকদিন বাজার বসে। বাগদা বাজারে দোকান আছে-২৫০ টা, কাটাখালি বাজারে দোকান আছে-২৪০টা, বাগদা বাজারে সমিতি আছে ০৩টা, ও কাটাবাড়ি বাজারে সমিতি আছে-০২টা।

রাখালবুরুজ ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০৭ টি, ধর্মপুর বাজার, ফকিরপাড়া বাজার, আমতলী বাজার, হরিনাথপুর বাজার, চাদপুর সিঙ্গা বাজার, ঘিডাঙ্গা বাজার ও পিরপল বাজার। কোন হাট বসে না তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে। বাজারগুলো সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না। তাই কোন হাট বসে না। ধর্মপুর বাজারে দোকান আছে-২৫০টি, ফকিরপাড়া বাজারে দোকান আছে-৪০টি, আমতলী বাজারে দোকান আছে-১৮০টি, হরিনাথপুর বাজারে দোকান আছে-৮০টি, চাদপুর সিঙ্গা বাজারে দোকান আছে-৪০টি, ঘিডাঙ্গা বাজারে দোকান আছে-২০০টি, পিরপল বাজারে দোকান আছে-৩০টি।

ফুলবাড়ি ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০১ টি, ফুটানি বাজার। কোন হাট বসে না তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে। বাজারটি সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না। তাই কোন হাট বসেনা। ফুটানি বাজারে দোকান আছে-৮০টি।

দরবস্ত ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০৬ টি, কোমরপুর বাজার, বালুয়াহাট বাজার, চরকতলা বাজার, কালিতলা বাজার, হরিতলা বাজার, পোড়াদহ বাজার। কোমরপুর বাজারে শনি ও বুধবার দিন ও বালুয়াহাট বাজারে মঙ্গল ও শুক্রবার দিন হাট বসে বাকি বাজারগুলোতে কোন হাট বসে না তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে। কোমরপুর বাজার ও বালুয়াহাট বাজার সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় । তাই হাট বসে বাকি বাজারগুলো সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না তাই কোন হাট বসেনা। কোমরপুর বাজারে দোকান আছে-৩৪২টি, বালুয়াহাট বাজারে দোকান আছে-৪৫০টি, চরকতলা বাজারে দোকান আছে-৭০টি, কালিতলা বাজারে দোকান আছে-৬০টি, হরিতলা বাজারে দোকান আছে-৪৫টি, পোড়াদহ বাজারে দোকান আছে-২৫টি

নাকাই ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০৪ টি, শিমুলতলী বাজার, নতুন বাজার, নাকাইহাট বাজার ও রথের বাজার। নাকাইহাট বাজার শনিবার ও মঙ্গলবার দিন হাট বসে কিন্তু বাকি বাজারগুলোতে কোন হাট বসেনা তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে। নাকাইহাট বাজার সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় তাই হাট বসে বাকি বাজারগুলো সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না তাই কোন হাট বসেনা । শিমুলতলী বাজারে দোকান আছে-৩২টি, নতুন বাজারে দোকান আছে-৭০টি, নাকাইহাট বাজারে দোকান আছে-৩২৫টি ও রথের বাজারে দোকান আছে-১০০টি ।

শিবপুর ইউনিয়নে হাট বাজার আছে-০৪টা, সরদারহাট বাজার, পাছগাছি বাজার, কামারেরহাট বাজার ও শ্রীমুখ বাজার। সরদারহাট বাজার শুক্রবার ও সোমবার এবং কামারেরহাট বাজার শনি ও মঙ্গলবার দিন হাট বসে, কিন্তু পাছগাছি বাজার ও শ্রীমুখ বাজার সরকারীভাবে ইজারা হয় না তাই কোন হাট বসে না প্রত্যেকদিন বাজার বসে। সরদারহাট বাজারে দোকান আছে-১৪৫ টা, পাছগাছি বাজারে দোকান আছে-৮০টা, কামারেরহাট বাজারে দোকান আছে-১৪০টা ও শ্রীমূখ বাজারে দোকান আছে-৫৫টা।

কোচাশহর ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০৬টি, কোচাশহর বাজার, চাদপাড়া বাজার, বৈরাগি বাজার, বুনাতলা বাজার, ডাঙ্গার মোর বাজার, নয়ারহাট বাজার। ডাঙ্গার মোর বাজারে কোন হাট বসে না তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে। ডাঙ্গার মোর বাজার সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না তাই কোন হাট বসে না। কোচাশহর বাজার রবিবার ও বুধবার, চাদপাড়া বাজার সোমবার ও শুক্রবার, বৈরাগি বাজার শনিবার ও মঙ্গলবার, বুনাতলা বাজার শনিবার ও মঙ্গলবার এবং নয়ারহাট বাজার শনিবার ও মঙ্গলবার দিন হাট বসে । ডাঙ্গার মোর বাজার ছাড়া বাকি বাজারগুলো সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় তাই হাট বসে। কোচাশহর বাজারে দোকান আছে-৩৬৫টি, চাদপাড়া বাজারে দোকান আছে-২২০টি, বৈরাগি বাজারে দোকান আছে-২৫০টি, বুনাতল বাজারে দোকান আছে-২০০টি, নয়ারহাট বাজারে দোকান আছে-১৮০টি।

শালমারা ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০২ টি, শালমারা বাজার ও বুড়াবুড়ি বাজার। বুড়াবুড়ি বাজারে কোন হাট বসেনা তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে। বুড়াবুড়ি বাজার সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না, তাই কোন হাট বসেনা। আর শালমারা বাজারে হাট বসে সোম ও বৃহস্পতিবার । শালমারা বাজারটি সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় তাই হাট বসে। শালমারা বাজারে দোকান আছে-১৫০টি, বুড়াবুড়ি বাজারে দোকান আছে-৪৫টি।

গুমানিগঞ্জ ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০৬ টি, ফুলপুকুরিয়া বাজার, পারগয়ারা বাজার, জরিফপুর বাজার, নেংড়া বাজার, কালিতলা বাজার, কাইয়াগঞ্জ বাজার। ফুলপুকুরিয়া বাজার ছাড়া বাকি বাজারগুলোতে কোন হাট বসে না তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে। বাজারগুলো সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না। তাই কোন হাট বসে না। ফুলপুকুরিয়া বাজারে হাট বসে রবি ও বুধবার দিন ফুলপুকুরিয়া বাজারটি সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় তাই হাট বসে। ফুলপুকুরিয়া বাজারে দোকান আছে-২১৫টি, পারগয়ারা বাজারে দোকান আছে-৪৭টি, জরিফপুর বাজারে দোকান আছে-২৫টি, নেংড়া বাজারে দোকান আছে-২০টি, কালিতলা বাজারে দোকান আছে-১৮টি, কাইয়াগঞ্জ বাজারে দোকান আছে-৪৫টি।

কামদিয়া ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০২ টি, কামদিয়া বাজার ও দিঘীরহাট বাজার। কামদিয়া বাজারে হাট বসে রবিবার ও বৃহস্পতিবার ও দিঘীরহাট বাজারে হাট বসে শনিবার ও মঙ্গলবার কামদিয়া বাজার ও দিঘীরহাট বাজারটি সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় তাই হাট বসে। কামদিয়া বাজারে দোকান আছে-১২০০টি, দিঘীরহাট বাজারে দোকান আছে-৫০০টি।

মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০১ টি, মহিমাগঞ্জ বাজার, মহিমাগঞ্জ বাজারে হাট বসে শনিবার ও মঙ্গলবার বাজারটি সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় তাই হাট বসে। মহিমাগঞ্জ বাজারে দোকান আছে-২২০টি।

কামারদহ ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০১টি। কামারদহ বাজারে হাট বসে রবিবার । কামারদহ বাজারটি সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় তাই হাট বসে।কামারদহ বাজারে দোকান আছে-১২০০টি।

সাপমারা ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০২ টি, সাপমারা বাজার ও সাহেবগঞ্জ বাজার । সাপমারা বাজারে হাট বসে সোম ও শুক্রবার ও সাহেবগঞ্জ বাজারে হাট বসে শনি ও মঙ্গলবার দিন । বাজারগূলো সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় তাই হাট বসে। সাপমারা বাজারে দোকান আছে-১২০০টি, সাহেবগঞ্জ বাজারে দোকান আছে-৩৫০টি ।

শাখাহার ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০১ টি, শাখাহার বাজার। শাখাহার বাজরে কোন হাট বসেনা তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে। শাখাহার বাজারটি সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না। তাই কোন হাট বসে না। শাখাহার বাজারে দোকান আছে-৮০টি।

রাজাহার ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০৩ টি, রাজাহার বাজার, কচুয়া বাজার, বানেশ্বর বাজার। রাজাহার বাজারে হাট বসে সোম ও শুক্রবার ও বানেশ্বর বাজারে হাট বসে শনি ও মঙ্গলবার দিন বাজারগুলো সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় তাই হাট বসে। রাজাহার বাজারে দোকান আছে-২০০টি, বানেশ্বর বাজারে দোকান আছে-১৫০টি।

১.৪.২ সামাজিক সম্পদঃ

ঘরবাড়ীঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় পাকা, আধাপাকা, টিনের, মাটির ও ছনের ঘর আছে। ইট-সিমেন্ট, টিন-কাঠ, মাটি, ছন দিয়ে তৈরী ঘর-বাড়ি। মোট ঘরের সংখ্যা ২,৪৮,৮৭৬টি তার মধ্যে পাকা ৫১,৪৪৯টি এবং কাচা ১,৯৭,৩৮১টি।

পানিঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় খাবার পানির উৎসগুলো হচ্ছে নলকূপ, তারাপাম্প ও কূয়া। এরমধ্যে নলকূপ আছে ৯৩,০৫৫টি, তারাপাম্প আছে ৪৫টি ও কূয়া আছে ৪টি। তারমধ্যে ৯০,৫৪৫টি ভাল ও ২,৫৫৯টি নষ্ট । এগুলোর মধ্যে বন্যার সময় প্রায় ৩৫,৫০০-৩৬,০০০টি নলকূপ উপরে থাকে যেগুলো বন্যার সময় ব্যবহার করা যায় । বন্যা বেশী হলে ১০-১২হাজার নলকূপ ব্যবহার করা যায়। এই এলাকার ৯০% অধিবাসি নলকূপের পানি ব্যবহার করে।

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাঃ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় প্রায় ৬৬,০২০টি, এর মধ্যে প্রায় ২০,৫০০-২১,০০০টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বন্যার সময় উপরে থাকে সেগুলো বন্যার সময় ব্যবহার করা যায় আর বন্যা বেশী হলে ৯-১০ হাজার স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা যায় । এই এলাকার ৬৫% অধিবাসি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ পাঠাগারঃ

উপজেলার সরকারী, বে-সরকারী প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ ও পাঠাগার ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ননাঃ উক্ত উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নেই সরকারী, বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ ও পাঠাগার রয়েছে যার বিস্তারিত বিবরন সংযুক্ত করা হলো ।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় মসজিদ-৯৯০টি, মন্দির ১০৫ টি ও গীর্জা ০৭টিঃ

হরিরামপুর ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৬০টি, রামপুরা-০৪টি, দুর্গাপুর, কিসামত দুর্গাপুর-০৩টি, হরিপুর-০৩টি, বাজুনিয়াপাড়া-০৩টি, পাখেরা-৪টা, বালুয়াপাড়া-২টা, বড়দহ-০৫টি, কুটিপাড়া-০২টি, বেরেরভিটা-৩টা, নাওভাঙ্গা-০৪টি, ক্রোড়গাছা-০৫টি, ধুন্দিয়া-০৩টি, সোনাইডাঙ্গা বৈকণ্ঠপুর-০৩টি, উ: হরিপুর-০২টি, হরিরামপুর-০৪টি, চক পাখেরা-০৩টি, মাটিয়াগড়া, মন্ডলপাড়া-২টা, আন্দারিয়া-৩টা । **মন্দির আছে ১৪টি,** যথা: ঠাকুরবাড়ি, শীবের বাজার, বাজুনিয়াপাড়া-৩টি, গুনের বাড়ি, রামবাবু মাষ্টারের বাড়ি, সচিন সরকারের বাড়ি, বড়দহ বাজার, তেতুলতলি বাজার, বুড়ির ভীটা-২টি, রামপুরা । মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয় । আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় ।

তালুককানুপুর ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৯০টি, বেড়া মালঞ্চা-০৪টি, ছোট নারায়নপুর-০৩টি, নারিচাগাড়ি-০৪টি, ফুলবাড়ি-৪টা, তেলিয়া-৪টা, বাহাদুরপুর-৪টা, মথুরাপুর-৩টি, চিয়রগ্রাম দামুদরপুর-৩টা, দেবপুর-০৩টি, সিংহডাঙ্গা-৫টি, দামুদরপুর-৩টি, কাপাসিয়া-০৪টি, ছোট জামালপুর-৪টা, চক সিংহডাঙ্গা-০৪টি, তালুককানুপুর-০৫টি, রাগবপুর-০৪টি, লোদাপুর-০৩টি, চন্ডিপুর-৬টি, সমসপুর-৬টি, তাজপুর-৩টি, সুন্দাইল-৫টি, দেবত্তর শালমারা-৩টা ও চক শিবপুর-৩টা । **মন্দির আছে ১০টি,** যথা: লোদাপুর কালিতলা, তালুককানুপুর, মথুরাপুর, দামুদরপুর হিন্দুবাড়ি, ফুলবাড়ি, সাহাপাড়া, কাটাখালি, চিয়রগ্রাম দামুদুরপুর, বাসুদেবপুর বাজার ও সিংহডাঙ্গা । মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয় । আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় ।

কাটাবাড়ী ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৪৫টা, হামিদপুর-৩টা, মালেকাবাদ-৩টা, বগুরাপাড়া-২টা, পূর্ব নাছিরাবাদ-৩টা, বাগদাপাড়া-৫টা, বিশলিয়া-৪টা, উ: আশকুর, কাটাবাড়ি-৫টা, বোগদহ কলোনী-৩টা, বেতারা-৪টা, পলুপাড়া-৪টা, ফুলহার-৫টা ও কাঠালবাড়ি-৩টা । **মন্দির আছে ৫টা,** যথা-ফুলহার, কাঠালবাড়ি, বারপারা, মালপাড়া ও কুছরা পাড়া । **গীর্জা আছে ২টা,** যথা- আদমপুর ও মিশন । মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয় । আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং গীর্জায় খ্রীষ্টানদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় ।

রাখালবুরুজ ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৫১টি, কাজলা-৩টা, ধর্মপুর-৩টা, উ: ধর্মপুর-৩টা, জগন্নাথপুর-৩টা, কৃষ্টপুর, নয়াপাড়া কৃষ্ণপুর, অভিরামপুর-৩টা, লোনতলা-২টা, ছোট অভিরামপুর-২টা, মুন্সিরহাট, পলাশবাড়ি-২টা, মাদারদহ-৩টা, পিরপল-৩টা, সাখইল-২টা, চকমাকরা-৪টা, দরগাপাড়া-৩টা, রাখালবুরুজ-৪টা, শিমুলতলী, হরিনাথপুর-৩টা, নয়াপাড়া-২টা ও পানিয়া-২টা । **মন্দির আছে ৮টি,** যথা: যুগিপাড়া, হাওলাদার পাড়া, কামারপাড়া, পচারিয়া, মাঝিপাড়া, ঘিডাঙ্গা, পূর্ব লোনতলা ও পলাশবাড়ি । মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয় । আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় ।

ফুলবাড়ি ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৩৮টি, বড় সোহাগী-২টা, ছোট সোহাগী-০২টি, রগুনাথপুর-০২টি, পারগুনাথপুর, ফদিলাপুর-২টা, কুন্ডারপাড়া-০২টি, উ: ফুলবাড়ি-২টা, দ: ফুলবাড়ি, মালাদর-৩টা, শাকপালা-২টা, হাটিয়াদহ, ফুটানি বাজার-২টা, দিকদাইর-২টা, সাতাইল বাতাইল-২টা, বামনকুড়ি, দিঘালী ফুলবাড়ি, ফতেউল্লাপুর-৩টা, বাগবাড়িয়া-২টা, কাউয়াগাড়ি-৩টা, কুন্ডা মালঞ্চা ও নাচিকুচি । **মন্দির আছে ৩টি,** যথা:শাকপালা, ফজিলাপুর ও কৈ-পাড়া । মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয় । আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় ।

দরবস্ত ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৯৫টি, অভিরামপুর-৪টি, দরবস্ত-৭টি, দূর্গাপুর-৫টি, হোসেনপুর-৪টি, আখিরা ফতেপুর-৪টা, সিংজানী-৩টা, উ: সিঙ্গা-৩টি, সাতানা বালুয়া-৫টা, মারিয়া-৪টা, মিরুপাড়া-৪টা, চক বিরাহিমপুর-৪টি, নলডাঙ্গা-৩টা, গোবিন্দপুর-

৩টা, বগুলাগাড়ি-৫টি, বিশুবাড়ি-৪টা, সাপগাছি কালিকাপুর-৩টা, সাপগাছি-৩টা, হাতিয়াদহ-৪টা, ছোট দূর্গাপুর-৪টা, বিশ্বনাথপুর-৩টি, তালুক রহিমপুর-৪টা, গন্ধর্ববাড়ি, রহলা-৩টা, রামনাথপুর-৪টি ও গোসাইপুর-৪টা। **মন্দির আছে ৬টি,** যথা: অভিরামপুর, দূর্গাপুর কালিতলা, বগুলাগাড়ি, বিশুবাড়ি, ছাতারপাড়া ও বিশ্বনাথপুর। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

নাকাই ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৬০টি, পোগাইল-০৬টা, নাকাই-৫টা, বালুয়াপাড়া-৪টা, নয়াপাড়া-৪টা, নাকাইহাট-৬টা, পাটোয়া-৬টা, খামারপাড়া-৫টা, রথের বাজার-৫টা, পুরানদহ-৪টা, টুগনিপাড়া-৪টা, মেঘারচর-৫টা ও বগুলাগাড়ি-৬টা। **মন্দির আছে ৫টি,** যথা: নাকাইহাট, পাটোয়া, খামারপাড়া, রথের বাজার ও পুরানদর। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

শিবপুর ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৫৪টি, শ্রীমুখ-০৪টি, কেশবপুর-০৪টি, পারাকুয়া-০৫টি, ভিটা সাখইল-০৪টি, সোনাতলা-০৩টি, শিবপুর ৮নং-০৪টি, শিবপুর ৯নং-৪টি, রুদ্রনগর-০৩টি, মহাদেবপুর-০৩টি, মালঞ্চা-০৬টি, বড় খোদাপুর-৩টা, তরনী পাড়া-০৫টি, উ: ষোলাগাড়ি-০৪টি, বার টিকরী-২টা। **মন্দির আছে ৩টি,** যথা: বার টিকরী, সরদার হাট ও শিবপুর। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

কোচাশহর ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৫৮টি, শক্তিপুর-৪টা, ধারাইকান্দি-৪টা, ছয়ঘরিয়া-৩টা, রতনপুর-৪টা, মুকুন্দপুর-৩টা, পেপুলিয়া-২টা, হাবিবপুর-৩টা, ভাগগরিব-৪টা, বনগ্রাম-৪টা, জগন্নাথপুর-৩টা, ধর্মপুর-৪টা, শিংগা, ধর্মা-৩টা, ভাগকাজী, শাহাপুর-৪টা, সুদার ধাপ-২টা, হরিপুর, দ: ষোলাগাড়ি-৩টা, কোচাশহর-৪টা ও পেপলিয়া। **মন্দির আছে ২টি,** যথা: মুকন্দপুর ও পেপলিয়া। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

শালমারা ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৬৫টি, দামগাছা-৪টা, পচারিয়া-৪টা, শাখাহাতি-৩টা, নিলকণ্ঠপুর-৩টা, বুড়াবুড়ি-৫টা, বারপাইকা-৪টা, উলিপুর-৪টা, শালমারা-৫টা, ঘুগা গারামারা-৪টা, নিয়ামতের বাইগুনি-৪টা, উজিরপাড়া-৪টা, হিয়াতপুর-৩টা, হাবিবের বাইগুনি-৫টা, কিশমতের বাইগুনি-৪টা, কলাকাটা-৩টা, হামছাপুর-৩টা ও মিরাপাড়া-৩টা। **মন্দির আছে ৩টি,** যথা: উজিরের পাড়া, গাড়ামাড়া ও নওনা পাড়া। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

গুমানিগঞ্জ ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৬১টি, পারবতী পুর-২টা, চককোচমহরী-২টা, সুন্দর কোল-২টা, গুজিয়াপাড়া-৩টা, রজাকপুর-২টা, কন্দ খালাসপুর-৩টা, আলীপুর-৩টা, দিলালপুর-৩টা, শ্রীপুর-২টা, ঘুগা-৩টা, আটিয়াতলা-৪টা, জরিফপুর-২টা, গোয়ালপাড়া-৩টা, অনন্তপুর-৩টা, তরফমনু, পারগয়ারা-৩টা, মিরকুচি মদনতাইর-৩টা, বালুভরা-৩টা, কুড়িপাইকা-৩টা, কোচমদন বারপাইকা-৩টা, কৃষ্ণপুর ছয়ঘরিয়া-৩টা, গুমানিগঞ্জ-৩টা, নাগেরভিটা-২টা। **মন্দির আছে ৩টি,** যথা: নাগেরভিটা, শ্রীপুর ও গুমানিগঞ্জ। **গীর্জা আছে ১টি** যথা: নাগেরভিটা। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং গীর্জায় খ্রীষ্টানদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

কামদিয়া ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৪০টি, কামদিয়া-২টা, বইলগ্রাম-২টা, বড়গাও, ছাতিয়ানচুড়া-৩টা, চালিতা, শ্যামপুর-২টা, চিয়রগাও, ধাওয়াচিলা, দেওগাও-২টা, এনায়েতপুর-৩টা, দিঘীরহাট-৩টা, তেঘরা, বড় চাপর, হাইতর, ধর্মপুর-৩টা, চক মানিকপুর-৩টা, কোচমারী, পুইয়াগাড়ি-৩টা, চালিতা, রসিকনগর, তিরাইল, রঘুনাথপুর, গয়েশ্বরপুর ও খোলাহাটি। **মন্দির আছে ৮টি,** যথা: কামদিয়া, নয়াপারা, পলাষট্টি-২টা ও ছাতিয়ানচুড়া। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৫৬টি, পুনতাইর-৫টা, সিংঙ্গিডাঙ্গী-৪টা, বালুয়া-৫টা, বোচাদহ-৪টা, শ্রীপাতিপুর-৪টা, বামনহাজরা-৬টা, কুমারডাঙ্গা-৫টা, জগদিশপুর-৪টা, গোপালপুর-৬টা, জীবনপুর-৫টা, জিরাই-৪টা ও পান্তাবাড়ি-৪টা। **মন্দির আছে ১০টি,** যথা: জগদিশপুর-২টা, শ্রীপাতিপুর-৩টা সিংঙ্গিডাঙ্গী-২টা কুমারডাঙ্গ-২টা ও মহিমাগঞ্জ। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

কামারদহ ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৬৭টি, বকচর-৪টা, আমদল, বকশীচর-৩টা, বার্না-২টা, মেনকাপাড়া-৩টা, কন্দর্পপুর, রসুলপুর-৪টা, মাস্তা-৩টা, পশ্চিম মাস্তা-২টা, দক্ষিন মাস্তা, মধ্যে মাস্তা-২টা, কামারদহ-৩টা, বার্না আকুব-৩টা, পার্বতিপুর-৩টা, বেতগারা-৩টা, মহানগর-৩টা, চাদপাড়া-৪টা, মেকুরাই, দিগলকান্দি-৪টা, তারদহ-২টা, ভাগগোপাল, মহাববপুর, চাপরীগঞ্জ, ঘোড়ামারা-২টা, নয়াপাড়া-২টা, ফাসিতলা-২টা, শেরপুর-২টা, মোগলটুলি-২টা ও সৈয়দপুর-২টা। **মন্দির আছে ৭টি,** যথা: ফাসিতলা-২টা, বরম

শহর, বার্না আকুব, চামরগাছা, চাপরীগঞ্জ ও চাদপাড়া। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

সাপমারা ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৪২টি, পন্ডিতপুর-৩টা, চকরহিমপুর-৪টা, দাধয়া, খামারপাড়া-৩টা, দোবাড়ীয়া-৩টা, কোটালপুর-৩টা, কৌচাকৃষ্ণপুর, মাদারপুর-৩টা, মা-২টা, মদনপুর-৪টা, নরেঙ্গাবাদ, পাজয়পুর-৩টা, চৌহুতপুর, রামপুর-৩টা, সাপমারা-৩টা, সারাই-৩টা, তরফকামাল। **মন্দির আছে ৭টি,** যথা: সাপমারা-২টা, রামপুর, সদরপুর, সাহেবগঞ্জ-২টা ও চকরহিমপুর। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

শাখাহার ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৫৩টি, রোয়াগাও-৩টা, আমগাও, আরজী পিয়ারাপুর-৪টা, আয়ভাঙ্গী-৩টা, বাল্লা, বানীহালী, বানীহারা, দশনাল, দেওনাই-৪টা, দেওচালিতা-৩টা, দিঘীপাড়া-৩টা, ঘারইল-৩টা, জালতা, জানখুর-৪টা, জিরাই-৩টা, খারিতা, খুরশান, মাকলাইন-২টা, মোল্লাপারা-৩টা, পাইরল, পিহুলা, পিয়ারাপুর-৩টা, রাজশ, শাখাহার-৩টা ও সূর্যগাড়ি। **মন্দির আছে ৭টি,** যথা: রাজশ, বানিহালি, বিরামপুর, দশনাল ও বৈরাগিরহাট আর **গীর্জা আছে ৩টা,** যথা: মালিটা, গারইল ও মেকলাইন। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং গীর্জায় খ্রীষ্টানদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

রাজাহার ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৫৫টি, কুকরাইল-৪টা, আনন্দিপুর-৪টা, বানেশ্বর-৩টা, বরট্ট, বড়গাও-৪টা, বেউরগ্রাম-৪টা, ধানিয়াল-৩টা, ধুতুরবাড়ি, দোঘরিয়া-৩টা, দুবলাগাড়ি-৩টা, গোয়ালকান্দি-৩টা, গোপালপুর-৪টা, ঝিকরাইল, কচুয়া-৩টা, নওগা, নরসিংহপুর, প্রভুরামপুর-৩টা, রাজাহার-৩টা, সিহিপুর, বড়ইপাড়া ও জিনাউত-৩টা। **মন্দির আছে ৪টি,** যথা: ছতরগ্রাম ও প্রভূরামপুর আর **গীর্জা আছে ১টা,** যথা: মালিটা। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং গীর্জায় খ্রীষ্টানদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

ধর্মীয় জামাতের স্থান (ঈদগাহ) গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ঈদগাহ জামায়েতের মাঠ আছে ৩৬৯ টিঃ

হরিরামপুর ঈদগাহ মাঠ আছে ২৩ টি, সাতটেকের ঈদগাহ, দূর্গাপুর-২টি ঈদগাহ, রামপুরা-৩টি, চকপাখেরা-২টি, রামচন্দ্রপুর-২টি, পাইকপাড়া-২টি, নামাজখানা ঈদগাহ, ক্রোড়গাছা-২টি, তালুক সোনাইগাঙ্গা-২টি, পারধুন্দিয়া, বড়দহ-২টা, বাজুনিয়াপাড়া, হরিরামপুর-২টি ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

তালুককানুপুর ঈদগাহ মাঠ আছে ৪০টি, বেড়া মালঞ্চা, নারিচাগাড়ি ঈদগাহ, সিংহডাঙ্গা-২টা, দেবপুর-২টা, দামুদরপুর-৩টা, ফুলবাড়ি-৩টা, তেলিয়া-২টা, বাহাদুরপুর-২টা, কাপাসিয়া-৩টা, তালুককানুপুর-২টা, রাগবপুর-২টা, চক সিংহডাঙ্গা-২টা, লোদাপুর-২টা, সুন্দাইল-২টা, সমসপাড়া-৩টা, মথুরাপুর, চন্ডিপুর-৪টা, উ: ছয়ঘরিয়া-২টা ও তাজপুর ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

কাটাবাড়ী ঈদগাহ মাঠ আছে ৩৫টা, ফুলহার-৩টা, নাছিরাবাদ-৩টা, মালেকাবাদ-২টা, ৫নং কাটাবাড়ী-৪টা, বিশলিয়া-৩টা, বেতারা-২টা, পলুপাড়া-২টা, সদর কলোনী-২টা, কাঠালবাড়ি-২টা ঈদগাহ মাঠ, আশকুড়া ঈদগাহ মাঠ-৩টা, বেড়া বিষলিয়া ঈদগাহ মাঠ-২টা, বেড়া বুজরুক ঈদগাহ মাঠ-৩টা, ফুলহার-২টা ও ফেরুসা-২টা ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

রাখালবুরুজ ঈদগাহ মাঠ আছে ৩৮টি, কাজলা ঈদগাহ-২টা, মাঠের বাজার ঈদগাহ, উ: ধর্মপুর-২টা, চাদপুর-৩টা, নয়াপাড়া কৃষ্ণপুর-২টা, পানিয়া, গোবিন্দনগর-৩টা, অভিরামপুর-৩টা, চকমাকরা-৪টা, পীরপল-২টা, পূর্ব লোনতলা-৩টা, মাদারদহ-২টা, হরিনাথপুর, কাজীপাড়া, রাখালবুরুজ-৩টা, ধর্মপুর-২টা, পারসোন্দাইল-২টা ও কামারপাড়া ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

ফুলবাড়ি ঈদগাহ মাঠ আছে ৩০টি, বড় সোহাগী ঈদগাহ-২টা, রগুনাথপুর ঈদগাহ-২টা, ফুলবাড়ি-২টি, মালাদহ, কুন্ডাপাড়া-২টা, বামনকুড়ি-২টা, কাউয়াগাড়ি কৃষ্ণপুর-২টা ঈদগাহ, কুন্ডা মালঞ্চা, শাকপালা-২টা, বাগদড়িয়া-২টা, বড় সাতাইল বাতাইল-৩টা, ছোট

সোহাগী-২টা, হাতিয়াদহ-২টা, খানসাপাড়া, নাচিকুচি-২টা ও কুন্ডারপাড়া-২টা ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

দরবস্ত ঈদগাহ মাঠ আছে ৪৫ টি, সাতানা বালুয়া-২টা, চক বিরাহিমপুর-২টা, নলডাঙ্গা, গোবিন্দপুর-৩টা, বগুলাগাড়ি-৩টা, বিশুবাড়ি-২টা, কালিকাপুর-২টা, সাপগাছি, হাতিয়াদহ-২টা, ছোট দূর্গাপুর-২টা, বিশ্বনাথপুর-২টা, ছাতারপাড়া, তালুক রহিমপুর-২টা, গন্ধর্ববাড়ি, রহলা-২টা, কাটাখালি বদ্যভূমি, রামনাথপুর, গোসাইপুর, অভিরামপুর-৩টা, দরবস্ত-২টা, দূর্গাপুর, হোসেনপুর-২টা, আখিরা ফতেপুর-৩টা, সিংজানী-২টা, উ: সিঙ্গা ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

নাকাই ঈদগাহ মাঠ আছে ২০ টি, নাকাই-৪টা, পোগাইল-৩টা, খুকশিয়া, বিল পুরানদহ-২টা, কুঞ্জ নাকাই, কুমারগাড়ি-৩টা, ডুমুরগাছা, শীতলগ্রাম-২টা, পটুয়া ও ধানখুনিয়া-২টা ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

শিবপুর ঈদগাহ মাঠ আছে ১১ টি, সোনাতলা সাখইল, চালিতাতলা, ষোলাগাড়ি-২টি, শিবপুর-২টি, রুদ্রনগর, মহাদেবপুর-০২টি, মালঞ্চা ও তরনীপারা বুরানদিঘী ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

কোচাশহর ঈদগাহ মাঠ আছে ১০ টি, কোচাশহর, হরিপুর, আলুগাড়ি, জগন্নাথপুর, নয়াহাট, ভাগকাজী, মুকন্দপুর, হাবিবপুর, ভাগগরিব ও বনগ্রাম ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

শালমারা ঈদগাহ মাঠ আছে ১৫ টি, উজিরের পাড়া ঈদগাহ, নিয়ামতের বাইগুনি, শালমারা-২টা, বারপাইকা, বুড়াবুড়ি, জীবনগাড়ি-২টা, পচারিয়া-২টা, কিশমতের বাইগুনি, কলাকাটা, হামছাপুর, ঘুগা গারামারা ও উলিপুর ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

গুমানীগঞ্জ ঈদগাহ মাঠ আছে ১৫টি, বালুভরা ঈদগাহ, কাইয়াগঞ্জ ঈদগাহ, অনন্তপুর, জরিফপুর, মিরকুচি, পারগয়ারা, কোচমদন ঈদগাহ, কুড়িপাইকা, নাগেরভিটা, কৃষ্ণপুর ছয়ঘরিয়া, আটিতলা, ঘুগা, ফুলপুকুরিয়া ও কালিতলা ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

কামদিয়া ঈদগাহ মাঠ আছে ১১টি, কামদিয়া ঈদগাহ , এনায়েতপুর ঈদগাহ, পুইয়াগাড়ি, বইলগ্রাম, তেঘরা, ছাতিয়ানচুড়া, রসিকনগর ঈদগাহ, কোচমারী ও বিরিশিরি। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

মহিমাগঞ্জ ঈদগাহ মাঠ আছে ৭টি, আলীয়া মাদ্রাসা ঈদগাহ, কুমারডাঙ্গা ঈদগাহ, বালুয়া, পুনতাইর, গুলিয়ার, জীবনপুর ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

কামারদহ ঈদগাহ মাঠ আছে ২১ টি। যথা: মোগলটুলি-২টা ঈদগাহ, বার্না চন্দ্রশেখর ঈদগাহ, বকচর, ঘোড়ামারা-২টি, রসুলপুর-২টা, পশ্চিম মাস্তা, সাবভাইপাড়া, মাস্তা ঈদগাহ, রানীর দিঘীরপার, বিরুবাড়ি, কাকলেমাঠ, নয়াপাড়া, মহানগর, চাপরীগঞ্জ, বার্না আকুব, চেড়াগাড়ি ও শেরপুর-২টা ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

সাপমারা ঈদগাহ মাঠ আছে ২৩টি, খালাসপুর-৩টা ঈদগাহ , কৌচাকৃষ্ণপুর-৩টা ঈদগাহ, রামপুর-৩টা, পীরপাল-৪টা, সাপমারা-৪টা, সাহেবগঞ্জ-৪টা ঈদগাহ মাঠ ও তরফকামাল-২টা ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

শাখাহার ঈদগাহ মাঠ আছে ১৫ টি, দশনাল, দৈহারা, আমগাও, শহরগাছি, বৈরাগিরহাট, আলীগ্রাম, পিয়ারাপুর, খারিতা, চানপুর, পারইল, আয়ভাঙ্গী, বাল্যা পুকুর, ইসলামপুর-২টা ও ভাটপারা ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

রাজাহার ঈদগাহ মাঠ আছে ১০ টি, বেউরগ্রাম, আকিরিয়া, রাজাহার, ভাঙ্গামোর, রাঙ্গামাটি, কাটনাগাড়ি, ধুতুরবাড়ি, পানিতলা ও গোপালপুর-২টা ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

স্বাস্থ্যসেবাঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে ০১টি। ডাক্তার আছে ০৮ জন ও নার্স আছে ১২ জন। গুবিন্দগঞ্জ উপজেলায় বেসরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে ০৪টি। ডাক্তার আছে ১৫ জন ও নার্স আছে ২০ জন। কমিউনিটি ক্লিনিক আছে ৬৩ টি।

হরিরামপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি বড়দহ বাজারে অবস্থিত। এছাড়াও ০৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে, যথা: রামপুরা ও সোনাইডাঙ্গা, সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

তালুককানুপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি তালুককানুপুর বাজারে অবস্থিত। এছাড়াও ০৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে, যথা: সমসপাড়া ও চন্ডিপুর, সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

কাটাবাড়ি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি কাটাখালি বাজারে অবস্থিত।এছাড়াও ০৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে, যথা: বিশলিয়া ও য়ুলহার, সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

রাখালবুরুজ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি মাদারদহ বাজারে অবস্থিত।এছাড়াও ০৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে,যথা রাখালবুরুজ ও ধর্মপুর, সাকমো-১জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

ফুলবাড়ি ইউনিয়নে কোন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র নাই । তবে ০৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে, যথা: বড় সাতাইল বাতাইল ও বড় সোহাগী, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

দরবস্ত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি চরকতলা বাজারে অবস্থিত। এছাড়াও ০৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে, যথা: দরবস্ত, কালিকাপুর, গোসাইপুর, বগুলাগাড়ি ও বিশুবাড়ি, সাকমো-২ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, ১টি বেসরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে সূর্যের হাসি ক্লিনিক ডাক্তার ১জন, এফ. ডব্লিউ.ভি-৩ জন সেবার মান মোটামুটি।

নাকাই ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি নাকাইহাট বাজারে অবস্থিত। এছাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক আছে ০৩টি, তরে কোন বে-সরকারী স্বস্থ্য কেন্দ্র নাই। সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল।

শিবপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি বড়দহ বাজারে অবস্থিত। এছাড়াও ০৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে, যথা: রামপুরা ও সোনাইডাঙ্গা, সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

কোচাশহর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি কোচাশহর বাজারে অবস্থিত। এছাড়াও ০৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে, যথা: হরিপুর ও মুকন্দপুর, সাকমো-২ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, এবং ১টি বেসরকারী ক্লিনিক আছে তারমধ্যে ডাক্তার ২জন ও নার্স ৮জন সেবার মান মোটামুটি ভাল ।

শালমারা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি শালমারা বাজারে অবস্থিত। শালমারা ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক আছে ০৩টি। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটিতে সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

গুমানিগঞ্জ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি ফুলপুকুরিয়া, এছাড়াও পারগয়ারা ১টা উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র অবস্থিত। গুমানিগঞ্জ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটিতে সাকমো-২ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, এছাড়াও ০৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে এবং বেসরকারী কেন্দ্র আছে ৩টি।

কামদিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি কামদিয়া বাজারে অবস্থিত। এছাড়াও ০৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

মহিমাগঞ্জ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি মহিমাগঞ্জ বাজারে অবস্থিত। সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, এছাড়াও ০৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু মহিমাগঞ্জ বাজারে ১টা বেসরকারী ক্লিনিকও আছে।

কামারদহ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি কামারদহ বাজারে অবস্থিত। সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, এছাড়াও ০৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

সাপমারা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি বড়দহ বাজারে অবস্থিত। এছাড়াও ০৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে, যথা: রামপুরা ও সোনাইডাঙ্গা, সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

রাজাহার ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি বড়দহ বাজারে অবস্থিত। এছাড়াও ০৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে, যথা: রামপুরা ও সোনাইডাঙ্গা, সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

ব্যাংকঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ব্যাংক আছে ২৩ টি, ব্যাংকগুলোর মধ্যে সরকারী ব্যাংক ১১টা ও বে-সরকারী ব্যাংক আছে ১২টা তার মধ্যে সোনালী ব্যাংক আছে ০৩ টি, রূপালি ব্যাংক আছে ০১ টি, জনতা ব্যাংক আছে ০২ টি, অগ্রনী ব্যাংক আছে ০২ টি, কৃষি ব্যাংক ০১টি, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ০২টি। মার্কেন্টাইল ব্যাংক আছে ০১টি, মিচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক আছে ০১টি, ইসলামী ব্যাংক আছে ০২টি, গ্রামীণ ব্যাংক আছে ০৫ টি, সিটি ব্যাংক আছে ০১ টি ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক আছে ০১ টি ডাচ বাংলা ব্যাংক ০১টি। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী অফিসের বেতন ভাতাদি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।

পোষ্ট অফিসঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় পোষ্ট অফিস আছে ৩৫টিঃ

হরিরামপুর পোষ্ট অফিস আছে ১টি হরিরামপুর বাজারে। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

তালুককানুপুর পোষ্ট অফিস আছে ২টি উ: ছয়ঘরিয়া ও তালুককানুপুর বাজারে। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

কাটাবাড়ী পোষ্ট অফিস আছে ১টি কাটাখালি বাজারে । পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিটি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

রাখালবুরুজ পোষ্ট অফিস আছে ২টি যথা: কাজলা ও আমতলী বাজারে। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

ফুলবাড়ি পোষ্ট অফিস আছে ১টি ফুলবাড়ি। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

দরবস্ত ইউনিয়নে পোষ্ট অফিস আছে ৩টি কোমরপুর হাট, বগুলাগাড়ি বাজার ও বিশুবাড়ি। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

নাকাই পোষ্ট অফিস আছে ২টি নাকাইহাট ও রথের বাজারে। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা অদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

শিবপুর পোষ্ট অফিস আছে ১টি সরদার হাট ভিটাসাখইল। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

কোচাশহর পোষ্ট অফিস আছে ৩টি চাদপাড়া, রতনপুর ও কোচাশহর বাজারে। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

শালমারা পোষ্ট অফিস আছে ২টি জালালাবাদ ও বারপাইকা। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

গুমানীগঞ্জ পোষ্ট অফিস আছে ২টি ফুলপুকুরিয়া ও পারগয়ারা। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

কামদিয়া পোষ্ট অফিস আছে ১টি কামদিয়া বাজারে। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

মহিমাগঞ্জ পোষ্ট অফিস আছে ২টি জগদিশপুর ও মহিমাগঞ্জ বাজারে। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

কামারদহ পোষ্ট অফিস আছে ১টি ফাসিতলা। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

শাপমারা পোষ্ট অফিস আছে ৩টি, পন্ডিতপুর, শাপমারা ও সাহেবগঞ্জ বাজার। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

শাখাহার পোষ্ট অফিস আছে ৬টি, রাজাবিরাট, পন্ডিতপুর, শহরগাছি, দামগাড়ি, দিগীরহাট ও আলীগ্রাম। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

রাজাহার পোষ্ট অফিস আছে ২টি পানিতলাহাট ও রাজাবিরাট বাজারে। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।

ক্লাব/ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ক্লাব/ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আছে ৪৯টি তার মধ্যে ১৫টি ক্লাব/ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করে বাকি ক্লাব/ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো সমাজ উন্নয়নমূলক কোন কর্মকান্ডের সাথে জরিত নয়।

হরিরামপুর ইউনিয়নে ৫টা ক্লাব, রামপুরা আদর্শ ক্লাব, শিবের বাজার যুব সংহতি ক্লাব, হরিপুর সততা ক্লাব, খেয়ার ঘাট একতা ক্লাব, হাজীর বাজার আদর্শ ক্লাব এর মধ্যে ০২টি ক্লাব ছাড়া বাকি ০৩টি ক্লাব কোন প্রকার সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজ করে না।

দরবস্ত ইউনিয়নে ৪টা ক্লাব, কোমরপুর আদর্শ ক্লাব, কালিতলা যুব সংহতি ক্লাব, বগুলাগাড়ি একতা ক্লাব, বিশুবাড়ি আদর্শ ক্লাব

কামারদহ ইউনিয়নে ১টা ক্লাব, ফাসিতলা আদর্শ ক্লাব। ক্লাবটি কোন প্রকার সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজ করে না।

কামদিয়া ইউনিয়নে ২টা ক্লাব, কামদিয়া ক্রিয়া সংগঠন ও চালিতা ক্রিয়া সংস্থা।

কাটাবাড়ি ইউনিয়নে ২টা ক্লাব, বাগদা আদর্শ ক্লাব, বিশলিয়া একতা ক্লাব কোচাশহর আদর্শ ক্লাব, রতনপুর যুব সংহতি ক্লাব ও চাদপাড়া একতা ক্লাব।

কোচাশহর ইউনিয়নে ৫টা ক্লাব, আদর্শ ক্লাব ছাড়া বাকি ক্লাবগুলো কোন প্রকার সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজ করে না।

মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নে ৪টা ক্লাব, মহিমাগঞ্জ বন্দর আদর্শ ক্লাব, রংপুর চিনিকল যুব সংহতি ক্লাব, কুমারডাঙ্গা ক্রিয়া সংস্থা, পুনতাইর একতা ক্লাব, হাজীর বাজার আদর্শ ক্লাব। মহিমাগঞ্জ বন্দর আদর্শ ও কুমারডাঙ্গা ক্রিয়া সংস্থা/ ক্লাব ছাড়া বাকি ক্লাবগুলো কোন প্রকার সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজ করে না।

নাকাই ইউনিয়নে ৬টা ক্লাব, নাকাইহাট আদর্শ ক্লাব, পাটোয়া যুব সংহতি ক্লাব, রথের বাজারে ইয়ং ক্লাব, পোগইল একতা ক্লাব, ধানখুনিয়া আদর্শ ক্লাব ও পুরানদহ শীতলগ্রাম ষ্টার ক্লাব। নাকাইহাট আদর্শ ক্লাব ছাড়া বাকি ক্লাবগুলো কোন প্রকার সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজ করে না।

রাখালবুরুজ ইউনিয়নে ৪টা ক্লাব, রাখালবুরুজ আদর্শ ক্লাব, ধর্মপুর একতা ইয়ং ক্লাব, লোনতলা সমবায় সমিতি, মাদারদহ একতা ক্লাব। মাদারদহ একতা ক্লাব ছাড়া বাকি ক্লাবগুলো কোন প্রকার সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজ করে না।

রাজাহার ইউনিয়নে ৫টা ক্লাব, প্রভূরামপুর আদর্শ ক্লাব, শিবের বাজার যুব সংহতি ক্লাব, বানেশ্বর সততা ক্লাব, রাজাহার একতা ক্লাব, বেউরগ্রাম আদর্শ ক্লাব। প্রভূরামপুর আদর্শ ক্লাব ছাড়া বাকি ক্লাবগুলো কোন প্রকার সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজ করে না।

শাখাহার ইউনিয়নে ১টা ক্লাব, শাখাহার আদর্শ ক্লাব।

শালমারা ইউনিয়নে ২টা ক্লাব, দামগাছা বেনিফিট ক্লাব, হিয়াতপুর আইডিয়াল ক্লাব, শালমারা যুব উন্নয়ন শাপলা ক্লাব, শাখাহাতি জন কল্যান ক্লাব। শালমারা যুব উন্নয়ন শাপলা ক্লাব ছাড়া বাকি ক্লাবগুলো কোন প্রকার সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজ করে না।

শাপমারা ইউনিয়নে ১টা ক্লাব, আদর্শ ক্লাব। শাপমারা আদর্শ ক্লাবটি সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজ করে।

শিবপুর ইউনিয়নে ৩টা ক্লাব, উ: ষোলাগাড়ি সমবায় সমিতি, সরদার হাট সমবায় সমিতি ও মালঞ্চা আনছার বিডিপি ক্লাব । মালঞ্চা আনছার বিডিপি ক্লাব ছাড়া বাকি ক্লাবগুলো কোন প্রকার সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজ করে না।

তালুককানুপুর ইউনিয়নে ৪টা ক্লাব, তালুককানুপুর আদর্শ ক্লাব, চন্ডিপুর যুব সংহতি ক্লাব, সুন্দাইল জনতা ক্লাব, কাটাখালি বালুয়া বাজার আদর্শ ক্লাব। কাটাখালি বালুয়া আদর্শ ক্লাব ও তালুককানুপুর আদর্শ ক্লাব ছাড়া বাকি ক্লাবগুলো কোন প্রকার সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজ করে না।

এন জি ও/ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ (কয়টি, কি কাজ করে, দূর্যোগ নিয়ে কাজ করে কিনা তার বর্ণণা দেওয়া হলো)

ক্রঃ নং	এনজিও/ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের নাম	কি বিষয়ে তারা কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
০১	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৭,২৭০	১/১/০৯ হতে৩১/১২/১৩ ইং
০২	গন উন্নয়ন কেন্দ্র	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৮,৫৬০	১/১/১০ হতে৩১/১২/১৩ ইং
০৩	ইউ এস টি	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠি চিহ্নিত করন	১২,৮৬৪	১/৬/১১ হতে৩০/৬/১৩ ইং
০৪	আর ডি আর এস	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৭,৮৬৭	১/১/১০ হতে৩১/১২/১৩ ইং
০৫	সি সি ডি বি	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৮,৫৯৭	১/১/১১ হতে৩১/১২/১৪ ইং
০৬	ব্রাক	নারী অধিকার ও ক্ষুদ্র ঋন	৬,৪৮৩	১/১/১০ হতে৩১/১২/১৩ ইং
০৭	এস কে এস	নারী অধিকার ও ক্ষুদ্র ঋন	৭,৮৫০	১/১/১১ হতে৩১/১২/১৪ ইং

খেলার মাঠঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় খেলার মাঠ আছে ৭৫ টিঃ

হরিরামপুর খেলার মাঠ আছে ০৬ টি, যথা: রামচন্দ্রপুর, ক্রোগাছা, রামপুরা, সোনাইডাঙ্গা বৈকন্ঠপুর, তালুক সোনাইডাঙ্গা

তালুককানুপুর খেলার মাঠ আছে ০৫ টি, যথা: নারিচাগাড়ি, তালুককানুপুর, তালতলা, জামালপুর, উ: ছয়ঘরিয়া ইত্যাদি।

কাটাবাড়ি খেলার মাঠ আছে ৬টা, যথা-বাগদা, বেগুনবাড়ি, কাঠালবাড়ি, নাছিরাবাদ, মালিগাও ও আসকুরা ইত্যাদি।

রাখালবরুজ খেলার মাঠ আছে ০৪ টি, যথা: চকমাকরা, লোনতলা, রাখালবুরুজ ও হরিনাথপুর ইত্যাদি।

ফুলবাড়ি খেলার মাঠ আছে ০৪টি,যথা: ফুলবাড়ি, বড় সাতাইল বাতাইল, বড় সোহাগী, কোয়াগাড়ি কৃষ্ণপুর ইত্যাদি।

দরবস্ত খেলার মাঠ আছে ০৪ টি, যথা: কালিতলা, বিশুবাড়ি, মারিয়া ও বগুলাগাড়ি ইত্যাদি।

নাকাই খেলার মাঠ আছে ০৪ টি, যথা: নাকাইহাট, রথের বাজার, শীতলগ্রাম ও পোগইল ইত্যাদি সব কয়টি খেলার মাঠই দুর্যোগের সময় কাজে লাগে।

শিবপুর খেলার মাঠ আছে ০৪ টি, যথা: নাকাইহাট, রথের বাজার, শীতলগ্রাম ও পোগইল ইত্যাদি সব কয়টি খেলার মাঠই দুর্যোগের সময় কাজে লাগে।

কোচাশহর খেলার মাঠ আছে ০৩ টি, যথা: কোচাশহর, চাদপাড়া ও বুনাতলা ইত্যাদি।

শালমারা খেলার মাঠ আছে ০৪ টি, যথা: শালমারা, কলাকাটা হামছাপুর, বুড়াবুড়ি ও পচারিয়া ইত্যাদি

গুমানিগঞ্জ খেলার মাঠ আছে ০৬ টি, যথা: কৃষ্ণপুর, পারগয়ারা, বালুভরা, ঘুগা, কালিতলা ও কাইয়াগঞ্জ ইত্যাদি। দুই একটি খেলার মাঠ দুর্যোগের সময় কাজে লাগে।

কামদিয়া খেলার মাঠ আছে ০৪ টি, যথা: কামদিয়া, কাচেরচড়া, দিঘীরহাট, চক মানিকপুর ইত্যাদি।

মহিমাগঞ্জ খেলার মাঠ আছে ০৫ টি, যথা: মহিমাগঞ্জ বন্দর, মহিমাগঞ্জ হাইস্কুল, রংপুর চিনিকল, কুমারডাঙ্গা, মহিমাগঞ্জ কলেজ মাঠ ইত্যাদি। দুই একটি খেলার মাঠ দুর্যোগের সময় কাজে লাগে।

কামারদহ খেলার মাঠ আছে ০৪ টি, যথা: চাপরীগঞ্জ, মোগলটুলি, বার্না আকুব ও মহানগর ইত্যাদি

শাপমারা খেলার মাঠ আছে ০৪ টি, যথা: সাপমারা, সাহেবগঞ্জ, পন্ডিতপুর ও মদনপুর

শাখাহার খেলার মাঠ আছে ০৫টি, যথা: শহরগাছি, শাখাহার, বৈরাগিরহাট, দিগীরহাট ও আলীগ্রাম

রাজাহার খেলার মাঠ আছে ০৩ টি, যথা: পানিতলাহাট, রাজাবিরাট ও বানেশ্বর

কবরস্থান/ শ্মশানঘাটঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় কবরস্থান আছে ৫৫৭ টি আর শ্মশানঘাট আছে ৪৩টিঃ

হরিরামপুর কবরস্থান আছে ৪০টি, যথা: কিসমত দূর্গাপুর-৪টি, রামপুরা-৩টি, বাজুনিয়াপাড়া-২টি, পাখেড়া-২টা, ক্রোড়গাছা-৩টি, চকপাখেড়া-৩টা, রামচন্দ্রপুর-৩টি, বড়দহ-৪টি, হরিরামপুর-৩টি, নাওভাঙ্গা-৩টা, ধুন্দিয়া-২টি, সোনাইডাঙ্গা বৈকণ্ঠপুর-৩টা, তালুক সোনায়ডাঙ্গা-২টি, উ: হরিপুর-৩টা। **শ্মশানঘাট আছে ৫টি**, যথা: বানিতলা, ক্রোড়গাছা, বড়দহ, আলশিয়ার বিল ও পাইকপাড়া।

তালুককানুপুর কবরস্থান আছে ২২টি, বেড়া মালঞ্চা-৩টা, দামুদরপুর-২টা, বাহাদুরপুর, নারিচাগাড়ি, সিংহডাঙ্গা-২টা, কমল নারায়নপুর, মথুরাপুর-২টা, সুন্দাইল-২টা, চন্ডিপুর-২টা, তালুককানুপুর-৩টা, সমসপাড়া ও তাজপুর-২টা। **শ্মশানঘাট আছে ৩টি,** যথা: দামুদরপুর, নরীয়া তেলিয়া ও কাটাখালি।

কাটাবাড়ী ইউনিয়নে ১০টা কবরস্থান আছে, নাছিরাবাদ, মালেকাবাদ, কাটাবাড়ি/ বিশুলিয়া, হায়দ্রাকুড়ি, কাঠালবাড়ি, সদর কলোনী, বেড়া বুজরুক, হামিদপুর, বগুরাপাড়া ও বেতারা। **শ্মশানঘাট ৪টা,** যথা-মানসা/ বেড়া, ফুলহার, বেতারা ও মালাপাড়া।

রাখালবুরুজ কবরস্থান আছে ৭৫টি, কাজলা-৩টি, উ: ধর্মপুর-৪টা, রাখালবুরুজ-৫টি, চাদপুর সিঙ্গা-৪টা, কৃষ্টপুর-২টা, চকমাকরা-৩টি, গোবিন্দনগর-৫টি, লোনতলা-৪টি, পূর্ব লোনতলা-৩টা, দরগাপাড়া-৪টা, মাদারদহ-৩টা, পার-সোনাইডাঙ্গা-৪টা, পানিয়া, বাহাদুরপুর-৪টা, বেড়া মালঞ্চা-৩টা, চক শিবপুর-৩টা, চক সিংহডাঙ্গা-২টা, চন্ডিপুর-৩টা, ছোট জামালপুর-৩টা, কাপাসিয়া-২টা, মথুরাপুর-৩টা ও অভিরামপুর-৪টা। **শ্মশানঘাট আছে ৪টি,** যথা: কালিতলা শাকদহ, ভরদহ, কাজীপাড়া খেয়াঘাট ও কালিতলা।

ফুলবাড়ি কবরস্থান আছে ২২টি, যথা: কোয়াগাড়ি কৃষ্ণপুর, বামনকুড়ি, বড় সোহাগী-২টা, ছোট সোহাগী, বড় সাতাইল বাতাইল-২টা, ছোট সাতাইল বাতাইল, ফুলবাড়ি, দিঘালী ফুলবাড়ি, দিকদাইর, হাতিয়াদহ-২টা, কুন্ডা মালঞ্চা, নাচিকুচি, কুন্দারপাড়া, মালাদর, পার্বতীপুর, শাকপালা, রঘুনাথপুর, খানসাপারা ও শ্যামপুর। **শ্মশানঘাট আছে ২টি,** যথা:২কোয়াগাড়ি ও দিকদাইর।

দরবস্ত কবরস্থান আছে ৭৫টি, অভিরামপুর-৪টা, দরবস্ত-৫টা, দূর্গাপুর-৩টা, হোসেনপুর-৩টা, আখিরা ফতেপুর-৪টা, সিংজানী, উ:সিঙ্গা-৪টা, বাড়ি হোসেনপুর-৩টা, সাতানা বালুয়া-৩টা, মারিয়া-৩টা, মিরুপাড়া-৩টা, চক বিরাহিমপুর-২টা, নলডাঙ্গা-৩টা, গোবিন্দপুর-৩টা, বগুলাগাড়ি-৪টা, বিশুবাড়ি-৩টা, সাপগাছি কালিকাপুর-৪টা, সাপগাছি, হাতিয়াদহ-২টা, ছোট দূর্গাপুর-২টা, বিশ্বনাথপুর-২টা, ছাতারপাড়া, তালুক রহিমপুর-৩টা, গন্ধর্ববাড়ি, রহলা, রামনাথপুর-২টা ও গোসাইপুর-৩টা। **শ্মশানঘাট আছে ৭টি,** যথা: দরবস্ত, হোসেনপুর, ধোপাগাইটা, নাপিতপাড়া, আখিরা নদী, কাটাখালি ও বাইয়াবাড়ি।

নাকাই কবরস্থান আছে ২৫টি, যথা: ধানখুনিয়া-৩টা, পাটুয়া, পুরানদর-৩টা, বিল পুরানদর-২টা, খুকশিয়া-৩টা, পোগইল-৩টা, কুঞ্জনাকাই-৪টা, ডুমুরগাছা-২টা, নাকাই-২টা ও শীতলগ্রাম-২টা। **শ্মশানঘাট আছে ৩টি,** যথা: পোগইল, রথের বাজার ও ডুমুরগাছ। বন্যার সময় বেশীরভাগ কবরস্থান পানিতে ডুবে যায়।

শিবপুর কবরস্থান আছে ৪০টি, রুদ্রনগর-৪টা, মহাদেবপুর-৩টা, শ্রীমুখ-৩টা, কেশবপুর-২টা, তরনীপাড়া-২টা, বড় খোদাপুর-২টা, ষোলাগাড়ি-৪টা, বার টিকরী-৩টা, পারা কচুয়া-৩টা, সোনাতলা সাখইল-৩টা, ভিটা সাখইল-২টা, শিবপুর-৬টা ও খিরিবাড়ি-৩টা। **শ্মশানঘাট আছে ১টি,** যথা: বার টিকরী।

কোচাশহর কবরস্থান আছে ৪২টি, জগন্নাথপুর-৩টা, ধর্মপুর-৪টা, শিংগা, ধর্মা-২টা, ভাগকাজী-৩টা, আরজি শাহাপুর-৩টা, সুদার ধাপ-২টা, হরিপুর, দ: ষোলাগাড়ি-৩টা, কোচাশহর-৪টা, শক্তিপুর-৩টা, ধারাইকান্দি-২টা, ছয়ঘরিয়া-৩টা, রতনপুর-৩টা, মুকুন্দপুর-৪টা, পেপুলিয়া, হাবিবপুর-৩টা, ভাগগরিব-৪টা, বনগ্রাম-৩টা। কোচাশহর ইউনিয়নে কোন শ্মশানঘাট নাই।

শালমারা কবরস্থান আছে ৫৫টি, দামগাছা-৪টা, পচারিয়া-৩টা, শাখাহাতি-৩টা, নিলকণ্ঠপুর-৩টা, বুড়াবুড়ি-৩টা, বারপাইকা-৪টা, উলিপুর-৪টা, শালমারা-৪টা, ঘুগা গারামারা-৩টা, নিয়ামতের বাইগুনি-৪টা, উজিরপাড়া-৪টা, হিয়াতপুর-৩টা, হাবিবের বাইগুনি-৩টা, কিশমতের বাইগুনি-৩টা, কলাকাটা হামছাপুর-৪টা ও মিরাপাড়া-৩টা। **শ্মশানঘাট আছে ২টি,** যথা: উজিরের পাড়া ও গাড়ামাড়া।

গুমানিগঞ্জ কবরস্থান আছে ২১টি, পারবতী পুর, চককোচমহরী, সুন্দর কোল, গুজিয়াপাড়া, রজাকপুর, কন্দ খালাসপুর, আলীপুর, আটিয়াতলা, জরিফপুর, গোয়ালপাড়া, অনন্তপুর, তরফমনু, পারগয়ারা, মিরকুচি মদনতাইর, বালুভরা, কুড়িপাইকা, কোচমদন বারপাইকা, কৃষ্ণপুর ছয়ঘরিয়া, গুমানিগঞ্জ, নাগেরভিটা। **শ্মশানঘাট আছে ২টি,** যথা: কৃষ্ণপুর ছয়ঘরিয়া, গুমানিগঞ্জ।

কামদিয়া কবরস্থান আছে ১৬টি, কামদিয়া-৩টা, দুর্গাগাড়ি, এনায়েতপুর-২টা, হাইতর, ছাতিয়ানচুড়া, মদনপুর-২টা, খোলাহাটি, মানিকপুর-২টা, তিরাইল ও দিঘীরহাট-২টা। **শ্মশানঘাট আছে ২টি,** যথা: ধাওয়াচিলা ও চালিতা।

মহিমাগঞ্জ কবরস্থান আছে ১৩টি, পুনতাইর, সিংঙ্গিডাঙ্গী, বালুয়া, বোচাদহ, শ্রীপাতিপুর, বামনহাজরা, কুমারডাঙ্গা, জগদিশপুর, গোপালপুর, জীবনপুর-২টা, জিরাই ও পান্তাবাড়ি। **শ্মশানঘাট আছে ২টি,** যথা: জগদিশপুর ও শ্রীপাতিপুর।

কামারদহ কবরস্থান আছে ২৩টি, যথা: বকচর, বার্না চন্দ্রশেখর, কন্দর্পপুর, রসুলপুর-২টা, মাস্তা, কামারদহ-২টা, বার্না আকুব, চার পার্বতিপুর, বেতগারা, মহানগর-২টা, চাদপাড়া, মেকুরাই, দিগলকান্দি-২টা, তারদহ, ভাগগোপাল, সাহাদাত, মহাববপুর-২টা ও সৈয়দপুর। **শ্মশানঘাট আছে ১টি,** যথা: বকচর ফাসিতলা।

সাপমারা কবরস্থান আছে ১৬টি, পন্ডিতপুর, চকরহিমপুর, খামারপাড়া, দোগড়ীয়া, কোটালপুর, কৌচাকৃষ্ণপুর, মাদারপুর, মল্যা, মদনপুর, নরেঙ্গাবাদ, পাজয়পুর, চৌহুতপুর, রামপুর, সাপমারা, সারাই, তরফকামাল। **শ্মশানঘাট আছে ১টি,** যথা: পাজয়পুর।

শাখাহার কবরস্থান আছে ৪৫টি, রোয়াগাও, আমগাও-২টা, আরজী পিয়ারাপুর-৩টা, আয়ভাঙ্গী, বাল্লা, বানীহালী-২টা, বানীহারা, দশনাল-৩টা, দেওনাই, দেওচালিতা-৩টা, দিঘীপাড়া-৩টা, ঘারইল, জালতা, জানখুর, জিরাই-২টা, খারিতা, খুরশান, মাকলাইন, মোল্লাপারা-৩টা, পাইরল, পিহুলা, পিয়ারাপুর-৩টা, রাজশ, শাখাহার-৪টা, শাহিগন ও সূর্যগাড়ি-২টা। **শ্মশানঘাট আছে ২টি,** যথা: রাজশ ও বানীহালী

রাজাহার কবরস্থান আছে ১৭টি, কুকরাইল, আনন্দিপুর, বানেশ্বর, বড়গাও, বেউরগ্রাম, ধানিয়াল, ধুতুরবাড়ি, দোঘরিয়া, দুবলাগাড়ি, গোয়ালকান্দি, গোপালপুর, ঝিকরাইল, কচুয়া, নওগা, নরসিংহপুর, প্রভুরামপুর, রাজাহার ও বড়ইপাড়া। **শ্মশানঘাট আছে ২টি,** যথা: পানিতলাহাট ও বানেশ্বর।

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যমঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার যোগাযোগের মাধ্যম স্থল পথ, রেল পথ ও নৌ-পথ। পরিবহন ব্যবস্থা বাস, টেম্পু, অটোরিক্সা, সি এন জি, ভ্যান, নছিমন, নৌকা, ট্রলার ও রেল গাড়ি ইত্যাদি। বাস ০৮টি, টেম্পু ২৭৫ টি, অটোরিক্সা-১৪০টি, সি.এন.জি-১৫২টি, রিক্সা ৭১৮৫টি, ভ্যান ৭৬১৬টি, নছিমন ৪৯২টি, নৌকা- ৪২টি, ট্রলার-০৫টি।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ুঃ

বৃষ্টিপাতের ধারা: সচরাচর স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত একটু বেশী হয়, গ্রীষ্ম মৌসুমে মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত ও কাল-বৈশাখি ঝড়, ঘুর্নিঝড় হয় আবার মাঝে মাঝে শীলাবৃষ্টি হয় শীত মৌসুমে বৃষ্টিপাত হয়না বললেই চলে। কখনও কখনও বসন্ত কালে বৃষ্টিপাত একেবারেই হয়না এতে খরার সৃষ্টি হয় নদী-নালা, খাল-বিল ও পুকুর ডোবা শুকিয়ে যায় তখন কৃষি কাজ ব্যহত হয় এবং ফসল ও গাছপালার প্রচুর ক্ষতি হয়।

তাপমাত্রা: গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই মৌসুমে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে সাধারনত ৩৪-৩৬ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে ২৪-২৫ ডিগ্রি পর্যন্ত আর শীত ও বসন্ত এই মৌসুমে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে সাধারনত ২৮-৩০ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে ৮-১০ ডিগ্রি পর্যন্ত। তাপমাত্রা আগের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে আবার শীত মৌসুমে তাপমাত্রা মাঝে মাঝে ৪-৫ ডিগ্রিতে নেমে যায় এবং শৈত্য প্রবাহ শুরু হয় এতে মানুষ মারা যায় ও ফসলের ক্ষতি হয়।

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর: গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়নে পানির স্তর এক নয় কোথাও ৩৫-৪০ ফুট নীচে পানি পাওয়া যায় আবার কোথাও ৮৫-৯০ ফুট নীচে পানির স্তর। খুব বড় ধরনের কোন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় নাই কারন আগেও পানির স্তর ছিল কোথাও ২৫-৩০ ফুট নীচে পানি পাওয়া যায় আবার কোথাও ৭৫-৮০ ফুট নীচে পানির স্তর, কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে খাবার পানির স্তর স্থান বেধে কোথাও ৮৫-৯০ ফুট নীচে আবার কোথাও ১৫৫-১৬০ ফুট নীচে চলে যায় । তখন শ্যালো মেশিন ও নলকূপে পানি কম উঠে । অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু নলকূপে পানিই উঠেনা । এতে করে শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানি ও খাবার পানির তীব্র সংকট হয় এতে করে এই এলাকার মানুষের খাবার পানি ও রান্নার পানির খুব কষ্ট হয়।

১.৪.৪ অন্যান্যঃ

ভূমি ও ভূমির ব্যবহারঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মোট জমির পরিমান ৪৬,৫০৩ হেক্টর, আবাদী জমির পরিমান ৩৭,৬০০ হেক্টর, অনাবাদি জমির পরিমান ৯২৮ হেক্টর, এক ফসলী জমির পরিমান ৩,৬৫০ হেক্টর, দুই ফসলী জমির পরিমান ২১,৩২০ হেক্টর, তিন ফসলী জমির পরিমান ১২,২৫০ হেক্টর, বসতি এলাকার পরিমান ৩,২০০ হেক্টর।

কৃষি ও খাদ্যঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার প্রধান প্রধান ফসল ধান, পাট,গম, ভুট্টা, শরিষা, আলু আখ ও সব্জি ইত্যাদি। প্রতি বিঘায় ধান উৎপাদন হয় ৩০-৩৫ মন, গম হয় ১৫-২০ মন, আলু হয় ৫০-৫৫মন, ভুট্টা হয় ২৫-৩০মন এবং বন্যা, নদী ভাঙ্গন খরা ও ঘুর্নিঝড়ে

ফসলের ব্যপক ক্ষতি হয়। এই এলাকার মানুষের প্রধান খাদ্যসমূহ হচ্ছে ভাত, মাছ, রুটি ও আলু এবং এখানকার মানুষ এক বেলা রুটি ও দুই বেলা ভাত খেয়ে থাকেন।

নদীঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মধ্য দিয়ে ৬টা নদী প্রবাহিত হয়েছে যথাঃ কাটাখালি, আলাই, বাঙ্গালী, করতোয়া, আখিরা ও নলেয়া। নদী দিয়ে উপকার নদীতে মাছ পাওয়া যায় ও মাছের অভয়াশ্রম হিসাবে ব্যবহৃত হয় নদীর পানি সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, নদীতে গোসল করা ও কাপড় ধোয়া যায় এবং নদীতে অপকার নদী দ্বারা বন্যা হয় ও নদী ভাঙ্গন হয় এতে ঘরবাড়ি, প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও রাস্তাঘাটসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

পুকুরঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় পুকুর ও দিঘী আছে ৬,২২৭টি। পুকুরের ব্যবহার পুকুরে মাছ চাষ করা যায়, সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, গোসল করা ও কাপড় ধোয়াসহ হাসের খামার করা যায় এবং গবাদিপশু গোসল করানো যায় এছাড়াও পুকুরপাড়ে ফলের গাছ, কাঠের গাছ লাগানো যায় এবং শাক সব্জিও চাষ করা যায়। পুকুরের উপকারও পুকুরে মাছ চাষ করা যায়, সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, গোসল করা ও কাপড় ধোয়াসহ হাসের খামার করা যায় এবং গবাদিপশু গোসল করানো যায় এছাড়াও পুকুরপাড়ে ফলের গাছ, কাঠের গাছ লাগানো যায় এবং শাক সব্জিও চাষ করা যায়।

খালঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ১৪টি খাল আছে ভেবরার খাল, ভিটা সাখইল খাল, সোনাতলা খাল, মাঝারের খাল, বেড়া খাল, ক্রোরগাছা খাল, ঝাউলাপাড়া খাল, কুটিপাড়া খাল ও নাওভাঙ্গা খাল। খালের দৈর্ঘ ৯০ কি:মি: খাল দিয়ে উপকার খালের পানি সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, খালে মাছ পাওয়া যায়, গবাদিপশু গোসল করানো যায় এবং খালের পাড়ে ফল ও কাঠের বৃক্ষ রোপন করা যায়। খালের আপকার নদীর জোয়ারের পানি খালে প্রবেশ করে আনেক সময় জমির ফসল নষ্ট করে দেয় এবং বীজতলা তলিয়ে যায়।

বিলঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় বিল আছে ২৭০টি। ব্যবহার বিলে মাছ পাওয়া যায়, বিলের জমিতে কৃষি কাজ করা যায়, শুষ্ক মৌসুমে গরু, মহিশ, বেড়া ও ছাগল চরানো যায়, এবং উপকার মাছ পাওয়া যায়, বিলের জমিতে কৃষি কাজ করা যায়, শুষ্ক মৌসুমে গরু, মহিশ, বেড়া ও ছাগল চরানো যায়।

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ম্যাপ প্রদান করা

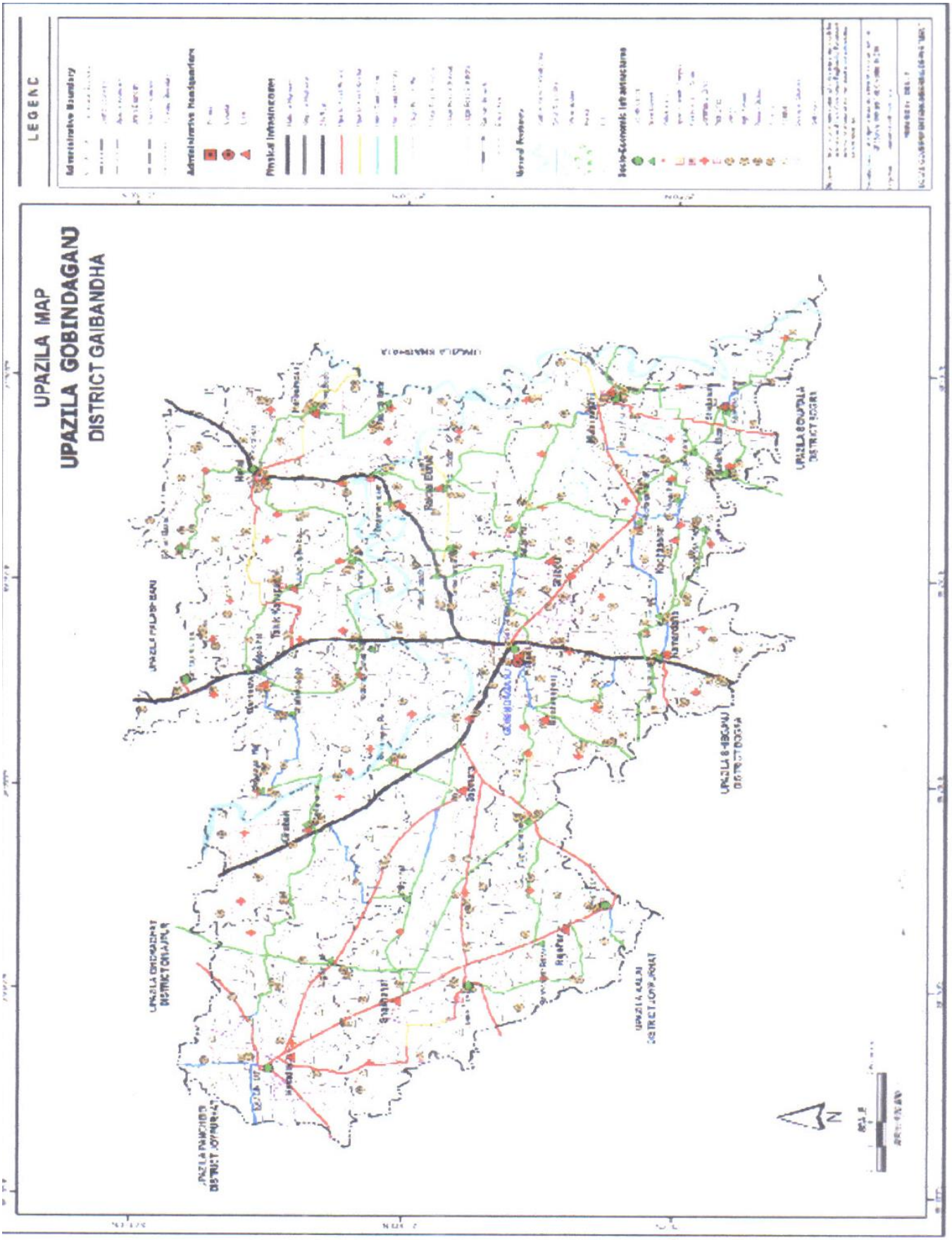

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দূর্যোগ আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাসঃ

- উপজেলার প্রধান আপদ সমূহ ঃ গুবিন্দগঞ্জ উপজেলার প্রধান আপদ বন্যা, নদী ভাঙ্গন, কাল বৈশাখি ঝড়, ঘুর্নিঝড়, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ও জমিতে বালু পড়া ইত্যাদি ।
- আপদসমূহ ঘটার কারণ ও ঘটার মৌসুম : বন্যা আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ঘটে । অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও প্রাকৃতিক কারনে বন্যা হয় । নদী ভাঙ্গন জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে ঘটে । নদীর ঢেউ ও নদীর খর স্রোত ও নদীর বাকের কারনে নদী ভাঙ্গন হয় জমিতে বালু পড়া সাধারনত আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাসে হয় নদী ভেঙ্গে ও বাঁধ ভেঙ্গে জমিতে বালু পড়ে, ঘুর্নিঝড় বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে হয়, কাল বৈশাখি ঝড় বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে হয় এবং শৈত্যপ্রবাহ পৌষ-মাঘ মাসে হয় এবং খরা ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হয় ।
- অতিতে বন্যার পানির উচ্চতা ১০-১২ ফুট হয়েছিল ।
- অতীতে বন্যায় ৩-৫ দিনের মধ্যে পুরো এলাকা প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল ।
- বন্যার পানি ২৫-৩০ দিন স্থায়ী হয়েছিল ।
- বন্যার পানি, ঘুর্নিঝড় ও কাল বৈশাখিঝড় সাধারনত দক্ষিন-পশ্চিম ও পূর্ব উত্তর কোন হতে প্রবাহিত হয়েছিল ।
- ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ঃ বন্যায় ক্ষতি হয় প্রায় ২৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হয় প্রায় ২৯ কোটি ৫০ লক্ষ, ঘুর্নিঝড়ে ক্ষতি হয় প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ, কাল বৈশাখি ঝড়ে ক্ষতি হয় প্রায় ৪ কোটি ২৫ লক্ষ ও শৈত্যপ্রবাহে ক্ষতি হয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয় জমিতে বালু পড়ে ক্ষতি হয় প্রায় ৫৫ লক্ষ ও খরায় ক্ষতি হয় প্রায় ৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ।
- মানুষের দুর্ভোগ/অসুবিধার বর্ণনা ঃ মানুষের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, ফসল নষ্ট হয়, যাতায়তের কষ্ট হয়, মানুষ মারা যায়, গবাদিপশু মারা যায়, নিরাপদ পানির সমস্যা হয় ও মানুষ আশ্রয়হীন হয় ও প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয় ।
- সাম্প্রতিক কয়েকটি দুর্যোগের খুব সংক্ষিপ্ত বর্ননাঃ ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে নদী ভাঙ্গন, ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১৩ সালে বন্যা, ২০০৩, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সালে কাল বৈশাখিঝড়, ২০০৩, ২০০৭, ২০১০ ও ২০১৩ সালে ঘুর্নিঝড়, ২০০১, ২০০৩, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে খরা ও ২০০৩, ২০০৪, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সালে শৈত্য প্রবাহ এবং ২০০৭ ও ২০০৯ সালে জমিতে বালুপড়া এতে মানুষের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, অবআঠামো নষ্ট হয়, ফসল নষ্ট হয়, যাতায়তের কষ্ট হয়, মানুষ মারা যায়, গবাদিপশু মারা যায়, নিরাপদ পানির সমস্যা হয় ও মানুষ আশ্রয়হীন হয় ।

দুর্যোগের ক্ষতির পরিমান ঘটার সময় এবং ক্ষতিগ্রস্থ খাতসমূহ (দশ বছরের তথ্য ২০০৩ হতে ২০১৩ পর্যন্ত)

দূর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমান	কোন কোন ক্ষাত / উপদান ক্ষতিগ্রস্ত হয়
নদী ভাঙ্গন	১৯৯৮ সনে	৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা	ঘরবাড়ি, কৃষি জমি, ফসল, রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মানুষ, গাছ-পালা, গবাদিপশু ইত্যাদি
	২০০৩ সনে	১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৪ সনে	১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৫ সনে	৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৭ সনে	২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৮ সনে	৬০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৯ সনে	৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১০ সনে	১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১১ সনে	১ কোটি টাকা	ঐ

দূর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমান	কোন কোন ক্ষাত / উপদান ক্ষতিগ্রস্ত হয়
	২০১২ সনে	৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১৩ সনে	২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা	ঐ
বন্যা	১৯৯৮ সনে	৫ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা	ঘরবাড়ি, কৃষি জমি, ফসল, রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মানুষ, গাছ-পালা, গবাদিপশু ইত্যাদি
	২০০৩ সনে	৭০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৪ সনে	৫০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৫ সনে	৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৭ সনে	২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৮ সনে	২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৯ সনে	৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১১ সনে	২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১৩ সনে	৭০ লক্ষ টাকা	ঐ
কালবৈশাখি ঝড়	২০০৩ সনে	৫৫ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৮ সনে	২ কোটি ০৫ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৯ সনে	৩০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১১ সনে	১৫ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১২ সনে	১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা	ঐ
ঘুর্ণিঝড়	২০০১ সনে	১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা	ঘরবাড়ি, কৃষি জমি, ফসল, রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মানুষ, গাছ-পালা, গবাদিপশু ইত্যাদি
	২০০৩ সনে	৬০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৭ সনে	৫০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১০ সনে	৩০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১৩ সনে	৭০ লক্ষ টাকা	ঐ
খরা	২০০৩ সনে	৪০ লক্ষ টাকা	ফসল, মানুষ, গাছ-পালা, গবাদিপশু ইত্যাদি
	২০০৮ সনে	১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৯ সনে	২০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১০ সনে	২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১১ সনে	৩৩ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১২ সনে	৮৮ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১৩ সনে	৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা	ঐ
শৈত্য প্রবাহ	২০০৩ সনে	১০ লক্ষ টাকা	ফসল, মানুষ, গাছ-পালা, গবাদিপশু ইত্যাদি
	২০০৪ সনে	১০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৯ সনে	১০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১১ সনে	১০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১২ সনে	১৫ লক্ষ টাকা	ঐ
জমিতে বালুপড়া	২০০৭ সনে	৩০ লক্ষ টাকা	ফসল
	২০০৯ সনে	২৫ লক্ষ টাকা	

২.২ উপজেলার/ইউনিয়নের আপদসমূহঃ

আপদ	অগ্রাধিকার
০১. নদী ভাঙ্গন	০১. নদী ভাঙ্গন
০২. বন্যা	০২. বন্যা
০৩. খরা	০৩. কালবৈশাখী ঝড়
০৪. কালবৈশাখী ঝড়	০৪. খরা
০৫. জমিতে বালুপড়া	০৫. ঘুর্নিঝড়
০৬. শৈত্য প্রবাহ	০৬. শৈত্য প্রবাহ
০৭. ঘুর্নিঝড়	০৭. জমিতে বালুপড়া

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যত চিত্র বিস্তারিত বর্ননাঃ

১ নদী ভাঙ্গনঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় নদী ভাঙ্গন খুব বেশী । প্রতি বৎসর নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকে । নদী ভাঙ্গন জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে ঘটে । যার ফলে কৃষি ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মানুষ ব্যাপকহারে নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায় ।এতে খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় ও পরিবেশের ক্ষতি হয় । সরকারীভাবে নদীতে ব্লকদ্বারা বাঁধ, নদী ড্রেজিং করে নদীর গতি পথ পরিবর্তন ও বন্যার সময় পানির গতি কমানোর জন্য বাঁধ নির্মান করা না হলে বিভিন্ন এলাকার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে । আবাসস্থল বিলিন হয়ে যাবে । প্রতি বৎসর নদী ভাঙ্গন হলেও ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালের নদী ভাঙ্গনে ব্যপক ক্ষতি হয় ।

২. বন্যাঃ ব্যাপক মাত্রায় একটি বন্যা কবলিত এলাকা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা । আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ঘটে । যার ফলে কৃষি ফসল, অবকাঠামো, গাছপালা, আবাসন, মৎস ও শিক্ষা যোগাযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপকহারে ক্ষতি হয় ।আবাদি জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না । প্রতি বৎসর বন্যা হলেও ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১৩ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক ।

৩. কালবৈশাখী ঝড়ঃ মাঝে মাঝে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় কালবৈশাখি ঝড় আঘাত আনে । বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে কালবৈশাখি ঝড় আঘাত আনে । কালবৈশাখি ঝড়ে এলাকার কৃষি ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গাছপালার ব্যপক ক্ষতি সাধন হয় ।এর মধ্যে ২০০৩, ২০০৯, ২০০৮, ২০১১ ও ২০১২ সালের কালবৈশাখি ঝড়ে এলাকার ব্যপক ক্ষতি হয় ।

৪. ঘুর্নিঝড়ঃ মাঝে মাঝে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ঘুর্নিঝড় আঘাত আনে । বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসেই ঘুর্নিঝড়ও আঘাত আনে । ঘুর্নিঝড়ে এলাকার কৃষি ফসল, ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট ও গাছপালার ব্যপক ক্ষতি সাধন হয় ।এতে মানুষ আশ্রয়হীন হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংশ হয় ও পরিবেশের ক্ষতি হয় । ২০০১, ২০০৩, ২০০৭, ২০১০ ও ৩০১৩ সালের ঘুর্নিঝড়ে উপজেলার ব্যপক ক্ষতি হয় ।

০৫. খরাঃ মাঝে মাঝে এই গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় খরা প্রকট আকার ধারন করে । খরা সাধারনত ফাল্গুন-চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হয় । খরার ফলে বৃষ্টিপাত হয় না তাপমাত্রা বেড়ে যায় এতে মানুষের কষ্ট বাড়ে, ফসলের ক্ষতি হয়, খাল বিল শুকিয়ে যায় ও মানুষ মারা যায় । ২০০৩, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১ ও ২০১৩ সালের খরায় এই এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয় ।

৬. শৈত্য প্রবাহঃ মাঝে মাঝে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় শৈত্য প্রবাহ প্রকট আকার ধারন করে । শৈত্য প্রবাহ সাধারনত পৌষ-মাঘ মাসে হয় । শৈত্য প্রবাহের ফলে মানুষের কষ্ট বাড়ে, ফসলের ক্ষতি হয় ও মানুষ মারা যায় । এর মধ্যে ২০০৩, ২০০৪, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সালের শৈত্য প্রবাহে এই এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয় ।

৭. জমিতে বালু পড়াঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা । বন্যা হলে নদী ভেঙ্গে ও বাঁধ ভাঙ্গার ফলে জমিতে বালি পড়ে । জমিতে বালি পড়ার কারনে কোন ফসল চাষ করা যায় না জমিতে বালি পড়ার কারনে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হয় । তারমধ্যে ২০০৭ ও ২০০৯ সালে জমিতে বালু পড়ার কারনে ক্ষতির পরিমান ছিল সবচেয়ে বেশী । যার ফলে এই উপজেলার প্রায় ৩০০-৩৫০একর জমিতে চাষ বন্ধ ছিল ।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতাঃ

বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করায় জনগোষ্ঠি অমর্সথ হয়ে থাকে ।

সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকূল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে ।

কোন কোন এলাকা কি কি কারনে কিভাবে বিপদাপন্ন তা পয়েন্ট আকারে সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা করা হলোঃ

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
০১ বন্যা	বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয়, অবকাঠামো ধ্বংশ হয়,(যেমন ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাট বাজার ইত্যাদি), যোগাযোগে কষ্ট হয়, রাস্তা-ঘাট ও ব্রীজ-কালভার্ট ডুবে যায় ও ভেঙ্গে যায়, জানমালের ক্ষতি হয়, বন্যার সময় শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বয়স্করা বেশী ঝুকিতে থাকে ।	• গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় রাখালবুরুজ ইউনিয়নে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র আছে । • শালমারা, হরিরামপুর ও মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নে স্কুল কাম শেল্টার আছে ।
০২ নদী ভাঙ্গন	নদী ভাঙ্গনে ফসলের ক্ষতি হয়, অবকাঠামো ধ্বংশ হয়,(যেমন ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাট বাজার ইত্যাদি), যোগাযোগে কষ্ট হয়, রাস্তা-ঘাট ও ব্রীজ-কালভাট ভেঙ্গে যায়, বিলীন হয়ে যায়, মানুষ মারা যায় ও জানমালের ক্ষতি হয়, নদী ভাঙ্গনের সময় শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বয়স্কয়রা বেশী ঝুকিতে থাকে ।	• নদী ভাঙ্গন থেকে বাঁচার জন্য ০৮ টি ইউনিয়নে বাঁধ নির্মান করা হয়েছে ।
০৩.কালবৈশাখী ঝড়	কালবৈশাখী ঝড়ে ফসলের ক্ষতি হয়, অবকাঠামো ধ্বংশ হয়, (যেমন ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাট বাজার ইত্যাদি), যোগাযোগে কষ্ট হয় ও জানমালের ক্ষতি হয়, কালবৈশাখী ঝড় উপজেলার যেকোন ইউনিয়নে আঘাত আনতে পারে ।	• কালবৈশাখি ঝড়ের জন্য কোন আশ্রয় কেন্দ্র নাই । • কালবৈশাখি ঝড়ে স্কুল কাম শেল্টারে আশ্রয় নেয় ।
০৪. খরা	ফসল, মানুষ, গাছ-পালা, গবাদিপশু ইত্যাদি	• খরার সময় ডিপ টিউবওয়েল, শ্যালো মেশিন ইত্যাদির মাধ্যমে ফসলি জমিতে পানির ব্যবস্থা করা হয়
০৫. ঘুর্নিঝড়	ঘুর্নিঝড়ে ফসলের ক্ষতি হয়, অবকাঠামো ধ্বংশ হয়, যোগাযোগে কষ্ট হয় ও জানমালের ক্ষতি হয়, ঘুর্নিঝড় উপজেলার যেকোন ইউনিয়নে আঘাত আনতে পারে	• ঘুর্নিঝড়ের জন্য কোন আশ্রয় কেন্দ্র নাই । • ঘুর্নিঝড়ে স্কুল কাম শেল্টারে আশ্রয় নেয় ।
০৬. শৈত্য প্রবাহ	ফসল, মানুষ, গাছ-পালা, গবাদিপশু ইত্যাদি	• যদিও পর্যাপ্ত পরিমানে গরম পরিধেয় বস্ত্র এবং গরম কাপড়ের অভাব পরিলক্ষিত হয় তথাপি অত্র উপজেলার জনগোষ্ঠী মোটামুটি ভালভাবেই তাদের এ কষ্টের মোকাবেলা করার সক্ষমতা আছে ।
০৭.জমিতে বালুপড়া	ফসল ও জমি ।	• এ ক্ষেত্রে এলাকার জনগনের কিছুই করার থাকে না ।

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকাঃ

- কোন কোন এলাকা, গ্রাম, ওয়ার্ড কি কি কারনে কিভাবে সর্বাধিক বিপদাপন্ন তা সংক্ষিপ্ত ভাবে টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসাংখ্যা
নদী ভাঙ্গন	রাখালবুরুজ, দরবস্ত, হরিরামপুর, তালুককানুপুর, নাকাই, ফুলবাড়ি, ও মহিমাগঞ্জ	নদী ভাঙ্গন	২,৬০,৮৭৫ জন
বন্যা	তালুককানুপুর, ফুলবাড়ি, সাপমারা, হরিরামপুর, নাকাই, মহিমাগঞ্জ, রাখালবুরুজ, দরবস্ত ও শালমারা	বন্যা	৩,৪০,৯৬০ জন
কালবৈশাখী ঝড়	সমস্ত উপজেলা	কালবৈশাখী ঝড়	৪,১০,৫৫০ জন
খরা	সমস্ত উপজেলা	খরা	৪,২০,৬৮০ জন
ঘুর্নিঝড়	সমস্ত উপজেলা	ঘুর্নিঝড়	৪,১০,৫৫০ জন
শৈত্য প্রবাহ	সমস্ত উপজেলা	শৈত্য প্রবাহ	৩,৭০,৫৫০ জন
জমিতে বালুপড়া	হরিরামপুর	জমিতে বালুপড়া	২০,৫৫০ জন

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকার মানচিত্র

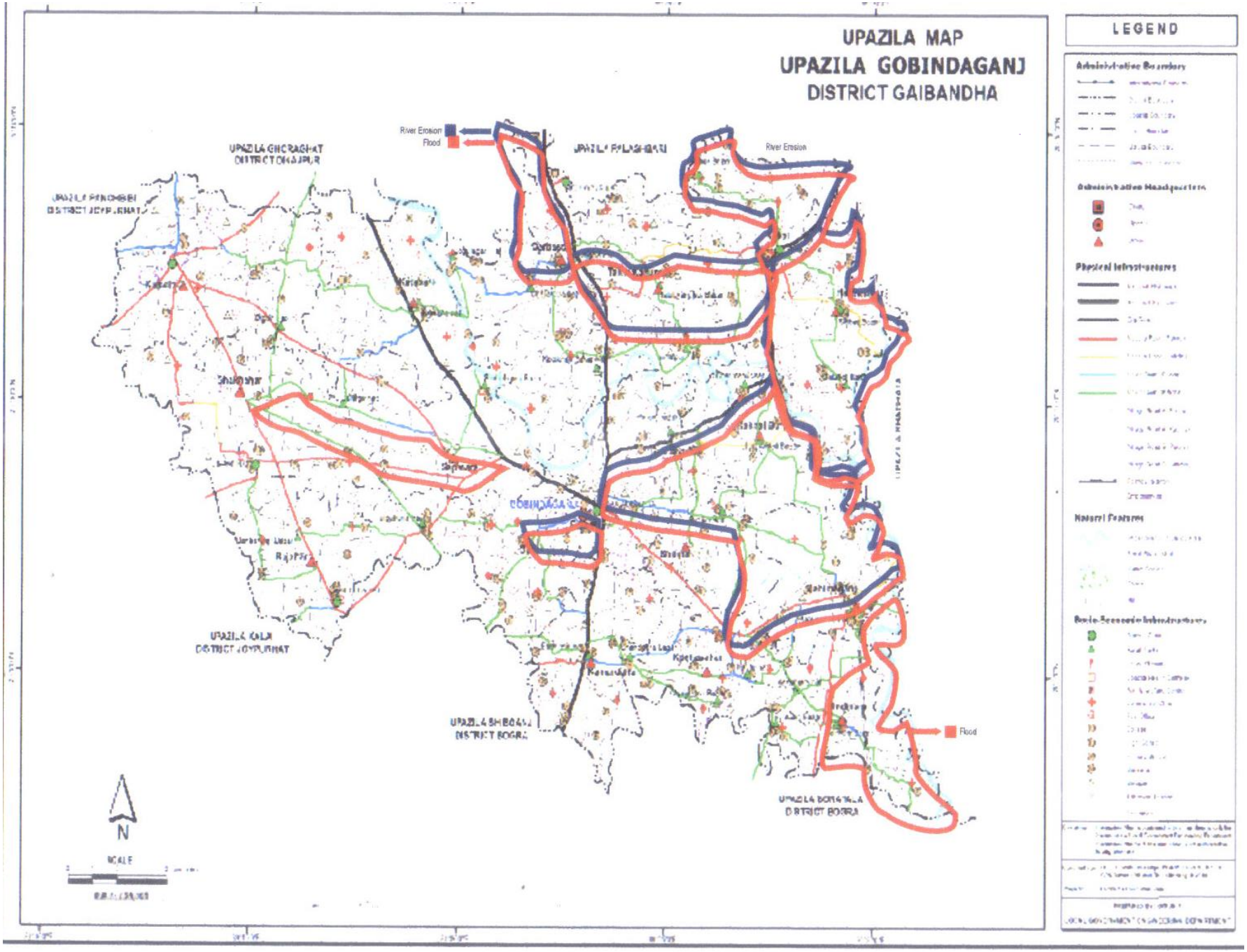

UPAZILA MAP
UPAZILA GOBINDAGANJ
DISTRICT GAIBANDHA
LEGEND
River Erosion
Flood
UPAZILA PALASHBARI
UPAZILA GHORAGHAT
DISTRICT DINAJPUR
UPAZILA KALAI
DISTRICT JOYPURHAT
UPAZILA SHIBGANJ
DISTRICT BOGRA
GOBINDAGANJ
SCALE

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহঃ

উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজের ব্যাপারে অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এবং ভবিষ্যতের পূর্বাভাস ঠিক করে কর্মপন্থা ঠিক করার প্রক্রিয়ার ফল হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা ।

- উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহ ঃ

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ননা	দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	প্রশিক্ষন প্রদান, বীজ প্রদান, সার প্রদান, কৃষি ঋন প্রদান, আগাম জাতের ফসল উৎপাদন ও বন্যা ও নদী ভাঙ্গন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহন ।	স্থানীয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে জনগনকে প্রশিক্ষন প্রদান, তাদের মাঝে ভাল বীজ প্রদান, সরকারী পর্যায়ে সার, ঋণ ইত্যাদি প্রদান এবং নদী ভাংগনের প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় এলাকায় বাঁধ নির্মানের মাধ্যমে ঝুকির পরিমান অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব ।
মৎস্য সম্পদ	প্রশিক্ষন প্রদান, উন্নত জাতের মাছের পোনা প্রদান, সহজ শর্তে ঋন প্রদান	স্থানীয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে জনগনকে প্রশিক্ষন প্রদান, তাদের মাঝে উন্নত জাতের মাছের পোনা প্রদান, সরকারী পর্যায়ে ঋণ প্রদান ইত্যাদি ।
পশুসম্পদ	প্রশিক্ষন প্রদান, সহজ শর্তে ঋন প্রদান	স্থানীয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সহায়তায় জনগনকে পশুসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন, ঋণ প্রদান ইত্যাদি
স্বাস্থ্য	বিনা মূল্যে চিকিৎসা প্রদান, বিনা মূল্যে ঔষধ প্রদান সচেতনতাবৃদ্ধিসহ প্রশিক্ষন প্রদান	স্থানীয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সহায়তায় জনগনকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন, সচতেনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী গ্রহন, সরকারি পর্যায়ে ঔষধ প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব ।
জীবিকা	কাজের বিনিময়ে খাদ্য দেওয়া ও নতুন কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা	স্থানীয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সহায়তায় জনগনকে ঋণ প্রদান, বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহন করে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে তাদের বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য গড়ে তোলা

গাছপালা	বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী গ্রহন, প্রশিক্ষন প্রদান, বেরী বাঁধ ও নদীরপাড়ে গাছ লাগান	স্থানীয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সহায়তায় জনগনকে প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান, নদীর পাড়ে গাছ লাগানোর জন্য ইত্যাদিও জন্য উৎসাহিত করে বনায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনা
অবকাঠামো	প্রশিক্ষন প্রদান, সরকারী অনুদান প্রদান	স্থানীয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সহায়তায় জনগনকে প্রশিক্ষণ ও সরকারী অনুদান প্রদানের মাধ্যমে পুনরায় অবকাঠামো মেরামত বা পুনঃনির্মাণ

২.৭ সামাজিক মানচিত্রঃ

- উপজেলা/ ইউনিয়নের গ্রাম/ বসতবাড়ি, ভৌত অবকাঠামো, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ভূমির ব্যবহার, রাস্তাঘাট এবং নদী-খাল-বিল, জেটি, পাকা দালান, হাসপাতাল, বাঁধ ইত্যাদির অবস্থান প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে দেখানো হলো ।

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সামাজিক মানচিত্র

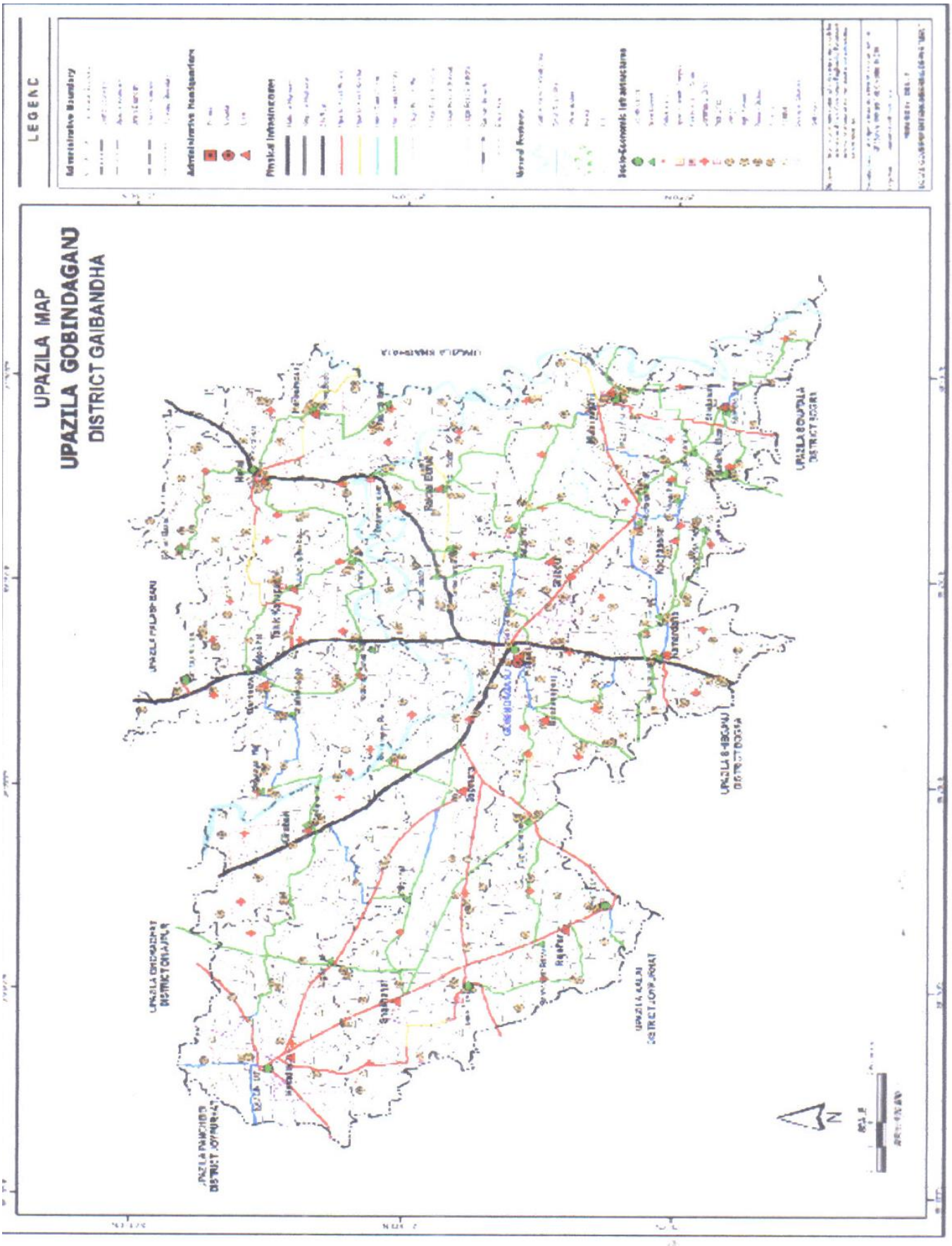

২.৮ আপদ ও ঝুকি মানচিত্রঃ

- এলাকার বিভিন্ন আপদ যেমন নদী ভাঙ্গন, বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, ঝড়, কুয়াশা, সাইক্লোন, জমিতে বালু পড়া ইত্যাদি যে সকল এলাকা সম্পদ ও প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তাহা চিহ্নিত করে আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্রে দেখানে হলো

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র

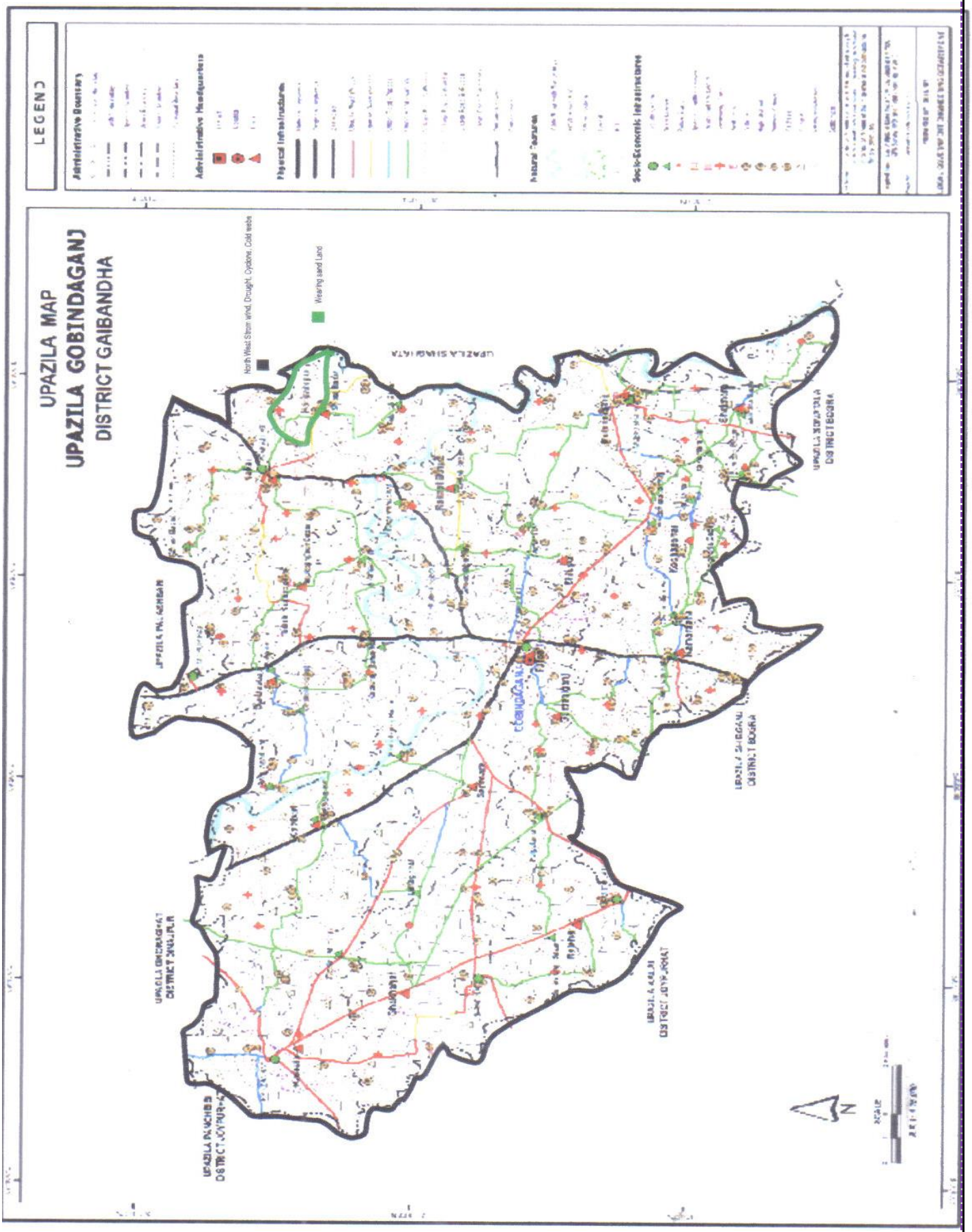

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপুঞ্জিঃ

কোন কোন আপদ কোন কোন মাস গুলোতে আঘাত করতে পারে তা সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করা হলো

১ নদী ভাঙ্গনঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় নদী ভাঙ্গন খুব বেশী। প্রতি বৎসর নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকে। নদী ভাঙ্গন জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে ঘটে। যার ফলে কৃষি ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মানুষ ব্যাপকহারে নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায়।এতে খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় ও পরিবেশের ক্ষতি হয়। সরকারীভাবে নদীতে ব্লকদ্বারা বাঁধ, নদী ড্রেজিং করে নদীর গতি পথ পরিবর্তন ও বন্যার সময় পানির গতি কমানোর জন্য বাঁধ নির্মান করা না হলে বিভিন্ন এলাকার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। আবাসস্থল বিলিন হয়ে যাবে। প্রতি বৎসর নদী ভাঙ্গন হলেও ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালের নদী ভাঙ্গনে ব্যপক ক্ষতি হয়।

২. বন্যাঃ ব্যাপক মাত্রায় একটি বন্যা কবলিত এলাকা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা। আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ঘটে। যার ফলে কৃষি ফসল, অবকাঠামো, গাছপালা, আবাসন, মৎস ও শিক্ষা যোগাযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপকহারে ক্ষতি হয়।আবাদি জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না। প্রতি বৎসর বন্যা হলেও ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১৩ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক।

৩. কালবৈশাখী ঝড়ঃ মাঝে মাঝে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় কালবৈশাখি ঝড় আঘাত আনে। বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে কালবৈশাখি ঝড় আঘাত আনে। কালবৈশাখি ঝড়ে এলাকার কৃষি ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গাছপালার ব্যপক ক্ষতি সাধন হয়।এর মধ্যে ২০০৩, ২০০৯, ২০০৮, ২০১১ ও ২০১২ সালের কালবৈশাখি ঝড়ে এলাকার ব্যপক ক্ষতি হয়।

৪. ঘুর্নিঝড়ঃ মাঝে মাঝে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ঘুর্নিঝড় আঘাত আনে। বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসেই ঘুর্নিঝড়ও আঘাত আনে। ঘুর্নিঝড়ে এলাকার কৃষি ফসল, ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট ও গাছপালার ব্যপক ক্ষতি সাধন হয়।এতে মানুষ আশ্রয়হীন হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংশ হয় ও পরিবেশের ক্ষতি হয়। ২০০১, ২০০৩, ২০০৭, ২০১০ ও ৩০১৩ সালের ঘুর্নিঝড়ে উপজেলার ব্যপক ক্ষতি হয়।

০৫. খরাঃ মাঝে মাঝে এই গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় খরা প্রকট আকার ধারন করে। খরা সাধারনত ফাল্গুন-চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হয়। খরার ফলে বৃষ্টিপাত হয় না তাপমাত্রা বেড়ে যায় এতে মানুষের কষ্ট বাড়ে, ফসলের ক্ষতি হয়, খাল বিল শুকিয়ে যায় ও মানুষ মারা যায়। ২০০৩, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১ ও ২০১৩ সালের খরায় এই এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়।

৬. শৈত্য প্রবাহঃ মাঝে মাঝে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় শৈত্য প্রবাহ প্রকট আকার ধারন করে। শৈত্য প্রবাহ সাধারনত পৌষ-মাঘ মাসে হয়। শৈত্য প্রবাহের ফলে মানুষের কষ্ট বাড়ে, ফসলের ক্ষতি হয় ও মানুষ মারা যায়। এর মধ্যে ২০০৩, ২০০৪, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সালের শৈত্য প্রবাহে এই এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়।

৭. জমিতে বালু পড়াঃ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা। বন্যা হলে নদী ভেঙ্গে ও বাঁধ ভাঙ্গার ফলে জমিতে বালি পড়ে। জমিতে বালি পড়ার কারনে কোন ফসল চাষ করা যায় না জমিতে বালি পড়ার কারনে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হয়। তারমধ্যে ২০০৭ ও ২০০৯ সালে জমিতে বালু পড়ার কারনে ক্ষতির পরিমান ছিল সবচেয়ে বেশী। যার ফলে এই উপজেলার প্রায় ৩০০-৩৫০একর জমিতে চাষ বন্ধ ছিল।

কোন কোন আপদ কোন কোন মাস গুলোতে আঘাত করতে পারে তা সংক্ষিপ্ত ভাবে টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলো

ক্র:নং	আপদসমূহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রাহয়ান	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	বন্যা												
২	নদী ভাঙ্গন												
৩	খরা												
৪	কালবৈশাখি ঝড়												
৫	শৈত্য প্রবাহ												
৬	ঘুর্নিঝড়												
৭	জমিতে বালুপড়া		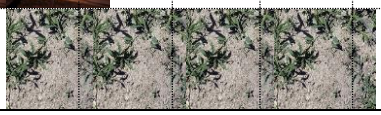										

২.১০ জীবিকার মৌসুমি দিনপঞ্জিঃ

- কোন কোন মাসে জীবিকার বা কর্মসংস্থানের কি অবস্থা হয় তা সংক্ষিপ্ত ভাবে টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলো

ক্রমিক	জীবিকার উৎস	বৈশাখ	জৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
০১	কৃষক												
০২	মৎসজীবি												
০৩	দিনমুজর												
০৪	ব্যবসায়ী												
০৫	চাকুরিজিবী												

২.১১ জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা (টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলো)

- **প্রধান জীবিকা সমূহ**
- **আপদ / দূর্যোগ সমূহ জীবিকার ক্ষেত্রে নিন্মলিখিত সমস্যার সৃষ্টি করে**

ক্র:নং	জীবিকাসমূহ	আপদ / দূর্যোগসমূহ						
		ঘুর্নিঝড়	বন্যা	নদীভাঙ্গন	শৈত্য প্রবাহ	খরা	জমিতে বালুপড়া	কালবৈশাখি ঝড়
০১	কৃষি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
০২	মৎস	✓	✓	✓		✓		✓
০৩	দিনমজুর	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
০৪	ব্যবসায়ী	✓	✓	✓				✓
০৫	চাকুরিজিবী	✓	✓	✓				✓

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুকির বর্ননাঃ

- উপজেলার চিহ্নিত আপদ দ্বারা কোন কোন খাত সমূহ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা আগে চিহ্নিত করে টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলো।

উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ চিহ্নিত করে দেখানো হলোঃ

আপদ সমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান সমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশুসম্পদ	মৎস সম্পদ	ঘরবাড়ী	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
বন্যা										
নদী ভাঙ্গন										
কাল বৈশাখি ঝড়										
খরা										
ঘুর্ণিঝড়										
শৈত্য প্রবাহ										
জমিতে বালুপড়া										

প্রতিটি খাত /প্রতিষ্ঠান / স্থাপনার বিপদাপন্নতা বিস্তারিত **বর্ননা করা হলো**
বিপদাপন্নতা কমার উপায় এবং সেগুলো বাস্তবায়নে বিস্তারিতভাবে **আলোচনা করা হলো।**

- বন্যায় ফসলের জমি ও বীজতলা তলিয়ে যায় এতে ফসলের ও বীজতলার ক্ষতি হয়, গাছপালা তলিয়ে যায় ও মারা যায় অবকাঠামো অর্থাৎ ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও হাট-বাজার তলিয়ে যায় এতে ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও হাট-বাজারের ঘরসহ অন্যান্য জিনিসের ক্ষতি হয়, যোগাযোগের ক্ষেত্রে রাস্তা-ঘাট ডুবে যায় ও ব্রীজ কালভার্ট ভেঙ্গে যায় এতে যোগাযোগে কষ্ট হয় বন্যার জন্য ব্লক দিয়ে বাঁধ, বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মান করালে ও নদী খনন করলে বন্যা কমবে।

- নদী ভাঙ্গনে ফসলি জমি ভেঙ্গে যায় এতে ফসলের ক্ষতি হয় জমি বিলীন হয়ে যায় গাছপালা বিলীন হয়ে যায়, অবকাঠামো অর্থাৎ ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট ও ব্রীজ কালভার্ট ভেঙ্গে যায় ও বিলীন হয়ে যায় এতে মানুষ আশ্রয়হীন হয়, যোগাযোগে কষ্ট হয়, জানমালের ক্ষতি হয়, নদী ভাঙ্গনে ব্লক দিয়ে বাঁধ, নদী শাসন, ক্রস বাঁধ দেওয়া ও নদীর বাক সোজা করা হলে নদী ভাঙ্গন হবেনা।

- কালবৈশাখি ঝড়ে ফসলের ক্ষতি হয়। ধানসহ অন্যান্য ফসল ঝড়ে যায় গাছপালার ক্ষতি হয় । গাছপালা উপড়ে যায় ও ভেঙ্গে যায় অবকাঠামো অর্থাৎ ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও হাট-বাজার ভেঙ্গে পড়ে যায় ও উড়ে যায়, কালবৈশাখি ঝড়ের জন্য বৃক্ষ রোপন করা ও আগাম প্রস্তুতি গ্রহন করা।

- ঘুর্নিঝড়ে ফসলের ক্ষতি হয় ধানসহ অন্যান্য ফসল ঝড়ে যায় গাছপালার ক্ষতি হয় গাছপালা উপরে যায় ও ভেঙ্গে যায় অবকাঠামো অর্থাৎ ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও হাট-বাজার ভেঙ্গে পড়ে যায় ও উড়ে যায়, ঘুর্নিঝড়ের জন্য বৃক্ষ রোপন করা ও আগাম প্রস্তুতি গ্রহন করা ।

- খরায় ফসলের ক্ষতি হয় প্রচন্ড তাপে ফসল পুড়ে যায় অনেক সময় জমি শুকিয়ে যায় ফসল উৎপাদন করা যায়না গাছপালা শুকিয়ে যায় ও মারা যায়, খাল বিল শুকিয়ে যায় মাছের ক্ষতি হয় ও প্রচন্ড তাপে অনেক সময় মানুষও মারা যায় । খরার জন্য গভীর নলকূপ ও শ্যালো মেশিনের ব্যবস্থা করতে হবে ।

- শৈত্য প্রবাহে ফসলের ক্ষতি হয় শৈত্য প্রবাহে অনেক সময় মানুষও মারা যায় । শৈত্য প্রবাহের জন্য বৃক্ষ রোপন করা ও আগাম প্রস্তুতি গ্রহন করা ।

- জমিতে বালু পড়ে ফসলের ক্ষতি হয়, জমি চাষ করা যায়না, জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় ।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন ও এবং তার সম্ভাব্য প্রভাবঃ

কোন স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘকালের (৩০ বছর বা তারও বেশি সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়ার পর্যাপোচনা করে বায়ূমন্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর (বায়ূর চাপ, বায়ূর তাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও তার গতিবেগ, বায়ুর আদ্রতা, মেঘের পরিমান ও মেঘের প্রকারভেদ ও বৃষ্টিপাত) যে সাধারন অবস্থা দেখা যায় তাকে ঐ স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে । পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরন পৌছায়, ভূপৃষ্ঠ তা শোষন করে । শোষিত সূর্যকিরন আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয় । এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম । প্রাকৃতিক নিয়মের এই শোষন বিকিরন প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়াকেই জলবায়ু পরিবর্তন বলে ।

- জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবে কোন কোন খাতসমূহ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা আগে চিহ্নিত করে দেখানো হলো ।

খাতসমূহ	বর্ণণা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা পরিবর্তন হয়ে অনেক সময় খরা হয় অনেক সময় শৈত্য প্রবাহ হয় ও অবিবৃষ্টি হয় খরায় ফসল পুড়ে যায় অনেক সময় জমি শুকিয়ে যায় ফসল উৎপাদন করা যায়না । জমির আইলে ইউক্লিপটাস গাছ লাগানোর ফলে জমিতে ফসল উৎপাদন কমে গেছে কারন ইউক্লিপটাস গাছ প্রচুর পানি শোষন করে যার ফলে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় এর ফলে ফসল উৎপাদন কম হয় ।
মৎস	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে খাল বিল শুকিয়ে যায় মাছের ক্ষতি হয় ।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে গাছপালা শুকিয়ে যায় ও মারা যায়,
স্বাস্থ্য	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে প্রচন্ড তাপে অনেক সময় মানুষও মারা যায়
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে জীবিকার ক্ষেত্রে দারুন প্রভাব ফেলে । মানুষ ঠিকমত কাজকর্ম করতে পারে না ।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে পানির স্তর নীচে নেমে যায় এতে মানুষের পানির কষ্ট হয় ।
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিভিন্ন দুর্যোগে ঘরবাড়ি, স্কুলকলেজ, মাদ্রাসা, স্থানীয় অফিস, রাস্তাঘাট ইত্যাদির ক্ষতি সাধিত হয় এবং মানুষ চরম অসুবিধার মধ্যে পরে ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরনঃ

- চিহ্নিত আপদগুলোর দ্বারা উপজেলাটি কেন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার তাৎক্ষনিক, মাধ্যমিক, চুড়ান্ত কারন চহ্নিত করে টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলো ।

ঝুঁকির বর্ননা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত
বন্যা	অতিবৃষ্টি,	নদী ভরাট, উজান থেকে পানি নামা ও পাহাড়ীঢল	প্রাকৃতিক ভাবে পানি বাড়া
নদীভাঙ্গন	নদীরঢেউ	নদীর স্রোত ও নদী ভরাট	বন্যা, খর স্রোত ও নদীর বাক
কালবৈশাখি ঝড়	প্রাকৃতিক	প্রাকৃতিক	প্রাকৃতিক
খরা	তাপমাত্রা বৃদ্ধি	পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া	প্রাকৃতিক
ঘুর্নিঝড়	তাপমাত্রা বৃদ্ধি	প্রাকৃতিক	প্রাকৃতিক
শৈত্য প্রবাহ	তাপমাত্রা বৃদ্ধি	প্রচুর গাছপালা লাগানো	প্রাকৃতিক
জমিতে বালুপড়া	অতিবৃষ্টি	বন্যা	নদী ও বাঁধ ভাঙ্গন

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরনঃ

- চিহ্নিত আপদগুলো নিরসনের তাৎক্ষনিক, মাধ্যমিক, চুড়ান্ত কারন চহ্নিত করে টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলো

ঝুঁকির বর্ননা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মাধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
বন্যা	বালির বস্তা ফেলা	বাশ, কাঠ ও গাছের খুটি দ্বারা বাঁধ দেওয়া	ব্লক দিয়ে বাঁধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মান করা
নদীভাঙ্গন	বালির বস্তা ফেলা	বাশ, কাঠ ও গাছের খুটি দ্বারা বাঁধ দেওয়া	ব্লক দিয়ে বাঁধ, নদী শাসন ও বাক সোজা করা
কালবৈশাখি ঝড়	আগাম প্রস্তুতি	ঘরবাড়ি মেরামত	কালবৈশাখি ঝড় সহায়ক ঘরবাড়ি নির্মান
খরা	আগাম প্রস্তুতি	প্রচুর গাছপালা লাগানো	গভীর নলকূপ ও শ্যালো মেশিন স্থাপন
ঘুর্নিঝড়	আগাম প্রস্তুতি	ঘরবাড়ি মেরামত	ঘুর্নিঝড় সহায়ক ঘরবাড়ি নির্মান
শৈত্য প্রবাহ	আগাম প্রস্তুতি	নিরাপদে থাকা	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া
জমিতে বালুপড়া	বালুর বস্তা ফেলা	নদীতে বাধ নির্মাণ	নদীতে বাধ নির্মাণ ও উভয় পাশ গাছপালা লাগানো

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ

- কয়টি এনজিও দূর্যোগ নিয়ে কাজ করছে
- দূর্যোগ নিয়ে কি কি কাজ করছে তা দেখানো হলো

ক্র:নং	এনজিও–এর নাম	দূর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমান/সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
০১	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৭,২৭০	০১ টি	১/১/০৯ হতে ৩১/১২/১৩ ইং
০২	গন উন্নয়ন কেন্দ্র	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৮,৫৬০	০১ টি	১/১/১০ হতে ৩১/১২/১৩ ইং
০৩	ইউ এস টি	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠি চিহ্নিত করন	১২,৮৬৪	০১ টি	১/৬/১১ হতে ৩০/৬/১৩ ইং
০৪	আর ডি আর এস	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৭,৮৬৭	০১ টি	১/১/১০ হতে৩১/১২/১৩ ইং
০৫	সি সি ডি বি	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৮,৫৯৭	০১ টি	১/১/১১ হতে ৩১/১২/১৪ ইং
০৬	ব্রাক	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৬,৪৮৩	০১ টি	১/১/১০ হতে ৩১/১২/১৩ ইং

৩.৪ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্ম–পরিকল্পনাঃ

দূর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ক্র: নং	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
০১	কমিটির সভা করা	১২ টা	৩৬,০০০	উপজেলায়	দুর্যোগের পূর্বে	৮০%	–	২০%	–	সমন্বয় হবে
০২	সতর্ক বার্তা প্রচার	প্রয়োজন অনুযায়ী	১৫,০০০	দূর্যোগ প্রবন এলাকায়	দুর্যোগের পূর্বে	১০%	২০%	৫০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৩	জনগনকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়া	প্রয়োজন অনুযায়ী	২৫,০০০	দূর্যোগ প্রবন এলাকায়	দুর্যোগের পূর্বে	১০%	২০%	৫০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৪	শুকনা খাবার প্রস্তুত রাখা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৬০,০০০	দূর্যোগ প্রবন এলাকায়	দুর্যোগের পূর্বে	১০%	২০%	৫০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৫	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	১৮ জন	৬,৫০০	উপজেলা ও ইউণিয়নে	দুর্যোগের পূর্বে	১০%	২০%	৫০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৬	নৌকা/ ভ্যান প্রস্তুত রাখা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৫,০০০	উপজেলা ও ইউণিয়নে	দুর্যোগের পূর্বে	১০%	২০%	৫০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৭	মহড়ার আয়োজন করা	প্রয়োজন অনুযায়ী	২০,০০০	উপজেলা ও ইউণিয়নে	দুর্যোগের পূর্বে	১০%	২০%	৫০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৮	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	প্রয়োজন অনুযায়ী	৫০,০০০	উপজেলা ও ইউণিয়নে	দুর্যোগের পূর্বে	১০%	২০%	৫০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৯	জীবন রক্ষাকারী ঔষদ ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৪০,০০০	উপজেলা ও ইউণিয়নে	দুর্যোগের পূর্বে	৫০%	–	৫০%	–	সমন্বয় হবে

দূর্যোগ কালীনঃ

ক্র: নং	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
০১	উদ্ধার কাজ	প্রয়োজন অনুযায়ী	৪০,০০০	দূর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দূর্যোগ কালিন	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০২	ত্রান বিতরন	প্রয়োজন অনুযায়ী	১,০০,০০০	দূর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দূর্যোগ কালিন	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৪০,০০০	দূর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দূর্যোগ কালিন	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৪	গবাদি পশুর চিকিৎসা	প্রয়োজন অনুযায়ী	২০,০০০	দূর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দূর্যোগ কালিন	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৫	নিরাপদ পানির ব্যবস্থা	প্রয়োজন অনুযায়ী	২৫,০০০	দূর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দূর্যোগ কালিন	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৬	মৃত ব্যবস্থাপনা	প্রয়োজন অনুযায়ী	১৫,০০০	দূর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দূর্যোগ কালিন	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৭	নিরাপত্তা প্রদান	২ টি দল	১৫,০০০	দূর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দূর্যোগ কালিন	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৮	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	৩টি দল	১০,০০০	দূর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দূর্যোগ কালিন	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে

দূর্যোগ পরবর্তীঃ

ক্র: নং	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নে সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
০১	অবকাঠামো পূন নির্মান	প্রয়োজন অনুযায়ী	৫,০০,০০০	দূর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগের পরে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০২	প্রাথমিক চিকিৎসা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৩৫,০০০	দূর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগের পরে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৩	যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা	প্রয়োজন অনুযায়ী	২০,০০০	দূর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগের পরে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৪	নিরাপদ পানির ব্যবস্থা	প্রয়োজন অনুযায়ী	২০,০০০	দূর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগের পরে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৫	ত্রান বিতরন	প্রয়োজন অনুযায়ী	৬০,০০০	দূর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগের পরে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৬	আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বাড়ি পৌছে দেওয়া	প্রয়োজন অনুযায়ী	১৫,০০০	দূর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগের পরে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৭	যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৪০,০০০	দূর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগের পরে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৮	মৃত ব্যবস্থাপনা	প্রয়োজন অনুযায়ী	১০,০০০	দূর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগের পরে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে

স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুকিহ্রাস সময়েঃ

ক্র: নং	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
০১	মহড়ার আয়োজন করা	বৎসরে ২ বার	১২,৫০০	ইউপি	স্বাভাবিক সময়	৩৫%	১০%	২৫%	২০%	সমন্বয় হবে
০২	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	১৮ জন	৫,০০০	ইউপি	স্বাভাবিক সময়	৩৫%	১০%	২৫%	২০%	সমন্বয় হবে
০৩	আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	৪ টি	২,০০,০০০০	ইউপি	স্বাভাবিক সময়	৩৫%	১০%	২৫%	২০%	সমন্বয় হবে
০৪	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	০১ টি	৩০,০০০	ইউপি	স্বাভাবিক সময়	৩৫%	১০%	২৫%	২০%	সমন্বয় হবে
০৫	নৌকা/গাড়ি/ ভ্যান প্রস্তুত রাখা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৫.০০০	ইউপি	স্বাভাবিক সময়	৩৫%	১০%	২৫%	২০%	সমন্বয় হবে
০৬	পানি নিরাপদ করার পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষন	প্রয়োজন অনুযায়ী	৩০,০০০	ইউপি	স্বাভাবিক সময়	৩৫%	১০%	২৫%	২০%	সমন্বয় হবে
০৭	শুকনা খাবার ও জীবন রক্ষাকারী ঔষদ প্রস্তুত রাখা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৫০,০০০	ইউপি	স্বাভাবিক সময়	৩৫%	১০%	২৫%	২০%	সমন্বয় হবে

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

যে কোন দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যে কোন সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সমন্বয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘন্টা সচল থাকে এবং তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষন, প্রদর্শন কওে থাকে ও সম্পদের বস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেন্টারে ১টি অপারেশন রুম, ১টি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগের রুম থাকে।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ মামুন উল হাসান	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১৯১৪-৪৭৯৭৭৭
০২	মো: হোসেন ফকু	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১২-৬১৪৫০৩
০৩	মোঃ আঃ মান্নান	পি, আই, ও	০১৭১৫-০০৮৩৭৪
০৪	মো: গোলাম আজম	উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার	০১৭১২-০৮৯৮১৩
০৫	সৈয়দ কামাল উদ্দিন হায়দার	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার	০১৭৩৮-৭৩৭৫৪৭

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনাঃ

- দূর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই উপজেলা কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসঙ্গে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা-রাত্রী (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন।
- বিভাগ / জেলা সদরের সঙ্গে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে ১টি কন্ট্রোল রুম রেজিষ্টার থাকবে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহন করবেন, দায়িত্বকালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরন করা হলো তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- দেয়ালে টাঙ্গানো একটি উপজেলার ম্যাপ বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাঁধ ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে।দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালনের সুবিদার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫টি বড় টর্চলাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনাঃ

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কার সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ	মন্তব্য
০১	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	১৮ জন	দুর্যোগের আগে	ইউনিয়ন ডি.এম.সি	ইউনিয়ন ডি.এম. কমিটি ও এনজিও	যোগাযোগের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	
০২	সতর্ক বার্তা প্রচার	১৫,০০০	দুর্যোগের আগে	ঐ	উপজেলা ও ইউনিয়ন ডি.এম.কমিটি	স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা, হ্যান্ড মেগা ফোন ও মাইক	ফোন ও সরাসরি	
০৩	নৌকা/ গাড়ী/ ভ্যান প্রস্তুত রাখা	১০,০০০	দুর্যোগের আগে	ঐ	উপজেলা ও ইউনিয়ন ডি.এম.কমিটি	স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা ও ইউনি: ডি.এম. কমিটি	ফোন ও সরাসরি	
০৪	উদ্ধার কাজ	২০,০০০	দুর্যোগের সময় ও পরে	ঐ	উদ্ধারকারী দল	যোগাযোগের মাধ্যমে ষ্ট্রেটার এর মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	
০৫	প্রাথমিক চিকিৎসা / স্বাস্থ্য/ মৃত ব্যবস্থাপনা	১৫,০০০	দুর্যোগের সময় ও পরে	ঐ	চিকিৎসক দল ও স্বেচ্ছাসেবক দল	যোগাযোগের মাধ্যমে ফাষ্ট এইড বক্স	ফোন ও সরাসরি	
০৬	শুকনা খাবার জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৩০,০০০	দুর্যোগের আগে	ঐ	পরিবারের সদস্য ও ইউনি: ডি.এম. কমিটি	যোগাযোগের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	
০৭	গবাদী পশুর চিকিৎসা/ টিকা	১০,০০০	দুর্যোগের সময় ও পরে	ঐ	পশু চিকিৎসক দল	যোগাযোগের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	
০৮	আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	৫০,০০০	দুর্যোগের আগে	ঐ	উপজেলা ও ইউনিয়ন ডি.এম.কমিটি	যোগাযোগের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	
০৯	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	৫০,০০০	দুর্যোগের সময় ও পরে	ঐ	উপজেলা ও ইউনিয়ন ডি.এম.কমিটি	যোগাযোগের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	

১০	মহড়ার আয়োজন করা	২০,০০০	স্বাবাভিক সময়	ঐ	উপজেলা ও ইউনিয়ন ডি.এম.কমিটি	যোগাযোগের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	
১১	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	১০,০০০	দুর্যোগের সময়	ঐ	উপজেলা ও ইউনিয়ন ডি.এম.কমিটি	যোগাযোগের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	
১২	যোগাযো ব্যবস্থা চালু করা	২৫,০০০	দুর্যোগের পরে	ঐ	উপজেলা ও ইউনিয়ন ডি.এম.কমিটি	যোগাযোগের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	

আপদ কালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনাঃ

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা:

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা ।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরন বার্তা প্রচার করা ।
- স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব সংকেত, বার্তা উদ্ধার, অপসারন ও আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও দূর্যোগ ঝুকি হ্রাসের উপর প্রশিক্ষন আয়োজন করা ।

৪.২.২ সতর্ক বার্তা প্রচার:

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্বে নিশ্চিত করবেন ।
- ৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষনা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে । মহা বিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল মাদ্রাসার ঘন্টা বিপদ সংকেত একটানা ভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে ।

৪.২.৩ জনগনকে অপসারনের ব্যবস্থাদি

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুকিপূর্ন এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারনের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারনের কাজ শুরু করবেন ।
- ৮নং মহা বিপদ সংকেত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঝুকিপূর্ন এলাকার জনগনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দে আশ্রয় গ্রহন করার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকদল বাড়ী গিয়ে আশ্রয়গ্রহনের জোর তাগিদ দিবেন । প্রয়োজনে অপসারন করতে হবে । কোন ঝুকিপূর্ন এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দে আশ্রয় নিবেন তা জানিয়ে দিবেন ।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান:

- অত্যাধিক ঝুকিপূর্ন এলাকা সংশিষ্ট উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে ।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন ।
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহনকারী অসুস্থ ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধ শিশু, আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরন করতে হবে ।
- মৃত দেহ সৎকার ও গবাদি পশু মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন ।

৪.২.৫ আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন:

- দূর্যোগপ্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা ।
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা ।
- দূর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্রে ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরন ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পাইন সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা ।
- জনসাধারনকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদি পশু, হাস-মুরগী, জরুরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তা করন ।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলো ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করবেন ।
- নৌকার মালিকগন তাদের এই কাজে সহায়তা করবেন ।

- জরুরী কন্ট্রোল রুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষিত থাকবে।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরূপন ও প্রতিবেদন প্রেরন:

- দূর্যোগ অব্যাহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে "এস ও এস ফরম" ও অনদিক ৭ দিনের মধ্যে "ড" ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়াম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরন করবেন।

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করাঃ

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যান বিভিন্ন ত্রান ও পুনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রান কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রান বিতরনকারী দল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরনের ত্রান সামগ্রী বা পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রান কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।
- ইউনিয়ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রান সামগ্রী বরাদ্দর পরিমান ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রান সামগ্রীর পরিমান/ সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগনের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনা খাবার জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখাঃ

- তাৎক্ষনিকভাবে বিতরনের জন্য শুকনা খাবার যেমন-চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/ বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তৈল ইত্যাদি উপকরন ও গৃহ নির্মানের উপকরন যথা- ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করবে।
- ত্রান সামগ্রী পরিবহন ও ত্রান কর্মীদের যাতায়তের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সী ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/ টিকাঃ

- উপজেলা প্রানি সম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউপি ভবন/ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংরক্ষন করতে হবে।
- ইউনিয়ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রানি বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালিন সময়ে প্রানি চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃতকরনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা:

- সতর্কবার্তা/ পূর্বাভাস প্রচার, অপসারন, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রানকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্নিঝড়/ বন্যাপ্রবন এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দূর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিষেশভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুকিপূর্ন এলাকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুকিপূর্ন গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনাঃ

- দূর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই উপজেলা/ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসঙ্গে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রামপুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যাক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবারাত্রি কন্ট্রোলরুমে দায়িত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্বক্ষনিকভাবে তত্ত্বাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থান সমূহঃ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে ।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে
- প্রতিটির বিস্তারিত বর্ননা লিখতে হবে ।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ননাঃ

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
মাটির কিল্লা /বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	পার সোনাইগাঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্র	রাখালবুরুজ	১১০ জন	
স্কুল কাম শেল্টার	সোনাইগাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হরিরামপুর	৩০০ জন	
	চকমাকরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাখালবুরুজ	২০০ জন	
	উঃ ধর্মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাখালবুরুজ	২২০ জন	
	শালমারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শালমারা	১৭০ জন	
	বালুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মহিমাগঞ্জ	২০০ জন	
	বামনহাজরা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	মহিমাগঞ্জ	২০০ জন	
সরকারী / বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	ঐ			
ইউপি ভবন	আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয় না ।			
উচু রাস্তা	আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তেমন কোন উচু রাস্তা ও বাঁধ নাই ।			
বাঁধ	ত্রিমোহনী ঘাট হতে বড়দহ ঘাট বাঁধ	হরিরামপুর	উচ্চতা ২০ফুট	
	কাটাখালি হতে বড়নারায়ন পুর	তালুককানুপুর	উচ্চতা ৮ ফুট	
	ফুলহার ডাঙ্গার হর হতে বোগদহ বাজার	কাটাবাড়ি	উচ্চতা ১২ ফুট	
	নয়াপারা কৃষ্ণপুর হতে হরিনাথপুর	রাখালবুরুজ	উচ্চতা ১২ ফুট	
	শাকপালা থেকে মালাদর	ফুলবাড়ি	উচ্চতা ১২ ফুট	
	বিশ্বনাথপুর থেকে বগুলাগাড়ি বাঁধ	দরবস্ত	উচ্চতা ১০ফুট	
	নলিয়া স্ইচগেইট হতে বড়দহ মাদ্রাসা বাঁধ	নাকাই	উচ্চতা ৮ ফুট	
	তরনীপাড়া হতে শিবপুর	শিবপুর	উচ্চতা ৮ ফুট	
	কোচাশহর হতে পাচগাছি বাজার	শিবপুর	উচ্চতা ৮ ফুট	
	সাপমারা চেয়ারম্যান বাড়ি হতে কাইয়াগঞ্জ	গুমানীগঞ্জ	উচ্চতা ১২ ফুট	
	বালুয়া রাখালবুরুজ হতে ভাঙ্গাবাড়ি	মহিমাগঞ্জ	উচ্চতা ১২ ফুট	
	চক রহিমপুর থেকে সাহেবগঙ্গ	সাপমারা	উচ্চতা ১০ ফুট	

পার সোনাইডাঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্রটি ২০০৮ ইং সালে নির্মান করা হয়েছে, ইহা ২ তলা ভবন বর্তমানে কেউ বসবাস করছে না । পার সোনাইডাঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্রটিতে কোন নলকূপ ও কোন ল্যাট্রিন নাই তবে ইহা বর্তমানে ভাল অবস্থায় আছে তবে আশ্রয়কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবকদের কোন প্রকার যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয় নাই ।

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনঃ

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন অংশ। সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পরেছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরীকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন ঃ

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাচানো।
- দুর্যোগের সময় গবাদি পশুর জীবন বাচানো।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করা।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
- ইউপি চেয়ারম্যান/ মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও কর্মী, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা।
- এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা দেওয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)
- এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে।
- কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সভার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধন্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করবেনঃ

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রে কি কি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাবু/ পলিথিন/ ওআরএস/ ফিটকিরী/ কিছু জরুরী ঔষধ (প্যারাসিটামল, ফ্লাজিল ইত্যাদি) পানি শোধন বড়ি/ ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- খাবার পানি রান্নার ব্যবস্থা রাখা
- পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা করা
- পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রেটি স্বাস্থ্য সম্মত হতে হবে
- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরী ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাওয়ার সময় তা ঠিকমত ফেরত দেওয়া
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব প্রদান করা।
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- গর্ভবতী নারী,বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধিদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া।

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারঃ

- আশ্রয়কেন্দ্র মূলত: দুর্যোগের সময় জনসাধারনের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় ।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে ।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ।
- ওয়ারলেস ষ্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে ।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষনঃ

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠভাবে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে । বিশেষ করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা বিনষ্টের হাত হতে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে ।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে ।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে ।
- গাইড লাইন অনুসারে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে ।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে ।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন ঃ

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	পদবী	মোবাইল	মন্তব্য
মাটির কিল্লা/আশ্রয়কেন্দ্র স্কুল কাম শেল্টার	পার সোনাইগাঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্র	জিয়াউস শামস চৌধুরী	চেয়ারম্যান	০১৯১৩-৭২৭৯০৮	
	সোনাইগাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রওশন আরা বেগম	প্রধান শিক্ষক	০১৮২১-২৯৩৯৬৬	
	চকমাকরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছফুরা বেগম	প্রধান শিক্ষক	০১৭২৯-৮২৮৮৭৮	
	উ: ধর্মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাবেয়া খাতুন	প্রধান শিক্ষক	০১৭২৪-৫৫৩২৬৮	
	শালমারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তানজিলা বেগম	প্রধান শিক্ষক	০১৭২৯-৭১৪৪৩৮	
	বালুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সেলিনা পারভীন	প্রধান শিক্ষক	০১৭১৫-৬৬২১১৪	
	বামনহাজরা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ মাহবুবুর রহমান	প্রধান শিক্ষক	০১৭২৭-৭৪২৫৯৯	
সরকারী / বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ইউপি ভবন	ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	-	-	-	**ব্যবহার হয় না**
বাঁধ	ত্রিমোহনীঘাট হতে বড়দহ ঘাট বাঁধ	মোঃ হাফিজার রহমান	ইউপি মেম্বার	০১৭১৯-৬১৬৮৬৪	
	কাটাখালি হতে বড় নারায়নপুর	মোঃ আব্দুল বারী	ইউপি সচিব	০১৭১৮-৬৫৭৮২১	
	ফুলহার ডাঙ্গার হর হতে বোগদহ বাজার	মোঃ আজমল হোসেন	ইউপি সচিব	০১৭১১-৪৬৭১৭৯	
	নয়াপারা কৃষ্ণপুর হতে হরিনাথপুর	মোঃ জিয়াউস শামস চৌধুরী	চেয়ারম্যান	০১৯১৩-৭২৭৯০৮	
	শাকপালা থেকে মালাদর	শান্তনু কুমার দেব	চেয়ারম্যান	০১৭১৫-০১৮৯৫২	
	বিশ্বনাথপুর থেকে বগুলাগাড়ি বাঁধ	শরিফুল ইসলাম প্রধান	ইউপি মেম্বার	০১৭৫৯-০০০১২৮	
	নলিয়া স্ইচগেইট হতে বড়দহ মাদ্রাসা বাঁধ	মোঃ শাহ আলম মৃধা	ইউপি মেম্বার	০১৭১৫-৪১০৮২৫	
	তরনীপাড়া হতে শিবপুর	মোঃ নাইম উদ্দিন	ইউপি মেম্বার	০১৭১৮-৮৭৫৬১৩	
	কোচাশহর হতে পাচগাছি বাজার	মোঃ আঃ মান্নান সরকার	ইউপি মেম্বার	০১৭১৯-৭৩৬১০৭	
	সাপমারা চেয়ারম্যান বাড়ি হতে কাইয়াগঞ্জ	মোঃ হেলাল মন্ডল	ইউপি মেম্বার	০১৭২৫-২০৩০২৫	
	বালুয়া রাখালবুরুজ হতে ভাঙ্গাবাড়ি	মোঃ মজিবর রহমান	ইউপি মেম্বার	০১৭১৮-৮৬৪৫৬৯	
	চক রহিমপুর থেকে সাহেবগঙ্গ	মোঃ মোস্তাফিজার রহমান	ইউপি মেম্বার	০১৭৩৭-০০৬৩৬৪	
উঁচু রাস্তা	আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তেমন কোন উচু রাস্তা ও বাঁধ নাই ।				

৪.৫ উপজেলা সম্পদের তালিকা (যা দূর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

- উপজেলার সম্পদগুলো চিহ্নিত করা হলো ।
- প্রতিটির বিস্তারিত বর্ননা হবে ।
- দূর্যোগকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তির নাম ।

উপজেলার সম্পদের তালিকা:

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	আশ্রয় কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	পদবী	মোবাইল নং	মন্তব্য
আশ্রয়কেন্দ্র	০৭					
	০১	পার সোনাইগাঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্র	জিয়াউস শামস চৌধুরী	চেয়ারম্যান	০১৯১৩-৭২৭৯০৮	
	০২	সোনাইগাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রওশন আরা বেগম	প্রধান শিক্ষক	০১৮২১-২৯৩৯৬৬	
	০৩	চকমাকরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছফুরা বেগম	প্রধান শিক্ষক	০১৭২৯-৮২৮৮৭৮	
	০৪	উ: ধর্মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাবেয়া খাতুন	প্রধান শিক্ষক	০১৭২৪-৫৫৩২৬৮	
	০৫	শালমারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তানজিলা বেগম	প্রধান শিক্ষক	০১৭২৯-৭১৪৪৩৮	
	০৬	বালুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সেলিনা পারভীন	প্রধান শিক্ষক	০১৭১৫-৬৬২১১৪	
	০৭	বামনহাজরা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ মাহবুবুর রহমান	প্রধান শিক্ষক	০১৭২৭-৭৪২৫৯৯	

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	আশ্রয় কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	পদবী	মোবাইল নং	মন্তব্য
গোডাউন	০৭					
	০১	গোবিন্দগঞ্জ খাদ্য গুদাম	বিমল কুমার মোদক	ফুড অফিসার	০১৮৩৯-৬৬৯৬৫৭	
	০২	গোবিন্দগঞ্জ খাদ্য গুদাম	বিমল কুমার মোদক	ফুড অফিসার	০১৮৩৯-৬৬৯৬৫৭	
	০৩	গোবিন্দগঞ্জ খাদ্য গুদাম	বিমল কুমার মোদক	ফুড অফিসার	০১৮৩৯-৬৬৯৬৫৭	
	০৪	মহিমাগঞ্জ খাদ্য গুদাম	আঃ লতিফ প্রধান	চেয়ারম্যান	১০৭১৬-৮৮২০৪৭	
	০৫	মহিমাগঞ্জ খাদ্য গুদাম	আঃ লতিফ প্রধান	চেয়ারম্যান	১০৭১৬-৮৮২০৪৭	
	০৬	কামদিয়া ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম	মোঃ মোসাহেদ	ইউপি মেম্বার	-	
	০৭	কামদিয়া ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম	হোসেন চৌধুরী বাবলু	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৭৬৫২৫২	

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	আশ্রয় কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	পদবী	মোবাইল নং	মন্তব্য
নৌকা	০২					
	০১	নাকাই ইউনিয়ন	হযরত আলী	ইউপি মেম্বার	০১৯২৯-৮৫১৪৯২	

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	আশ্রয় কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	পদবী	মোবাইল নং	মন্তব্য
	০২	শালমারা ইউনিয়ন	রহিম বাদশা	ইউপি মেম্বার	০১৭১৯-২৮০৮৬১	

৪.৬ অর্থায়নঃ

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/ বাজার ইজারা, খাল বিল ইজারার মাধ্যমে এবং কিছু ব্যবসা/ বানিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে।কিন্তু ইদানিং বড় হাট/ বাজার, খাল/ বিল ইজারা ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই তাতে আয়ের মূল উৎস কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশন থেকে ১% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন । পূর্বে পুরাপুরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবদের বেতন/ ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকী টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানিং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

পরিষদের আয়ঃ

প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশিষ্ট পরিষদের নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

- বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স।
- ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)
- পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস
- ইজারা বাবদ প্রাপ্তি: যথা
    ১. হাট বাজার ইজারা বাবদ
    ২. ঘাট ইজারা বাবদ
    ৩. খাস পুকুর ইজারা বাবদ
    ৪. খোয়ার ইজারা বাবদ
- মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর
- সম্পত্তি হতে আয়
- ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তহবিল

ইউনিয়নের নাম	বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স	ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)	পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস	ইজারা বাবদ প্রাপ্তি	সম্পত্তি হতে আয়	ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তহবিল	মোট
কামদিয়া	২,৪৮,৫৫০/-	৭,৬৫০/-	৫,৪০০/-	৩,২০,০০০/-	৭৫০/-	৭,৫০,০০০/-	১৩,৩২,৩৫০/-
কাটাবাড়ী	২,৫৪,০০০/-	৩,৮০০/-	২,৮৬০/-	২,৬২,৮০০/-	৩৩০/-	৪,৪০,৪০০/-	৯,৬৪,১৯০/-
শাখাহার	১,৮৬,৩০০/-	৪,১০০/-	১,৪০০/-	২,৮০,০০০/-	৫৬০/-	৫,৪২,৪০০/-	১০,১৪,৭৬০/-
রাজাহার	১,৫০,৩০০/-	৩,০০০/-	১,৬৬০/-	১,৬২,৫০০/-	৭৮০/-	৫,৫৬,৬০০/-	৮,৭৪,৮৪০/-
সাপমারা	১,৪২,০০০/-	২,৮০০/-	১,৮০০/-	২,৮৬,০০০/-	৩৪০/-	৫,৪০,৬০০/-	৯,৭৩,৫৪০/-
দরবস্ত	১,২২,৬০০/-	২,০০০/-	২,৬০০/-	২,৭০,৮০০/-	৩৬০/-	৪,৭৮,৭০০/-	৮,৭৭,০৬০/-
তালুককানুপুর	১,৩২,৬০০/-	১,৮০০/-	২,২০০/-	২,৬৫,৩০০/-	৭০০/-	৪,৬১,৮০০/-	৮,৬৪,৪০০/-
নাকাই	১,৪৪,৫০০/-	২,৮০০/-	২,১৬০/-	২,৭৩,৪০০/-	৫৮০/-	৩,৫৪,২০০/-	৭,৭৭,৬৪০/-
হরিরামপুর	১,৮৮,০০০/-	২,২০০/-	২,৬৬০/-	২,৮১,৯০০/-	৪১০/-	৩,৬০,০০০/-	৮,৩৫,১৭০/-
রাখালবুরুজ	১,৬২,৬০০/-	১,১৯০/-	১,৫০০/-	২,৬০,০০০/-	৫৬০/-	৫,৭৮,৩০০/-	১০,০৪,১৫০/-
ফুলবাড়ি	১,৫৬,০০০/-	২,৮০০/-	৩,২০০/-	১,৮৮,০০০/-	৭৮০/-	৫,৬২,৩০০/-	৯,১৩,০৮০/-
গুমানীগঞ্জ	১,৭৩,২০০/-	১,৮০০/-	২,০০০/-	১,৬৬,৫০০/-	৮৬০/-	৪,৬০,৪০০/-	৮,০৪,৭৬০/-
কামারদহ	১,৬১,৭০০/-	৩,৬০০/-	২,৮০০/-	১,৭২,০০০/-	৩০০/-	৩,৫১,০০০/-	৬,৯১,৪০০/-
কোচাশহর	১,৪৪,৬০০/-	৩,০০০/-	৩,০০০/-	১,৯০,০০০/-	৪২০/-	৫,৮৬,০০০/-	৯,২৭,০২০/-
শিবপুর	১,৯০,০০০/-	২,৫০০/-	৩,৪০০/-	১,৬৪,২০০/-	৪৮০/-	৬,৬৪,০০০/-	১০,২৪,৫৮০/-
মহিমাগঞ্জ	১,৬৩,৬০০/-	১,৭০০/-	৩,৮০০/-	১,৯৬,৮০০/-	৫৬০/-	৩,৬৬,৩০০/-	৭,৩২,৭৬০/-
কালমারা	১,২৫,৩০০/-	১,৬০০/-	৪,৩২০/-	১,৫৬,৩০০/-	৮৬০/-	৩,৭৮,২০০/-	৬,৬৬,৫৮০/-

সর্বমোট =							১৫২,৭৮,২৮৫/-

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদানঃ

- উন্নয়ন খাত
    ১. কৃষি
    ২. স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী
    ৩. রাস্তা নির্মান ও মেরামত
    ৪. গৃহ নির্মান ও মেরামত
    ৫. উন্নয়ন সহায়তা তহবিল

- সংস্থাপন
    ১. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা
    ২. সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি
- অন্যান্য
    ১. ভূমি হস্তান্তর কর ১%

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা
- জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাক ।

কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদকরন ও পরীক্ষা করনঃ

পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য ২টি ফলোআপ কমিটি গঠন করতে হবে ।

ফলোআপ কমিটিঃ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ

৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা লেখা ও উপস্থাপন কমিটি

১. চেয়ারম্যান
২. সচিব
৩. এনজিও প্রতিনিধি
৪. সদস্য ২ জন (সাধারন কমিটি থেকে)

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ হরিরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আজহারুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৯৩৩-৩১৫২৩০
০২	এ.বি.এম. আসাদুল বারী	সচিব	০১৭১৮-৬৫৭৮২১
০৩	মো: সফিকুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৯৪০-৬৭৯৪৫৫
০৪	মো: হাফিজার রহমান	পুরুষ সদস্য	০১৭১৯-৬১৬৮৬৪

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ রাখালবুরুজ ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: জিয়া-উস-সামস চৌধূরী	চেয়ারম্যান	০১৯১৩-৭২৭৯০৮
০২	মো: তাহেরুল ইসলাম	সচিব	০১৭২১-৫৪৫৫৭৭
০৩	মো: ফারুক হোসেন	এনজিও	০১৭৬৩-৪৫১৯৭৮
০৪	মো: আশ্রাফুল আলম	পুরুষ সদস্য	০১৭৮৪-৬৩৭৩৮১

০৫	মো: সামছুল হক	পুরুষ সদস্য	০১৭১৬-৭১২৮২০

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ তালুককানুপুর ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: মহসীন আলী	চেয়ারম্যান	০১৭২৮-২৭৭০৪০
০২	মো: আ: রাজ্জাক	সচিব	০১৭১৯-৬১৭৫৮১
০৩	মো: আ: রহিম	পুরুষ সদস্য	০১৯৪০-৬৭৯৪৫৫
০৪	মো: কাজেম উদ্দিন	পুরুষ সদস্য	০১৭১৯-৬১৬৮৬৪

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ নাকাই ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: ওয়াহেদুন্নবী সরকার	চেয়ারম্যান	০১৭১৭-৪২৪৪৩৫
০২	মো: আফছার আলী প্রামানিক	সচিব	০১৭৩১-১০৮৯০৭
০৩	তাহমিনা আক্তার	এনজিও	০১৯১৮-৫৫৭৯৯৭
০৪	মো: গোলাম মোস্তফা	পুরুষ সদস্য	০১৭৬৭-৩০৩৫৯১
০৫	মো: আমির হোসেন	পুরুষ সদস্য	০১৯৮২-৩৭০৮৮৬

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ দরবস্ত ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	আ.র.ম. শরিফুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-০৬৩৯১৯
০২	নাজমুল হুদা	সচিব	০১৯২০-২৭১৬৬০
০৩	শরিফুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৫৯-০০০১২৮
০৪	আ: বাকি প্রধান	পুরুষ সদস্য	০১৭৬৭-৮৫৯২১০

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ মহিমাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আ: লতিফ	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-৮৮২০৪৭
০২	মো: ইউনুছ আলী	সচিব	০১৭১৪-৬৫৯৪০২
০৩	মোসা: আঞ্জুয়ারা	মহিলা সদস্যা	০১৭৪৫-৪৩৪০১০
০৪	মো: মজিবর রহমান	পুরুষ সদস্য	০১৭১৮-৮৬৪৫৬৯

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	শুসান্ত কুমার দেব	চেয়ারম্যান	০১৭১৫-০১৮৯৫২
০২	আ: মতিন সরকার	সচিব	০১৭১২-৩৯০৮১৭
০৩	ঝর্না রানী	এনজিও	০১৮১৪-৫৬৩৯৯৬
০৪	তাপস মোহন্ত	পুরুষ সদস্য	০১৮১৬-৬৮৫২৩১
০৫	মোঃ মোজাম্মেল হক	পুরুষ সদস্য	০১৭১৫-৪৮২৩০৮

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ কামদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: মোসাহেদ হোসেন চৌধুরী	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৭৬৫২৫২
০২	মো: ফারুকুল ইসলাম	সচিব	০১৭৪৫-৩২৬৭৪০
০৩	শ্রী জগদিশ চনাদ্র	এনজিও	০১৭২২-৭২৭৩৪১
০৪	মো: নাজমুল হোসেন	পুরুষ সদস্য	০১৭১১-৪১৩৭৪৯
০৫	মো: আ: মজিদ মন্ডল	পুরুষ সদস্য	০১৮২০-৫২৭৩৭৬

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ শালমারা ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আমির হোসেন শামীম	চেয়ারম্যান	০১৭১৫-০১৮৯২৩
০২	মো: দেওয়ান এমদাদুল হক	সচিব	০১৭৪০-৯৮১৪১৪

০৩	মোসা: সুলতানা	এনজিও	০১৭৫১-৩৯৩৪৩৪
০৪	মো: সাজেদুর রহমান	পুরুষ সদস্য	০১৭৩৬-০৯৭৪০০
০৫	মো: নিয়ামুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৮১৭-৩৫৮৯৫৪

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ কাটাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	যোবেয়ের হাসান মোঃ সফিক মাহমুদ	চেয়ারম্যান	০১৭১৯-১৩৪২২৩
০২	মোঃ আজমল হোসেন	সচিব	০১৭১১-৪৬৭১৭৯
০৩	মোঃ আবুল কালাম	পুরুষ সদস্য	০১৯৩৬-৫৬০৮৭২
০৪	মোঃ আজিজার রহমান	পুরুষ সদস্য	

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ শিবপুর ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: তৌহিদুল ইসলাম প্রধান (শাহিন)	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৬০৭৮৬০
০২	মো: শাহাবুল ইসলাম	সচিব	০১৭২১-৭০৬৮৩২
০৩	রত্না বেগম	এনজিও	০১৭৬৪-৯৮৯৪৫৪
০৪	আ: মান্নান সরকার	পুরুষ সদস্য	০১৭১৯-৭৩৬১০৭
০৫	নৈমুদ্দিন	পুরুষ সদস্য	০১৭১৮-৮৭৫৬১৩

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ সাপমারা ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: তোফাজ্জল হোসেন সর্দার	চেয়ারম্যান	০১৭২২-৯৩৫৬৫৭
০২	মো: আ: ওয়াহেদ	সচিব	০১৭১৭-৫৪৪০১৬
০৩	মো: সেলিম মন্ডল	পুরুষ সদস্য	০১৭২২-৬২৬৪৯১
০৪	মো: রফিকুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৩৮-৩৩৬৫১২

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ কোচাশহর ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আবু সুফিয়ান মন্ডল	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-৩২০২৫৭
০২	মো: মোজদার রহমান	সচিব	০১৭৬১-৫৬৫৬০২
০৩	মোসা: শাম্মী আক্তার (সুমি)	এনজিও	০১৭৫১-৩৯৪৩৪০
০৪	মো: আ: মান্নান	পুরুষ সদস্য	০১৭২৪-১৪১৪৫৭
০৫	মো: শাহ বোরহান উদ্দিন	পুরুষ সদস্য	০১৭১৬-২৫২৬৯৯

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ রাজাহার ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আমিনুল ইসলাম (নান্নু)	চেয়ারম্যান	০১৭১৮-২৫৩২৫৮
০২	বিষ্ণুপদ দাস	সচিব	০১৭২৪-৬২৩৪০৮
০৩	মো: হোসনে আরা বেগম	এনজিও	০১৭২৪-৬২২৬৮১
০৪	মো: সোলাইমান	পুরুষ সদস্য	০১৭৩৫-৫৯১৫৬০
০৫	মো: আনছার আলী	পুরুষ সদস্য	০১৭৭০-৬৩৬২৮৫

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ কামারদহ ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আতাউল হক	চেয়ারম্যান	০১৭২১-৪২০২৮৩
০২	খন্দকার মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী	সচিব	০১৭১৮-৮৭৫৯৮৯
০৩	মোছাঃ সুরাইয়া বেগম	এনজিও	০১৭৩৮-০৫৩২৫৪
০৪	মোঃ রশিদুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭১২-৩১৫৫৬০
০৫	মোঃ রাব্বানী	পুরুষ সদস্য	০১৭৬১-৩৪৩৪৫৪

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ গুমানীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: ফারুক কবির আহম্মদ	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৫১২৩৫৮
০২	মো: রোকনুজ্জামান	সচিব	০১৮৩৪-২৩৬৮৮৩
০৩	মোসা: গোলাপী বেগম	এনজিও	০১৭২৫-৭৬২৯২৬
০৪	মো: তফাজ্জল হোসেন	পুরুষ সদস্য	০১৭১৯-৭৯৪০০৭
০৫	মো: মোতাহার উদ্দিন	পুরুষ সদস্য	০১৭১৬-৩৪৫০৫৯

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ শাখাহার ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আব্দুল মান্নান মন্ডল	চেয়ারম্যান	০১৭১২-১০৭৫৫৪
০২	মোঃ আলমগীর সরকার	সচিব	০১৭১৬-৮৮৪৫০৩
০৩	মোছাঃ রুজিনা আক্তার	এনজিও	০১৭৭৩-৩২০৯৭২
০৪	মো: গোলজার রহমান	পুরুষ সদস্য	০১৭৬২-৬০৮৬৯৩
০৫	মো: সাহাদুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৩৭-৬৫৭৩৬৫

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ

৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

১. চেয়ারম্যান
২. সচিব
৩. মহিলা সদস্য
৪. সরকারী প্রতিনিধি
৫. এনজিও প্রতিনিধি
৬. সদস্য ২ জন (সাধারন কমিটি থেকে)

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ হরিরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আজহারুল ইসলাম বিপ্লব	চেয়ারম্যান	০১৯৩৩-৩১৫২৩০
০২	এ.বি.এম. আসাদুল বারী	সচিব	০১৭১৮-৬৫৭৮২১
০৩	মোসা: পারভিন বেগম	মহিলা সদস্যা	০১৯২৬-৫৯৫৫২৬
০৪	মো: তৈহিদুল ইসলাম	এস.এ.এ.ও	০১৭২২-৮৪৮৩৫০
০৫	মো: সফিকুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৯৪০-৬৭৯৪৫৫
০৬	মো: হাফিজার রহমান	পুরুষ সদস্য	০১৭১৯-৬১৬৮৬৪

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ রাখালবুরুজ ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: জিয়া-উস-সামস চৌধূরী	চেয়ারম্যান	০১৯১৩-৭২৭৯০৮
০২	মো: তাহেরুল ইসলাম	সচিব	০১৭২১-৫৪৫৫৭৭
০৩	মোসা: রুমা বেগম	ম: সদস্যা	০১৮৪৫-২১৮৩৭৪
০৪	মো: ফারুক হোসেন	এনজিও	০১৭৬৩-৪৫১৯৭৮
০৫	মো: আশ্রাফুল আলম	পুরুষ সদস্য	০১৭৮৪-৬৩৭৩৮১
০৬	মো: সামছুল হক	পুরুষ সদস্য	০১৭১৬-৭১২৮২০

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ তালুককানুপুর ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: মহসীন আলী	চেয়ারম্যান	০১৭২৮-২৭৭০৪০
০২	মো: আ: রাজ্জাক	সচিব	০১৭১৯-৬১৭৫৮১
০৩	মো: আ: রহিম	পুরুষ সদস্য	০১৯৪০-৬৭৯৪৫৫
০৪	মো: কাজেম উদ্দিন	পুরুষ সদস্য	০১৭১৯-৬১৬৮৬৪

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ নাকাই ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল

০১	মো: ওয়াহেদুন্নবী সরকার	চেয়ারম্যান	০১৭১৭-৪২৪৪৩৫
০২	মো: আফছার আলী প্রামানিক	সচিব	০১৭৩১-১০৮৯০৭
০৩	মোসা: শাহিদা বেগম	মহিলা সদস্যা	০১৯১৬-৪৩৩৩৬৭
০৪	শ্রী জগদিশ চন্দ্র	এস.এ.এ.ও	০১৭২৪-১০৭৩৬৭
০৫	তাহমিনা আক্তার	এনজিও	০১৯১৮-৫৫৭৯৯৭
০৬	মো: গোলাম মোস্তফা	পুরুষ সদস্য	০১৭৬৭-৩০৩৫৯১
০৭	মো: আমির হোসেন	পুরুষ সদস্য	০১৯৮২-৩৭০৮৮৬

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ দরবস্ত ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	ইাম	পদবী	মোবাইল
০১	আ.র.ম. শরিফুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-০৬৩৯১৯
০২	নাজমুল হুদা	সচিব	০১৯২০-২৭১৬৬০
০৩	দুলালী বেগম	ম: সদস্যা	০১৭২৯-৬৬০৪৪২
০৪	আশ্রাফুল ইসলাম	এস.এ.এ.ও	০১৭১৫-৭৬৫৪৯২
০৫	শরিফুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৫৯-০০০১২৮
০৬	আ: বাকি প্রধান	পুরুষ সদস্য	০১৭৬৭-৮৫৯২১০

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ মহিমাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আ: লতিফ	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-৮৮২০৪৭
০২	মো: ইউনুছ আলী	সচিব	০১৭১৪-৬৫৯৪০২
০৩	মোসা: আঞ্জুয়ারা	মহিলা সদস্যা	০১৭৪৫-৪৩৪০১০
০৪	মো: মাহমুদুর হাছান	পুরুষ সদস্য	০১৭৫৫-৫৬৬৬১৮
০৫	মো: মজিবর রহমান	পুরুষ সদস্য	০১৭১৮-৮৬৪৫৬৯

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	শুসান্ত কুমার দেব	চেয়ারম্যান	০১৭১৫-০১৮৯৫২
০২	আ: মতিন সরকার	সচিব	০১৭১২-৩৯০৮১৭
০৩	মোসা: পারুল আক্তার	মহিলা সদস্যা	০১৭৬৪-৮২২৯৭৬
০৪	মো: আতাউর রহমান	এস.এ.এ.ও	০১৭৫৩-৭৬১৮২০
০৫	ঝর্না রানী	এনজিও	০১৮১৪-৫৬৩৯৯৬
০৬	তাপস মোহন্ত	পুরুষ সদস্য	০১৮১৬-৬৮৫২৩১
০৭	মোঃ মোজাম্মেল হক	পুরুষ সদস্য	০১৭১৫-৪৮২৩০৮

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ কামদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: মোসাহেদ হোসেন চৌধুরী	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৭৬৫২৫২
০২	মো: ফারুকুল ইসলাম	সচিব	০১৭৪৫-৩২৬৭৪০
০৩	মোসা: নাছরিন আক্তার	মহিলা সদস্যা	০১৭৬২-৭৫২৯৭২
০৪	মোঃ রায়হান	এস.এ.এ.ও	০১৭১৮-৪৬০৮৭৪
০৫	শ্রী জগদিশ চনাদ্র	এনজিও	০১৭২২-৭২৭৩৪১
০৬	মো: নাজমুল হোসেন	পুরুষ সদস্য	০১৭১১-৪১৩৭৪৯
০৭	মো: আ: মজিদ মন্ডল	পুরুষ সদস্য	০১৮২০-৫২৭৩৭৬

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ শালমারা ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আমির হোসেন শামীম	চেয়ারম্যান	০১৭১৫-০১৮৯২৩
০২	মো: দেওয়ান এমদাদুল হক	সচিব	০১৭৪০-৯৮১৪১৪

০৩	মোসা: লাভলী	মহিলা সদস্যা	০১৭৬১-০০৭৩০২
০৪	মো: আ: রাজ্জাক	এইচ.এ	০১৯২২-১০৮৬২৭
০৫	মোসা: সুলতানা	এনজিও	০১৭৫১-৩৯৩৪৩৪
০৬	মো: সাজেদুর রহমান	পুরুষ সদস্য	০১৭৩৬-০৯৭৪০০
০৭	মো: নিয়ামুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৮১৭-৩৫৮৯৫৪

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ কাটাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	যোবেয়ের হাসান মোঃ সফিক মাহমুদ	চেয়ারম্যান	০১৭১৯-১৩৪২২৩
০২	মোঃ আজমল হোসেন	সচিব	০১৭১১-৪৬৭১৭৯
০৩	কুলসুম বেগম	মঃ সদস্য	০১৬৭৫-৫৪০৯৯১
০৪	মোঃ আবুল কালাম	পুরুষ সদস্য	০১৯৩৬-৫৬০৮৭২
০৫	মোঃ আজিজার রহমান	পুরুষ সদস্য	

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ শিবপুর ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: তৌহিদুল ইসলাম প্রধান (শাহিন)	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৬০৭৮৬০
০২	মো: শাহাবুল ইসলাম	সচিব	০১৭২১-৭০৬৮৩২
০৩	মেসা: সুফিয়া বেগম	মহিলা সদস্যা	০১৭৭০-৮৯০৫০৬
০৪	মো: মশিউর রহমান	এস.এ.এ.ও	০১৯৩৮-৮২৫৬৬১
০৫	আমিরুল ইসলাম	এনজিও	০১৭৬৪-৯৮৯৪৫৪
০৬	আ: মান্নান সরকার	পুরুষ সদস্য	০১৭১৯-৭৩৬১০৭
০৭	নৈমুদ্দিন	পুরুষ সদস্য	০১৭১৮-৮৭৫৬১৩

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ সাপমারা ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: তোফাজ্জল হোসেন সর্দার	চেয়ারম্যান	০১৭২২-৯৩৫৬৫৭
০২	মো: আ: ওয়াহেদ	সচিব	০১৭১৭-৫৪৪০১৬
০৩	মোছাঃ ছালেহা বেগম	মহিলা সদস্যা	০১৭৩৭-৪৮৫০২৭
০৪	মোঃ মিজানুর রহমান	এস.এ.এ.ও	০১৭১৯-৮২৮১৩২
০৫	মো: সেলিম মন্ডল	পুরুষ সদস্য	০১৭২২-৬২৬৪৯১
০৬	মো: রফিকুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৩৮-৩৩৬৫১২

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ কোচাশহর ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আবু সুফিয়ান মন্ডল	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-৩২০২৫৭
০২	মো: মোজদার রহমান	সচিব	০১৭৬১-৫৬৫৬০২
০৩	মোসা: শামিমা বেগম	মহিলা সদস্যা	০১৭৬৪-৮৪৬২০৮
০৪	মো: সারোয়ার হোসেন	এস.এ.এ.ও	০১৭১৯-৫৩৬৩৮৮
০৫	মোসা: শাম্মী আক্তার (সুমি)	এনজিও	০১৭৫১-৩৯৪৩৪০
০৬	মো: আ: মান্নান	পুরুষ সদস্য	০১৭২৪-১৪১৪৫৭
০৭	মো: শাহ বোরহান উদ্দিন	পুরুষ সদস্য	০১৭১৬-২৫২৬৯৯

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ রাজাহার ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আমিনুল ইসলাম (নান্নু)	চেয়ারম্যান	০১৭১৮-২৫৩২৫৮
০২	বিষ্ণুপদ দাস	সচিব	০১৭২৪-৬২৩৪০৮
০৩	মোছাঃ রওশনারা বেগম	মহিলা সদস্যা	০১৭৪৪-৩২৩৭৫৮
০৪	মোঃ মমিনুর রহমান	এস.এ.এ.ও	০১৭১৪-৬২২৬৮১
০৫	মো: হোসনে আরা বেগম	এনজিও	০১৭২৪-৬২২৬৮১
০৬	মো: সোলাইমান	পুরুষ সদস্য	০১৭৩৫-৫৯১৫৬০

০৭	মো: আনছার আলী	পুরুষ সদস্য	০১৭৭০-৬৩৬২৮৫

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও **রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ** কামারদহ ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আতাউল হক	চেয়ারম্যান	০১৭২১-৪২০২৮৩
০২	খন্দকার মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী	সচিব	০১৭১৮-৮৭৫৯৮৯
০৩	মোছাঃ লআ বেগম	মহিলা সদস্যা	০১৮৫১-৫০২৯২০
০৪	মোঃ মজিবুর রহমান	এস.এ.এ.ও	০১৭২৮-১৬৫৩৯৭
০৫	মোছাঃ সুরাইয়া বেগম	এনজিও	০১৭৩৮-০৫৩২৫৪
০৬	মোঃ রশিদুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭১২-৩১৫৫৬০
০৭	মোঃ রেজানুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭১২-৪৩৮০৩৮

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও **রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ** গুমানীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: ফারুক কবির আহম্মদ	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৫১২৩৫৮
০২	মো: রোকনুজ্জামান	সচিব	০১৮৩৪-২৩৬৮৮৩
০৩	মোসা: সেলিনা আক্তার	মহিলা সদস্যা	০১৭৬০-১২২৭৭৯
০৪	মোসা: গোলাপী বেগম	এনজিও	০১৭২৫-৭৬২৯২৬
০৫	মো: তফাজ্জল হোসেন	পুরুষ সদস্য	০১৭১৯-৭৯৪০০৭
০৬	মো: মোতাহার উদ্দিন	পুরুষ সদস্য	০১৭১৬-৩৪৫০৫৯

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও **রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ** শাখাহার ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আব্দুল মান্নান মন্ডল	চেয়ারম্যান	০১৭১২-১০৭৫৫৪
০২	মোঃ আলমগীর সরকার	সচিব	০১৭১৬-৮৮৪৫০৩
০৩	মোছাঃ হালিমা বেগম	মহিলা সদস্যা	০১৭৯০-৯৫৬৯৭৪
০৪	মোছাঃ হুমাইয়া খাতুন	এস.এ.এ.ও	০১৮৩২-৫০১৩৫১
০৫	মোছাঃ রুজিনা আক্তার	এনজিও	০১৭৭৩-৩২০৯৭২
০৬	মো: গোলজার রহমান	পুরুষ সদস্য	০১৭৬২-৬০৮৬৯৩
০৭	মো: সাহাদুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৩৭-৬৫৭৩৬৫

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়নঃ

- দুর্যোগের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ খাতসমূহ বিস্তারিত বর্ননা

ইউনিয়ন ঃ হরিরামপুর

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আজহারুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৯৩৩-৩১৫২৩০
০২	মোঃ আসাদুল বারী	সচিব	০১৭১৮-৬৫৭৮২১
০৩	মোসাম্মৎ পারভিন বেগম	ইউপি সদস্যা	০১৯২৬-৫৯৫৫২৬
০৪	মোঃ সহিদুর রহমান	ইউপি সদস্য	০১৯৪১-০৯৮১৯৩
০৫	মোঃ নয়ন মিয়া সরকার	সমাজ সেবক	০১৭৪৯-১২৫৮৪১

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ মাহাবুল ইসলাম	ইউপি সদস্য	০১৭১৬-৩২০২৫৩
০২	মোঃ শহিদুল ইসলাম	সমাজ সেবক	০১৭২৪-৩৯১৫৬৩
০৩	মোসাম্মৎ সাহিদা বেগম	সমাজকর্মী	০১৯২৪-০০৩৯৫৯
০৪	মোঃ শহিদুর রহমান	শিক্ষক	০১৭৩৯-১২১৬৪৪
০৫	মোঃ আসাদুল বারী	সচিব	০১৭১৮-৬৫৭৮২১

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ বাবলু প্রধান	ইউপি সদস্য	০১৯১৭-২২০৮২৭
০২	মোঃ নুরু মিয়া	ইউপি সদস্য	০১৯৩৭-৮৭৩৮০৭
০৩	মোসাম্মৎ সাহিদা খাতুন	সমাজকর্মী	০১৯২৪-০০৩৯৫৯
০৪	মোঃ হারুনুর রশিদ	ব্যবসায়ী	০১৭১৯-২২০৯৬৪
০৫	মোঃ আসাদুল বারী	সচিব	০১৭১৮-৬৫৭৮২১

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আজহারুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৯৩৩-৩১৫২৩০
০২	মোঃ আসাদুল বারী	সচিব	০১৭১৮-৬৫৭৮২১
০৩	মোসাম্মৎ পারভিন বেগম	সমাজকর্মী	০১৯২৬-৫৯৫৫২৬
০৪	মোঃ শফিকুল ইসলাম	সমাজকর্মী	০১৭২১-৭১১১১৬
০৫	মোঃ বেলাল হোসেন	ব্যবসায়ী	০১৭১৩-৭৩৩৯৫১

ইউনিয়ন ঃ কামদিয়া ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ মোসাহেদ হোসেন চৌধুরী	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৭৬৫২৫২
০২	মোঃ নাজমুল হোসেন	সদস্য	০১৭১১-৪১৩৭৪৯
০৩	মোসাম্মৎ নাসরিন আক্তার	সদস্য	০১৭৬২-৭৫২৯৭২
০৪	ফেরদৌস আহাম্মেদ	গণ্যমান্য ব্যক্তি	০১৭২৯-৮৯২২৯৫
০৫	মোঃ ফারুকুল ইসলাম	সচিব	০১৭৪৫-৩২৬৭৪০

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ মোসাহেদ হোসেন চৌধুরী	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৭৬৫২৫২
০২	মোঃ সেকেন্দার আলী	সদস্য	০১৭২২-৯৬০৮৩১
০৩	মোঃ জোবায়ের হোসেন	গণ্যমান্য ব্যক্তি	০১৭১৭-০৮৯২৬০
০৪	বিজয়া রানী	সমাজ সেবক	০১৭৬১-৭১৭৪০৮
০৫	মোঃ ফারুকুল ইসলাম	সচিব	০১৭৪৫-৩২৬৭৪০

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ মোসাহেদ হোসেন চৌধুরী	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৭৬৫২৫২
০২	মোঃ আঃ মজিদ	সদস্য	০১৮২০-৮২৭৩৭৬
০৩	মোঃ মমতাজ উদ্দিন	সমাজ সেবক	০১৭১৯-৬৬৮৭৩০
০৪	মোসাম্মৎ ফাহিমা বেগম	সংরক্ষিত ইউপি সদস্যা	০১৭৪৪-৪৬০৩৪৬
০৫	মোঃ ফারুকুল ইসলাম	সচিব	০১৭৪৫-৩২৬৭৪০

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ মোসাহেদ হোসেন চৌধুরী	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৭৬৫২৫২
০২	মোঃ হাফিজার রহমান	সদস্য	০১৭১১-৪১৪৪৬৯
০৩	মোঃ মামুনুর রশিদ	সমাজ সেবক	০১৭২০-৩১৪৬৪৭
০৪	মোসাম্মৎ নাছরিন আক্তার	সংরক্ষিত ইউপি সদস্যা	০১৮২৩-৩৭৩৮৬০
০৫	মোঃ ফারুকুল ইসলাম	সচিব	০১৭৪৫-৩২৬৭৪০

ইউনিয়ন ঃ কাটাবাড়ী ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	জোবায়ের হাসান মোঃ শফিক	চেয়ারম্যান	০১৭১৯-১৩৪২২৩
০২	মোঃ আজমল হোসেন	ইউপি সচিব	০১৭১১-৪৬৭১৭৯
০৩	মোসাম্মৎ সেলিনা বেগম	ইউপি সদস্যা	০১৭৪১-৪৫৮২০৫
০৪	মোঃ আবুল কালাম	ইউপি সদস্য	০১৭৩৭-৬৫৭০৮৫
০৫	মোঃ রেজাউল করিম	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭৩৫-৪৬১০৮৮

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	জোবায়ের হাসান মোঃ শফিক	চেয়ারম্যান	০১৭১৯-১৩৪২২৩
০২	মোঃ আজমল হোসেন	ইউপি সচিব	০১৭১১-৪৬৭১৭৯
০৩	মোঃ খোরশেদ আলম	সদস্য	০১৭২৪-১০৬৯৫১
০৪	নুরুল হাসান বামা	শিক্ষক	০১৭১৩-৭৬৭৭১৭
০৫	কুলসুম বেগম	সদস্যা	০১৭৬২-৯২৭১২৩

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আঃ কাদের	ইউপি সদস্য	০১৭২১-১২৬০৭৯
০২	মোঃ আলমগীর আখন্দ	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭৩৮-৬৭৭৩৮৮
০৩	মোসাম্মৎ নফিসি বেগম	ইউপি সদস্যা	০১৯৮২-৩৭০২৯৭
০৪	মোঃ মোতাহার মাহবুব	ব্যবসায়ী	০১৭১৬-২১৫৭৭২
০৫	মোঃ আজমল হোসেন	ইউপি সচিব	০১৭১১-৪৬৭১৭৯

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	জোবায়ের হাসান মোঃ শফিক	চেয়ারম্যান	০১৭১৯-১৩৪২২৩
০২	মোঃ আলমগীর আখন্দ	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭৩৮-৬৭৭৩৮৮
০৩	খাজা মিয়া	ইউপি সদস্য	০১৭৫২-৪৬০৬৩০
০৪	মোঃ শফিকুল ইসলাম	ইউপি সদস্য	০১৮২২-৩৮৭৫০৪
০৫	মোঃ আজমল হোসেন	ইউপি সচিব	০১৭১১-৪৬৭১৭৯

ইউনিয়ন ঃ শাখাহার ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আঃ মান্নান মন্ডল	চেয়ারম্যান	০১৭১২-১০৭৫৫৪
০২	মোঃ আলমগীর হোসেন	সচিব	০১৯২৫-৪৮২৮৮৫
০৩	মোসাম্মৎ হাছিনা বেগম	ইউপি সদস্যা	০১৭৪৭-৬৭৭২৯৮
০৪	আঃ হাই সিদ্দিক	ইউপি সদস্য	০১৭১৩-৭১০৪০০
০৫	আঃ নূর প্রধান	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭১৮-০৬৯৭১৭

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ গোলজার হোসেন	ইউপি সদস্য	০১৭৩৮-৯২২১৮৮
০২	মোঃ আব্দুর রউফ	ইউপি সদস্য	০১৭৩৬-৩৩২১৫৮
০৩	মোঃ মজিদুল ইসলাম	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭১০-১৮৯৮৮২
০৪	মোঃ মসিদুজ্জামান	সমাজ সেবক	০১৭৩৩-২৫৫০৮৮
০৫	মোঃ আলমগীর হোসেন	সচিব	০১৯২৫-৪৮২৮৮৫

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	আঃ রহমান	ইউপি সদস্য	০১৭৪৪-৩২৩৬২১
০২	মেহেদী হাসান পান্না	ইউপি সদস্য	০১৭২৯-৬৬০৪৪৫
০৩	সাহাদুন ইসলাম	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭৩৭-৬৫৭৩৬৫
০৪	মুন্নুজান বেগম	সদস্যা	০১৭৬২-৯০৯২৮১
০৫	আলমগীর হোসেন	সচিব	০১৯২৫-৪৮২৮৮৫

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আঃ মান্নান মন্ডল	চেয়ারম্যান	০১৭১২-১০৭৫৫৪
০২	মোঃ আলমগীর হোসেন	সচিব	০১৯২৫-৪৮২৮৮৫
০৩	ফরিদুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৪৪-৬৬৬৪২১
০৪	শরিফুল ইসলাম	ব্যবসায়ী	০১৭৪০-৮০৫০২০
০৫	মৌলী আখতার	সমাজ সেবক	০১৭৮৫-৪১৪৩১৪

ইউনিয়ন ঃ রাজাহার ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আমিনুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৭১৮-২৫৩২৫৮
০২	বিষনু পদ কর্মকার	সচিব	০১৭২৪-৬২৩৪০৮
০৩	মোসাম্মৎ রওশোন আরা	ইউপি সদস্যা	০১৭৬২-৭৬২২১২
০৪	মোঃ আঃ সোবহান	ইউপি সদস্য	০১৭৪১-৩২০২২৭
০৫	মোঃ আনছার আলী	ইউপি সদস্য	০১৭৭০-৬৩৬২৮৫

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	ইাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ ওবায়দুল ইসলাম	ইউপি সদস্য	০১৭২৩-২৫২১৯৮
০২	মোঃ সোলাইমান আলী	ইউপি সদস্য	০১৭৩৫-৬৯১৫৬০
০৩	মোসাম্মৎ মুক্তি আরা বেগম	ইউপি সদস্যা	০১৭৬৮-৮২৫৫০৫
০৪	সাইদুর রহমান	সমাজ সেবক	০১৭১৩-৭৬৩১৯৭
০৫	বিষনু পদ কর্মকার	সচিব	০১৭২৪-৬২৩৪০৮

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ ইমদাদুল হক	ইউপি সদস্য	০১৭৫৫-২৪০৬২২
০২	মোঃ আনছার আলী	ইউপি সদস্য	০১৭৭০-৬৩৬২৮৫
০৩	মোসাম্মৎ রওশোন আরা	ইউপি সদস্যা	০১৭৮১-০২২২৮৮
০৪	সুজন মিয়া	সমাজ সেবক	০১৭২৭-৪৪৩৫১৪
০৫	বিষনু পদ কর্মকার	সচিব	০১৭২৪-৬২৩৪০৮

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আমিনুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৭১৮-২৫৩২৫৮
০২	বিষনু পদ কর্মকার	সচিব	০১৭২৪-৬২৩৪০৮
০৩	আকবর আলী সরকার	ইউপি সদস্য	০১৭৩৯-১৬১২৭১
০৪	রওশন আরা বেগম	ইউপি সদস্যা	০১৭৬২-৭৬২২১২
০৫	আঃ লতিফ	ব্যবসায়ী	০১৭৩১-৯৮২৭৭২

ইউনিয়ন ঃ শালমারা ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	তোফাজ্জল হোসেন সরদার	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৯৩৫৬৫৭
০২	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সদস্য	০১৭৩৭-০০৬৩৬৪
০৩	মোঃ শাহ আলম	ইউপি সদস্য	০১৭৬৮-৯৭৭৯৭০
০৪	মোঃ সেলিম মন্ডল	ইউপি সদস্য	০১৭২২-৬২৬৪৯১
০৫	মোঃ শহিদুল ইসলাম	ইউপি সদস্য	০১৭৩৯-৪৬৩২৮৫

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	ইাম	পদবী	মোবাইল
০১	তোফাজ্জল হোসেন সরদার	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৯৩৫৬৫৭
০২	আব্দুল ওয়াহেদ	সচিব	০১৭১৭-৫৪৪০১৬
০৩	মোঃ মোখলেছুর রহমান	ইউপি সদস্য	০১৭৬৫-৯৫২৯৬৯
০৪	মোঃ রফিকুল ইসলাম	ইউপি সদস্য	০১৭৩৮-৩৩৬৫১৫
০৫	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সদস্য	০১৭২৭-৫৯১২২৩

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	তোফাজ্জল হোসেন সরদার	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৯৩৫৬৫৭
০২	আব্দুল ওয়াহেদ	সচিব	০১৭১৭-৫৪৪০১৬
০৩	আঃ মান্নান	ইউপি সদস্য	০১৭১৪-৫১১৭৮৭
০৪	মোঃ মোশারফ হোসেন	ইউপি সদস্য	০১৭৪০-৮১১১১০
০৫	আক্কাস আলী	ইউপি সদস্য	০১৭৩২-০৮৩০১৫

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	তোফাজ্জল হোসেন সরদার	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৯৩৫৬৫৭
০২	আব্দুল ওয়াহেদ	সচিব	০১৭১৭-৫৪৪০১৬
০৩	মোঃ শাহ আলম	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭১০-১৮৯০৭৮
০৪	আঃ কাদের	ইউপি সদস্য	০১৭১৩-৬৪৭৯৫৫
০৫	মোঃ শেলিম মন্ডল	ইউপি সদস্য	০১৭২২-৬২৬৪৯১

ইউনিয়ন ঃ দরবস্ত ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ শরিফুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-০৬৩৯১৯
০২	মোঃ নাজমুল হুদা	সচিব	০১৯২০-২৭১৬৬০
০৩	মোসাম্মৎ রিক্তা বেগম	ইউপি সদস্যা	০১৭৪৯-৭৫৫৩১৪
০৪	মোঃ ছামছুল আলম	ইউপি সদস্য	০১৭৪১-০৩৬৫৫১
০৫	মোঃ শরিফুল ইসলাম	ইউপি সদস্য	০১৭৫৯-০০০১২৮

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	বাবু মোহন্ত	ইউপি সদস্য	০১৭৩৫-৬১০১৬৪
০২	মোঃ শাহজাহান আলী	ইউপি সদস্য	০১৭১১-৩১৯৯১৭
০৩	মোঃ লোকমান হাকীম	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭১৯-১২৫৭৮৩
০৪	মোঃ মাজেদুর রহমান	সমাজ সেবক	০১৭৪০-৫৬৩২৪৪
০৫	মোঃ নাজমুল হুদা	সচিব	০১৯২০-২৭১৬৬০

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ নাজমুল হুদা	সচিব	০১৯২০-২৭১৬৬০
০২	মোঃ শহিদুল ইসলাম	ইউপি সদস্য	০১৯১৪-৩৯৩৮৭৭
০৩	মোসাম্মৎ দুলালী বেগম	ইউপি সদস্যা	০১৭৪৯-৬০২৭৭৫
০৪	মতিয়ার রহমান	সমাজ সেবক	০১৭২৯-৬৬০৪৪২
০৫	নজরুল ইসলাম	ব্যবসায়ী	০১৭২৪-৫৬৪৬৩২

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ শরিফুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-০৬৩৯১৯
০২	মোঃ নাজমুল হুদা	সচিব	০১৯২০-২৭১৬৬০
০৩	মোসাম্মৎ মল্লিকা বেগম	ইউপি সদস্যা	০১৭৪০-৯৯৭৮০১
০৪	মোঃ শহিদুল ইসলাম	ইউপি সদস্য	০১৭২১-২১৩৫৬৪
০৫	মোঃ আঃ বাকী প্রধান	সমাজ সেবক	০১৯৩০-৩১৮৬৩৩

ইউনিয়ন ঃ তালুককানুপুর ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ মহসীন আলী	চেয়ারম্যান	০১৭২৮-২৭৭০৪০
০২	মোঃ আঃ রাজ্জাক	ইউপি সচিব	০১৭১৯-৬১৭৫৮১
০৩	মোসাম্মৎ মুন্নী বেগম	ইউপি সদস্যা	০১৭৪৪-৮০২৭৭৭
০৪	মোঃ আঃ রহিম সরকার	ইউপি সদস্য	০১৭১৮-০৮৩০৪০
০৫	মোঃ জাফিরুল ইসলাম	সমাজ সেবক	০১৭৪৪-৮৬৬৮৭৭

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আঃ রাজ্জাক	ইউপি সচিব	০১৭১৯-৬১৭৫৮১
০২	মোঃ কাসেম উদ্দিন	ইউপি সদস্য	০১৭৩৫-৪০২৮৩৮
০৩	মোসাম্মৎ মুন্না বেগম	ইউপি সদস্যা	০১৭১৪-৬৯৪৯৭৬
০৪	মোঃ বুলু মিয়া	ইউপি সদস্য	০১৭৩৩-১৩৭৭১৫
০৫	মোঃ নূর আলম ফকির	সমাজ সেবক	০১৭৪২-৮৬৬০০৮

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আইয়ুব হোসেন	ইউপি সদস্য	০১৭১৩-৭৭৩৮৭৩
০২	মোঃ জাহিদুল ইসলাম	ইউপি সদস্য	০১৭৫৩-৪৫৪৩৯৮
০৩	মোঃ আঃ রশিদ	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭৩৮-৫৪২০২৩
০৪	মোঃ রফিকুল ইসলাম	সমাজ সেবক	০১৭৪৬-৪৯৭৮৭৩
০৫	মোঃ আঃ রাজ্জাক	ইউপি সচিব	০১৭১৯-৬১৭৫৮১

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ মহসীন আলী	চেয়ারম্যান	০১৭২৮-২৭৭০৪০
০২	মোঃ আঃ রাজ্জাক	ইউপি সচিব	০১৭১৯-৬১৭৫৮১
০৩	মোঃ হাফিজার রহমান	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭২৯-৮৭০৭৬৩
০৪	মোসাম্মৎ স্বপ্না বেগম	সদস্যা	০১৭১৪-৬৯৪৯৭৬
০৫	মোঃ মোশাররফ হোসেন	সমাজ সেবক	০১৭৭২-৮৯৪৭৪৭

ইউনিয়ন ঃ রাখালবুরুজ

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ জিয়াউস সামশ চৌধুরী	চেয়ারম্যান	০১৯১৩-৭২৭৯০৮
০২	মোসাম্মৎ রুমা বেগম	ইউপি সদস্য	০১৯৩২-৭৫৯০৬২
০৩	মোঃ এনামূল হক	ইউপি সদস্য	০১৭১৪-৬২২৬৬০
০৪	কাজী শাহারুন লুনা	সমাজ সেবক	০১৭২৪-০৬৮০৪৪
০৫	মোঃ তাহেরুল ইসলাম	ইউপি সদস্য	০১৭২১-৫৪৫৫৭৭

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আশরাফুল আলম	ইউপি সদস্য	০১৯৪০-৬৭৯৫২২
০২	শ্রী প্রণয় বিকাশ দেব	ইউপি সদস্য	০১৭২৯-৮৭১১৬০
০৩	মোসাম্মৎ সাহিদা বেগম	ইউপি সদস্যা	০১৯৩৭-৪৮২০৫৮
০৪	মোঃ আঃ লতিফ সরকার	সমাজ সেবক	০১৯২১-৩৫১৬৭৪
০৫	মোঃ তাহেরুল ইসলাম	সচিব	০১৭২১-৫৪৫৫৭৭

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ শামছুল হক	ইউপি সদস্য	০১৭৫০-৪৯০০৪৫
০২	মোঃ আনাছ উদ্দিন সরকার	ইউপি সদস্য	০১৯২৪-৯৯০২৮৫
০৩	মোসাম্মৎ রেজিয়া বেগম	সমাজকর্মী	০১৯৩২-৬১০১৭২
০৪	রুহুল আমীন প্রধান	ব্যবসায়ী	০১৭৪৮-৯৭৬৬০২
০৫	মোঃ তাহেরুল ইসলাম	সচিব	০১৭২১-৫৪৫৫৭৭

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ জিয়াউস সামশ চৌধুরী	চেয়ারম্যান	০১৯১৩-৭২৭৯০৮
০২	মোঃ তাহেরুল ইসলাম	সচিব	০১৭২১-৫৪৫৫৭৭
০৩	মোসাম্মৎ রুমা বেগম	সদস্যা	০১৯৩২-৭৫৯০৬২
০৪	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সদস্য	০১৯৩৭-৭০৮১৮৮
০৫	কাজী শাহারুন লুনা	সমাজ সেবক	০১৭২৪-০৬৮০৪৪

ইউনিয়ন ঃ ফুলবাড়ী

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিদায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	শান্তনু কুমার দেব	চেয়ারম্যান	০১৭১৫-০১৮৪৫২
০২	মোসাম্মৎ মোসলেমা বেগম	সংরক্ষিত ইউপি সদস্যা	০১৭২৪-৬২৩২৬৩
০৩	তাপস চন্দ্র মোহন্ত	ইউপি সদস্য	০১৯১৫-৭১৩০৭৫
০৪	আঃ ওয়াহাব সরকার	ইউপি সদস্য	০১৯২২-৮৪৩৩৪৭
০৫	আঃ মতিন সরকার	সচিব	০১৭১২-৩৯০৮১৭

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ শাহআলম	ইউপি সদস্য	০১৯১২-৩৪৪১৮৮
০২	মোসাম্মৎ রওশোন আরা	সংরক্ষিত ইউপি সদস্যা	০১৯২৫-৫৮৬৭৯৬
০৩	মোঃ গোলাম হোসেন	ইউপি সদস্য	০১৭৪০-৮৬৫০৮৯
০৪	মোঃ ছাইফুল ইসলাম	সমাজ সেবক	০১৭৭৪-৫১৮৯৭৭
০৫	মোঃ আঃ মতিন সরকার	সচিব	০১৭১২-৩৯০৮১৭

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ সবুজ মিয়া	ইউপি সদস্য	০১৭৪৮-৩৬০০৭৮
০২	মোঃ মোজাম্মেল সরকার	ইউপি সদস্য	০১৭৫৭-৯৭০০১০
০৩	মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম	সংরক্ষিত ইউপি সদস্যা	০১৭১৭-১৬৩৯৭৩
০৪	মোঃ বাবন কুমার	সমাজ সেবক	০১৭১৬-০৩৮৩০৮
০৫	মোঃ শফিকুল ইসলাম	ব্যবসায়ী	০১৭১৩-২৬৭২০৪

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	শান্তনু কুমার দেব	চেয়ারম্যান	০১৭১৫-০১৮৪৫২
০২	মোঃ গোলাম হোসেন	ইউপি সদস্য	০১৭৪০-৮৬৫০৮৯
০৩	মোসাম্মৎ রওশোন আরা	সংরক্ষিত ইউপি সদস্যা	০১৯২৫-৫৮৬৭৯৬
০৪	কাজী সামশ উদ্দিন	সমাজকর্মী	০১৭১৩-৭৬৭২০৪
০৫	মোঃ আঃ মতিন সরকার	সচিব	০১৭১২-৩৯০৮১৭

ইউনিয়ন ঃ গুমানীগঞ্জ

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ এস, এম, রিপন	চেয়ারম্যান	০১৭১১-০০৯৮৫৭
০২	মোসাম্মৎ সেলিনা বেগম	সংরক্ষিত ইউপি সদস্য	০১৭৩১-৩৫৫৬২২
০৩	মোঃ ইমরুল কায়েস	ইউপি সদস্য	০১৭৩৩-১৩৮২৭১
০৪	মোঃ সোহেল রানা	ইউপি সদস্য	০১৭৩৬-৬৪৭৫৩১
০৫	মোঃ রোকনুজ্জামান	সচিব	০১৮৩৪-২৩৬৮৮৩

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ রফিকুল আলম	ইউপি সদস্য	০১৭১০-৮১৫৮২৩
০২	মোঃ সাবু মৃধা	ইউপি সদস্য	০১৭৫৯-১৪২৮৪৯
০৩	মোঃ মাহতাব উদ্দিন	ব্যবসায়ী	০১৭১৬-৩৪৫০৫৯
০৪	মোসাম্মৎ সানজিদা বেগম	সংরক্ষিত ইউপি সদস্য	০১৭২৪-০৬৯৩৪৩
০৫	মোঃ রোকনুজ্জামান	সচিব	০১৮৩৪-২৩৬৮৮৩

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	ইউপি সদস্য	০১৭১৯-৭৯৪০০৭
০২	মোসাম্মৎ মমতাজ বেগম	সংরক্ষিত ইউপি সদস্য	০১৭১৫-৩৮৫৫২২
০৩	মোঃ হেলাল মন্ডল	ব্যবসায়ী	০১৭২৫-২১৩০২৫
০৪	মোঃ শাহজাহান সরকার	সমাজ সেবক	০১৭২৮-১৬৫৫১৪
০৫	মোঃ রোকনুজ্জামান	সচিব	০১৮৩৪-২৩৬৮৮৩

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ এস, এম, রিপন	চেয়ারম্যান	০১৭১১-০০৯৮৫৭
০২	মোসাম্মৎ সানজিদা বেগম	সংরক্ষিত ইউপি সদস্য	০১৭২৪-০৬৯৩৪৩
০৩	মোঃ নুরুজ্জামান	সমাজ সেবক	০১৭২৯-১২০৫৪৬
০৪	মোঃ ইমরুল কায়েস	ইউপি সদস্য	০১৭৩৩-১৩৭২৭১
০৫	মোঃ রোকনুজ্জামান	সচিব	০১৮৩৪-২৩৬৮৮৩

ইউনিয়ন ঃ কামারদহ

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিদায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	সৈয়দ শরিফুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৭১২-২৭৫০২০
০২	খঃ মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী	ইউপি সচিব	০১৭১৮-৮৭৫৯৮৯
০৩	মোসাম্মৎ লতা বেগম	ইউপি সদস্যা	০১৭৬৪-৯৫০৬৬৮
০৪	মোঃ সোনম তালুকদার	গণ্যমান্য ব্যক্তি	০১৭১৯-৭৩৭৭৩৯
০৫	মোঃ গোলাম রব্বানী		০১৭৬১-৩৪৩৪৫৪

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ রশিদুল ইসলাম	ইউপি সদস্য	০১৭১২-৩১৫৫৬০
০২	মোঃ জালাল উদ্দিন খান	ইউপি সদস্য	০১৭৩৫-৫৬০৬৩০
০৩	শাহজাহান আলী সরকার	সমাজ সেবক	০১৭১২-৫৭৬৪৯০
০৪	মোসাম্মৎ ফাহিমা বেগম	ইউপি সদস্যা	০১৭২২-৩২৭০৫৭
০৫	মোঃ বাচ্চু মীর	গণ্যমাণ্য ব্যাক্তি	০১৭৩০-৯৯৯০২০

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	সৈয়দ শরিফুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৭১২-২৭৫০২০
০২	খঃ মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী	ইউপি সদস্য	০১৭১৮-৮৭৫৯৮৯
০৩	মোঃ আফজাল শেখ	ইউপি সদস্য	০১৮৪৮-১০৪৩৮৪
০৪	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭৬৩-৪৬৫৬০৭
০৫	তারেক মন্ডল	সমাজ সেবক	০১৭১৭-০১৮২৮৩

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	সৈয়দ শরিফুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৭১২-২৭৫০২০
০২	খঃ মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী	সচিব	০১৭১৮-৮৭৫৯৮৯
০৩	মোঃ দৌলতুজ্জামান	শিক্ষক	০১৭১৪-৫৪৭৯২৯
০৪	ছাইদুল ইসলাম	সমাজ সেবক	০১৭৭২-৮৫৬১৪৬
০৫	আঃ সালাম প্রামানিক	ইউপি সদস্য	০১৭৫০-৩৫৫৬৩১

ইউনিয়ন ঃ শিবপুর

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ তৌহিদুল ইসলাম প্রধান	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৬০৭৮৬০
০২	মোসাম্মৎ সুফিয়া বেগম	সংরক্ষিত ইউপি সদস্য	০১৭৭০-৮৯০৫০৬
০৩	মোঃ খায়বর আলী	ইউপি সদস্য	০১৭১০-১২৫৯২৩
০৪	মোঃ হাসান উদ্দিন প্রধান	সমাজ সেবক	০১৭৪৫-৫০১৪২৫
০৫	মোঃ শাহাবুল ইসলাম	সচিব	০১৭২১-৭০৬৮৩২

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	আঃ মালেক সরকার	ইউপি সদস্য	০১৭১৮-৩১৪৫০৯
০২	মোঃ নইম উদ্দিন	ইউপি সদস্য	০১৭১৮-৮৭৫৬১৩
০৩	আব্দুল মান্নান সরকার	ইউপি সদস্য	০১৭১৯-৭৩৬১০৭
০৪	মোঃ মনিরুল আলম	ব্যবসায়ী	০১৭৩৮-১৪৭৯৬৬
০৫	মোঃ শাহাবুল ইসলাম	সচিব	০১৭২১-৭০৬৮৩২

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আজাদুল ইসলাম	ইউপি সদস্য	০১৭১৬-২৮৬৩৩৯
০২	মোসাম্মৎ মনোয়ারা বেগম	সংরক্ষিত ইউপি সদস্যা	০১৭৪৭-৬৭৪৬৩৭
০৩	মোঃ জাফরুল ইসলাম সরকার	ইউপি সদস্য	০১৭৭৩-৬৭৪৮৩২
০৪	মোঃ আইনুল হক	সমাজ সেবক	০১৭২৫-০৯২৫৬১
০৫	মোঃ শাহাবুল ইসলাম	সচিব	০১৭২১-৭০৬৮৩২

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ তৌহিদুল ইসলাম সরকার	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৬০৭৮৬০
০২	মোসাম্মৎ সেলিনা বেগম	সংরক্ষিত সদস্যা	০১৭৩৮-১৪৭৯৬৬
০৩	মোঃ আব্দুল মান্নান সরকার	ইউপি সদস্য	০১৭১৯-৭৩৬১০৭
০৪	মোঃ আবু আজম	ব্যবসায়ী	০১৭১৩-৭৩৬৯৪৯
০৫	মোঃ শাহাবুল ইসলাম	সচিব	০১৭২১-৭০৬৮৩২

ইউনিয়ন ঃ ৮ নং নাকাই ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ ওয়াহেদুন্নবী সরকার	চেয়ারম্যান	০১৭১৭-৪২৪৪৩৫
০২	মোসাম্মৎ নুরী বেগম	সদস্যা	০১৯২৩-৬৪০১৩০
০৩	মোঃ আসাদুজ্জামান	সদস্য	০১৭৪০-৩২৭৩৩৪
০৪	মোঃ আফছার আলী	সচিব	০১৭৩১-১০৮৯০৭

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আমির হোসেন	সদস্য	০১৯৩২-৯৯৬৭৫৬
০২	মোঃ হযরত আলী	সদস্য	০১৯২৯-৮৫১৪৯২
০৩	মোসাম্মৎ সাহিদা বেগম	সদস্যা	০১৯১৬-৪৩৩৩৬৭
০৪	মোঃ সাদেকুর রহমান	শিক্ষক	০১৭১৮-৮৫৯২৮৪
০৫	মোঃ আজাহার আলী	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭২৫-৬০৮৫৪৯

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোসাম্মৎ জাকিয়া নাহার	সদস্য	০১৭১৮-৩১৪৫৩২
০২	মোঃ ফজলুল হক	সদস্য	০১৯১৬-৮৪৮৯৮৯
০৩	মোঃ শাহবুর রহমান শাহীন	সদস্যা	০১৯২৫-৩৩৫৩৪৩

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	গোলাম মওলা	সদস্য	০১৭২৪-২১৫৩২০
০২	শাহ আলম	সদস্য	০১৭১৫-৪১০৮২৫
০৩	আমজাদ হোসেন	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭৫৮-৪৪৭৭১৯
০৪	ইউনুস মন্ডল	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭২১-০২০০৬৭

ইউনিয়ন ঃ ১২ নং কোচাশহর ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আবু সুফিয়ান মন্ডল	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-৩২০২৫৭
০২	মোসাম্মৎ আসিমা আক্তার	সংরক্ষিত সদস্যা	০১৭৫৫-৪৯৫৯৬৯
০৩	মোঃ আঃ মতিন	সদস্য	০১৭৩২-৩০৫০৩৮
০৪	মোঃ শরিফুল ইসলাম	শিক্ষক	০১৭১৬-৫২৬৯২৪
০৫	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭৬৬-৯২১২৭০

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোসাম্মৎ শামীমা বেগম	সদস্যা	০১৭২৬-৫০৫৭৯৮
০২	মোঃ মোজদার রহমান	সচিব	০১৭৬১-৫৬৫৬০২
০৩	মোঃ আঃ মান্নান সরকার	সদস্য	০১৭২৪-১৪১৪৫৭
০৪	মোঃ শাহজাহান আলী	শিক্ষক	০১৭১৪-৫৫৮৯৩৭

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোসাম্মৎ ছাবেরা বেগম	সদস্যা	০১৭৩৪-৫০৯৫৪৮
০২	মোঃ আতাউর সরকার	সদস্য	০১৭১৭-২৫৬৭৮৪
০৩	মোঃ আব্দুস সোবহান	সদস্য	০১৭২২-০৭০২৮০
০৪	মোঃ সেকেন্দার আলী	শিক্ষক	০১৭৩৪-২১০৭৩৫
০৫	ডাঃ রুবেল	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭১০-১৪৮২৫৯

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ বোরহান উদ্দিন	সদস্য	০১৭১৬-২৫২৬৯৯
০২	মোঃ সালজার রহমান	সদস্য	০১৭২০-৪১০৯৫৬
০৩	মোঃ জহুরুল ইসলাম	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭১৪-৭১২৪০৪

ইউনিয়ন ঃ ১৬ নং মহিমাগঞ্জ ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আঃ লতিফ প্রধান	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-৮৮২০৪৭
০২	মোসাম্মৎ আঞ্জুয়ারা বেগম	সদস্যা	০১৭৪৫-৪৩৪০১০
০৩	মোঃ গোলাম রহামন	সদস্য	০১৯৩৪-১৫০২৬০
০৪	মোঃ ইউনুস আলী	সচিব	০১৭১৪-৬৫৯৪০২

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোসাম্মৎ শাহনাজ বেগম	সদস্যা	০১৭৬০-১২৪৪৬২
০২	মোঃ মজিবর রহমান	সদস্য	০১৭১৮-৮৬৪৫৬৯
০৩	মোঃ মাহমুদুল হাসান	সদস্য	০১৭৩২-৫৭০৭৪১
০৪	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭১৬-২৬৩৯১৪
০৫	মোঃ খোরশেদ আলম পলাশ	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭১৪-৭৫১৪৯৫

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আকমল হোসেন	সদস্য	০১৭১৭-২১১৭৬৫
০২	মোঃ মজিবর রহমান	সদস্য	০১৭১৬-৯৩৬৪৮১
০৩	মোসাম্মৎ ফেন্সি বেগম	সদস্যা	০১৭১৬-২১০১২৭
০৪	মোঃ শাহিন মিয়া	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭৩৩-১৬৬৬২৩
০৫	মোঃ তোজাম্মেল হক তোতা	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭৩৩-৫৬৭৬৮১

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আমিনুর রহমান	সদস্য	০১৯৩৩-৩০৫৯৫২
০২	মোঃ রহিম বাদশা	সদস্য	০১৭১৯-২৮০৮৬১
০৩	মোসাম্মৎ শাহীনা খাতুন	সদস্য	০১৭৩৯-১৭৭৬৪৩
০৪	মোঃ আঃ রাজ্জাক পলাশ	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৯১৭-২৩৫৬৬৫

ইউনিয়ন ঃ ১৭ নং শালিমার ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আমির হোসেন (শামীম)	চেয়ারম্যান	০১৭১৫-০১৮৯২৩
০২	মোঃ আঃ হারেছ	সচিব	০১৭৬৫-৯৬৮৩০৮
০৩	মোসাম্মৎ লাভলী বেগম	সদস্যা	০১৭৫৪-৮৩৫৮৮৭
০৪	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	সদস্য	০১৭৫০-৪৮২২৫৮
০৫	মোঃ গোলজার রহমান	শিক্ষক	০১৭৩৮-১৪৮৮১২

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আমিরুল ইসলাম	সদস্য	০১৮৪৩-৫৩৬৭৯৫
০২	মোঃ গোলজার রহমান	সদস্য	০১৯২০-০৩০০০৩
০৩	মোসাম্মৎ মুনজিলা খাতুন	সদস্যা	০১৭৩৪-১৪১১১১
০৪	মোঃ আতাউর রহমান	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭২০-৪৯৫৬১৮

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	আইয়ুব আলী	সদস্য	০১৭২৯-৫১৮৫৪০
০২	সাজেদুর রহমান	সদস্য	০১৭৩৬-০৯৭৪০০
০৩	আয়েশা খাতুন	সদস্যা	০১৭৪৮-৫৮১১৮৭
০৪	আহসান হাবিব মঞ্জু	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭২১-৯৪৯৩৩২
০৫	মোফাজল সরকার	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭৩৫-৩০৪৬৫৪

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ রহিম মন্ডল	সদস্য	০১৭১৪-৮০০৬১৮
০২	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সদস্য	০১৯১২-৯৭৬৩১৬
০৩	মোসাম্মৎ তানজিনা	শিক্ষক	০১৭২৯-৭১৪৪৩৮
০৪	মোঃ রায়হান মাষ্টার	গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	০১৭২১-৪১৮৭২৮

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

ক্র: নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
০১	মোহাম্মদ হোসেন ফকু	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১২-৬১৪৫০৩
০২	মোহাম্মদ মামুস-উল-হাছান	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সহ-সভাপতি	০১৯১৪-৪৭৯৭৭৭
০৩	মোঃ আঃ মান্নান	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭১৫-০০৮৩৭৪
০৪	মোহাম্মদ মামুস-উল-হাছান (ভারপ্রাপ্ত)	উপজেলা সহকারী কমিসনার (ভূমি)	সদস্য	০১৯১৪-৪৭৯৭৭৭
০৫	মোঃ খোরশেদ আলম	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১-৩২৮২২৪
০৬	মোছাঃ ইতিয়ারা পারভীন	উপজেলা সহঃ শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭৭৭-৯৫১৯১৯
০৭	মোঃ মোকাম্মেল হক	উপজেলা মাধ্যঃ শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১-২০০২৫০
০৮	মোসাঃ জেবুন নেছা	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭২৫-০১৮০৫৫
০৯	সৈয়দ কামাল উদ্দিন হায়দার	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭৩৮-৭৩৭৫৪৭
১০	ডাঃ মোঃ শাজাহান	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিঃ পরিঃ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬-৫৭৪৫১৬
১১	মোঃ আহসান কবির	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৭১৪-৪৯৪৬৫৫
১২	মোঃ শাহজাহান আলী	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য	০১৭১২-৫০৩১০২
১৩	মোঃ গোলাম আজম	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২-০৮৯৮১৩
১৪	মোঃ গোলাম রাব্বানী	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১-৪৭৮৯৬৯
১৫	মোসাঃ মেহেরুন নেছা	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য	০১৮৩১-৫০১৫১০
১৬	মোঃ গোলাপ মিয়া	মুক্তিযুদ্ধা কমান্ডার	সদস্য	০১৭৪৩-৭৮৮৭৫৩
১৭	রুনা আরজু মনোয়ারা বেগম	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭৩৯-৮৭০৫৭৯
১৮	জেড.এইচ.এম.এস.মাহমুদ (গোলাপ)	চেয়ারম্যান কাটাবাড়ী	সদস্য	০১৭১৯-১৩৪২২৩
১৯	মো: মোসাহেদ হোসেন চৌধুরী	চেয়ারম্যান কামদিয়া	সদস্য	০১৭১২-৭৬৫২৫২
২০	মোঃ আঃ মান্নান মন্ডল	চেয়ারম্যান শাখাহার	সদস্য	০১৭১২-১০৭৫৫৪
২১	মো: আমিনুল ইসলাম (নান্নু)	চেয়ারম্যান রাজাহার	সদস্য	০১৭১৮-২৫৩২৫৮
২২	মো: তোফাজ্জল হোসেন সর্দার	চেয়ারম্যান সাপমারা	সদস্য	০১৭২২-৯৩৫৬৫৭
২৩	আঃ রঃ মঃ সফিকুল ইসলাম	চেয়ারম্যান দরবস্ত	সদস্য	০১৭১৬-০৬৩৯১৯
২৪	মোঃ মহসিন আলী	চেয়ারম্যান তালুককানুপুর	সদস্য	০১৭২৮-২৭৭০৪০

ক্র: নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
২৫	মো: ওয়াহেদুন্নবী সরকার	চেয়ারম্যান নাকাই	সদস্য	০১৭১৭-৪২৪৪৩৫
২৬	মোঃ আজহারুল ইসলাম	চেয়ারম্যান হরিরামপুর	সদস্য	০১৯৩৩-৩১৫২৩০
২৭	মো: জিয়া-উস-সামস চৌধূরী	চেয়ারম্যান রাখালবুরুজ	সদস্য	০১৯১৩-৭২৭৯০৮
২৮	শান্তনু কুমার দেব	চেয়ারম্যান ফুলবাড়ী	সদস্য	০১৭১৫-০১৮৯৫২
২৯	মো: ফারুক কবির আহম্মদ	চেয়ারম্যান গুমানীগঞ্জ	সদস্য	০১৭১২-৫১২৩৫৮
৩০	মোঃ আতাউল হক	চেয়ারম্যান কামারদহ	সদস্য	০১৭২১-৪২০২৮৩
৩১	মো: আবু সুফিয়ান মন্ডল	চেয়ারম্যান কোচাশহর	সদস্য	০১৭১৬-৩২০২৫৭
৩২	মো: তৌহিদুল ইসলাম প্রধান (শাহিন)	চেয়ারম্যান শিবপুর	সদস্য	০১৭১২-৬০৭৮৬০
৩৩	মো: আ: লতিফ	চেয়ারম্যান মহিমাগঞ্জ	সদস্য	০১৭১৬-৮৮২০৪৭
৩৪	মো: আমির হোসেন শামীম	চেয়ারম্যান শালমারা	সদস্য	০১৭১৫-০১৮৯২৩
৩৫	মোঃ নুরুল ইসলাম	প্রধান শিক্ষক প্রাথমিক	সদস্য	০১৭১৪-৯২৩৯৩৮
৩৬	মোঃ আনারুল ইসলাম	প্রধান শিক্ষক মাধ্যমিক	সদস্য	০১৯২৮-৪৮৯৭৯১
৩৭	মোঃ সাইফুল ইসলাম	ইমাম	সদস্য	০১৭৭৯-৮৪২৫৬৫
৩৮	মোঃ জালাল উদ্দিন	গন্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য	০১৭১২-৮৫৬২৫১
৩৯	মোঃ আঃ মতিন সরকার	গন্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য	০১৭১২-৩৯০৮১৭
৪০	মোঃ আঃ রাজ্জাক	গন্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য	০১৭১৯-৬১৭৫৮১
৪১	মোঃ সানোয়ার হোসেন	এন.জি.ও প্রতিনিধি	সদস্য	০১৮৪৬-৮০৩৪৮০

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকাঃ

ক্র:নং	নাম	পিতার / স্বামীর নাম		প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	মোঃ আঃ রাজ্জাক	মৃত সুরুজ মিয়া		পায় নাই	০১৯২২-১০৮৬২৭
০২	মোঃ মজিবুর রহমান	মৃত আক্কাছ আলী		পায় নাই	০১৭২৮-১৬৫৩৯৭
০৩	মোঃ রেজাউল ইসলাম	মোঃ আবুল হাসেম		পায় নাই	০১৭১২-৪৩৮০৩৮
০৪	মোঃ সাদেকুর রহমান	মোঃ আঃ বারেক		পায় নাই	০১৭১৮-৮৫৯২৮৪
০৫	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মোঃ হযরত আলী		পায় নাই	০১৭৬৭-৩০৩৫৯১
০৬	মোঃ ফজলুল হক	মৃত করম আলী		পায় নাই	০১৯১৬-৮৪৮৯৮৯
০৭	মোঃ আমিনুর রহমান	আবুল বাসার		পায় নাই	০১৯৩৩-৩০৫৯৫২
০৮	মোঃ রবিউল ইসলাম	মৃত সোধন মিয়া		পায় নাই	০১৭১৭-৪৬৪৪৬৩
০৯	মেসাঃ শাহীনা বেগম	মোঃ জহিরুল ইসলাম		পায় নাই	০১৭৩৯-১৭৭৬৪৩
১০	মোসাঃ তাহমিনা আক্তার	মোঃ দেলোয়ার হোসেন		পায় নাই	০১৯১৮-৫৫৭৯৯৭
১১	মোঃ সুলতানা	মোঃ আঃ হামিদ		পায় নাই	০১৭৫১-৩৯৩৪৩৪
১২	মোঃ ছারোয়ার হোসেন	মোঃ আঃ কুদ্দুছ		পায় নাই	০১৭১৯-৫৩৬৩৮৮
১৩	মোঃ শাহ বোরহান উদ্দিন	মোঃ আঃ খালেক		পায় নাই	০১৭১৬-২৫২৬৯৯
১৪	মোঃ রফিকুল আলম	মৃত মোশারফ হোসেন		পায় নাই	০১৭১০-৮১৫৮২৩
১৫	মোঃ শাহজাহান	আব্দুল মজিদ		পায় নাই	০১৭২৮-১৬৫৫৯৪
১৬	মোঃ শরিফুল ইসলাম	কদম আলী		পায় নাই	০১৭৫৯-০০০১২৮
১৭	মোঃ সোলাইমান আলী	আঃ বারেক		পায় নাই	০১৭৬৭-৪১৪৯০১
১৮	মোঃ আলতাফ হোসেন	মোঃ তমিজ উদ্দিন		পায় নাই	০১৭১০৭৯৪৪৮৪
১৯	মোঃ আনছার আলী	মোঃ ছায়েদ আলী		পায় নাই	০১৭৭০-৬৩৬২৮৫
২০	মোঃ এমদাদুল হক	মৃত হাবিজ উদ্দিন		পায় নাই	০১৭৫৫-২৪০৬২২
২১	মোঃ আনারুল ইসলাম	মোঃ আবুল হাসেম		পায় নাই	০১৯২৮-৪৮৯৭৯১
২২	মোঃ তৌহিদুল ইসলাম	মোঃ রেনু মিয়া		পায় নাই	০১৭১৯-২৪৪৬৬৯
২৩	মোঃ হাফিজার রহমান	মৃত কফিল উদ্দিন		পায় নাই	০১৭১৯-৬১৬৮৬৪
২৪	মোঃ আজাদুল ইসলাম	মৃত খোরশেদ আলম		পায় নাই	০১৯৪৬-৪৬২৬৯৪
২৫	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন	সেকান্দর আলী		পায় নাই	০১৯২১-৪৭৫৪৮৪
২৬	মোছাঃ গোলাপী বেগম	মোঃ জাকির হোসেন		পায় নাই	০১৭২৫-৭৬২৯২৬
২৭	শ্রী কাকলী রাণী	শ্রী মাদব চন্দ্র		পায় নাই	০১৭২০-৫১১৪৭৯
২৮	শামীমা বেগম	মোঃ সোহেল রানা		পায় নাই	০১৭৬৪-৮৪৬২০৮
২৯	সুফিয়া বেগম	মোঃ আঃ জলিল		পায় নাই	০১৭৭০-৬০৭৮৬০
৩০	আঃ মান্নান সরকার	মৃত আঃ আউয়াল		পায় নাই	০১৭১৯-৭৩৬১০৭
৩১	মোঃ মিজানুর রহমান	মৃত ছাবেদ আলী		পায় নাই	০১৭১৯-৮২৮১৩২
৩২	মোঃ সেলিম মন্ডল	নুরুল ইসলাম		পায় নাই	০১৭২২-৬২৬৪৯১
৩৩	মোঃ সাইদুল ইসলাম	জিন্নাত আলী		পায় নাই	০১৭৩৯-৪৬৩২৮৫
৩৪	মোঃ আলমগীর হোসেন	মৃত মতিউর রহমান		পায় নাই	০১৭১৬-৮৮৪৫০৩
৩৪	মোঃ মজিদুল ইসলাম	মৃত আরাই বেপারী		পায় নাই	০১৭১০-১৮৯৮৮২
৩৫	মোঃ নাজমুল হোসেন	আবুল কাসেম		পায় নাই	০১৭১১-৪১৩৭৪৯
৩৬	মোসাঃ মমতাজ মন্ডল	মৃত আম্বর আলী		পায় নাই	০১৭১৯-৬৬৮৭৩০
৩৭	মোঃ মিজানুর রহমান	মৃত দেওয়ান আলী		পায় নাই	০১৭৪৭-১৬৪৬৬৯
৩৮	মোছাঃ নাছরিন আক্তার	মোঃ আঃ রহিম		পায় নাই	০১৮২৩-৩৭৩৮৬০
৩৯	মোসাঃ সেলিনা আক্তার	মোঃ মোকবল হোসেন		পায় নাই	০১৭৬০-১২২৭৭৯
৪০	আমির হোসেন	আঃ হাকিম		পায় নাই	০১৭১৬-৭১২৮২০
৪১	কামাল উদ্দিন	মৃত জীবন মিয়া		পায় নাই	০১৭৬৩-৪৫১৯৭৮

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার আশ্রয়কেন্দ্রঃ

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	পদবী	মোবাইল	মন্তব্য
মাটির কিল্লা/আশ্রয়কেন্দ্র স্কুল কাম শেল্টার	পার সোনাইগাঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্র	জিয়াউস শামস চৌধুরী	চেয়ারম্যান	০১৯১৩-৭২৭৯০৮	
	সোনাইগাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রওশন আরা বেগম	প্রধান শিক্ষক	০১৮২১-২৯৩৯৬৬	
	চকমাকরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছফুরা বেগম	প্রধান শিক্ষক	০১৭২৯-৮২৮৮৭৮	
	উ: ধর্মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাবেয়া খাতুন	প্রধান শিক্ষক	০১৭২৪-৫৫৩২৬৮	
	শালমারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তানজিলা বেগম	প্রধান শিক্ষক	০১৭২৯-৭১৪৪৩৮	
	বালুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সেলিনা পারভীন	প্রধান শিক্ষক	০১৭১৫-৬৬২১১৪	
	বামনহাজরা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ মাহবুবুর রহমান	প্রধান শিক্ষক	০১৭২৭-৭৪২৫৯৯	
সরকারী / বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ইউপি ভবন	ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	-	-	-	ব্যবহার হয় না
বাঁধ	ত্রিমোহনীঘাট হতে বড়দহ ঘাট বাঁধ	মোঃ হাফিজার রহমান	ইউপি মেম্বার	০১৭১৯-৬১৬৮৬৪	
	কাটাখালি হতে বড় নারায়নপুর	মোঃ আব্দুল বারী	ইউপি সচিব	০১৭১৮-৬৫৭৮২১	
	ফুলহার ডাঙ্গার হর হতে বোগদহ বাজার	মোঃ আজমল হোসেন	ইউপি সচিব	০১৭১১-৪৬৭১৭৯	
	নয়াপারা কৃষ্ণপুর হতে হরিনাথপুর	মোঃ জিয়াউস শামস চৌধুরী	চেয়ারম্যান	০১৯১৩-৭২৭৯০৮	
	শাকপালা থেকে মালাদর	শান্তনু কুমার দেব	চেয়ারম্যান	০১৭১৫-০১৮৯৫২	
	বিশ্বনাথপুর থেকে বগুলাগাড়ি বাঁধ	শরিফুল ইসলাম প্রধান	ইউপি মেম্বার	০১৭৫৯-০০০১২৮	
	নলিয়া স্ইচগেইট হতে বড়দহ মাদ্রাসা বাঁধ	মোঃ শাহ আলম মৃধা	ইউপি মেম্বার	০১৭১৫-৪১০৮২৫	
	তরনীপাড়া হতে শিবপুর	মোঃ নাইম উদ্দিন	ইউপি মেম্বার	০১৭১৮-৮৭৫৬১৩	
	কোচাশহর হতে পাচগাছি বাজার	মোঃ আঃ মান্নান সরকার	ইউপি মেম্বার	০১৭১৯-৭৩৬১০৭	
	সাপমারা চেয়ারম্যান বাড়ি হতে কাইয়াগঞ্জ	মোঃ হেলাল মন্ডল	ইউপি মেম্বার	০১৭২৫-২০৩০২৫	
	বালুয়া রাখালবুরুজ হতে ভাঙ্গাবাড়ি	মোঃ মজিবর রহমান	ইউপি মেম্বার	০১৭১৮-৮৬৪৫৬৯	
	চক রহিমপুর থেকে সাহেবগঙ্গ	মোঃ মোস্তাফিজার রহমান	ইউপি মেম্বার	০১৭৩৭-০০৬৩৬৪	
উঁচু রাস্তা	আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তেমন কোন উচু রাস্তা ও বাঁধ নাই ।				

এক নজরে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার তথ্যঃ

আয়তন	৪৬০.৪২ বর্গ কিঃমিঃ		গীর্জা	০৭ টা
ইউনিয়ন	১৭ টা		ঈদগাহ	৩৬৯ টা
মৌজা	৩১৭ টা		ব্যাংক	২৩ টা
গ্রাম	টা ৩৫৩ টা		পোষ্ট অফিস	৩৫ টা
পরিবার	১,২৮,৯৭৪ টা		ক্লাব	৪৯ টা
মোট জনসংখ্যা	৫,৪৪,২৩৫ জন		হাট বাজার	৬৪ টা
পুরুষ	২,৭৪,২২৬ জন		কবরস্হান	৫৫৭ টা
মহিলা	২,৭০,০০৯ জন		শ্মশান ঘাট	৪৩ টা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান			মুরগীর খামার	৭ টা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩ টা		তাত শিল্প কারখানা	নাই
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮২ টা		গভীর নলকূপ	১৯৪ টা
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬৮ টা		অগভীর নলকূপ	৫,৫৮৫ টা
কলেজ	১৪		হস্তচালিত নলকূপ	৯৩,০৫৫ টা
মাদ্রাসা (দাখিল,ফাজিল,এবতেদায়ী)	৫৪ টা			
ব্রাক স্কুল	২২ টা		নদী	০৬ টা
কিন্টার গার্ডেন স্কুল	৩৬ টা		খাল	১৪ টা
শিক্ষার হার			বিল	২৭০ টা
কমিউনিটি ক্লিনিক	৬৩ টা		হাওড়	নাই
বাঁধ	১২ টা		পুকুর	৬,২২৭ টা
স্ইচগেট	১০ টা		জলাশয়	নাই
ব্রীজ	৪৪০ টা		কাচারাস্তা	১,১৩৯কিঃমিঃ
কালবার্ট	৯৪০ টা		পাকারাস্তা	৪১২কিঃমিঃ
মসজিদ	৯৯০ টা		মোবাইল টাওয়ার	৮ টা
মন্দির	১০৫ টা		খেলার মাঠ	৭৫ টা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ পাঠাগারঃ

উপজেলা/ ইউনিয়নের সরকারী, বে-সরকারী প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ ও পাঠাগার ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ননা

ইউনিয়ন ঃ হরিরামপুর

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামচন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৪	৫	৫	ব্যবহৃত হয়না
	রামপুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮০	৬	১	ব্যবহৃত হয়না
	হরিরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৪	৬	৭	ব্যবহৃত হয়না
	হরিরামপুর ১ নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০২	৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
	বড়দহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৫	৬	৬	ব্যবহৃত হয়না
	তালুক সোনাইডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৬	৫	৯	ব্যবহৃত হয়না
	ক্রোড়গাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪০	৬	২	ব্যবহৃত হয়না
	সোনাইডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৯	৪	৮	**ব্যবহৃত হয়**
	কুঠিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১১	৫	৬	ব্যবহৃত হয়না
	কিশামত দূর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৯	৫	১	ব্যবহৃত হয়না
	রামচন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৪	৫	৫	ব্যবহৃত হয়না
	রামপুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮০	৬	১	ব্যবহৃত হয়না
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	ক্রোড়গাছা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৯	৪	২	ব্যবহৃত হয়না
	ক্রোড়গাছা সুইচ গেট রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	৫	২	ব্যবহৃত হয়না
	রামপুরা উ: পাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৯	৪	১	ব্যবহৃত হয়না
	বাজুনিয়াপাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৮	৫	৪	ব্যবহৃত হয়না
	পাখেরা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১২	৬	৩	ব্যবহৃত হয়না
	হরিরামপুর বারুনিতলা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যা:	২৮২	৫	৭	ব্যবহৃত হয়না
	হরিপুর পু: পাড়া রেজি: প্রা: বিদ্যালয়	২৩৫	৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	ক্রোড়গাছা পাইলট উচচ বিদ্যালয়	৫৬০	১৭	২	ব্যবহৃত হয়না
	হরিরামপুর বালিকা উচচ বিদ্যালয়	৩১২	১১	৭	ব্যবহৃত হয়না
	ক্রোড়গাছা বালিকা উচচ বিদ্যালয়	৩০৮	১০	২	ব্যবহৃত হয়না
	রামচন্দ্রপুর দ্বিমুখি উচচ বিদ্যালয়	৪২১	১৩	৫	ব্যবহৃত হয়না
	রামপুরা বহুমুখি উচচ বিদ্যালয়	৩৯৯	১২	১	ব্যবহৃত হয়না
মাদ্রাসা	বড়দহ দাখিল মাদ্রাসা	২৪১	১১	৬	ব্যবহৃত হয়না
	বড়দহ দাখিল মাদ্রাসা	২১০	৯	৬	ব্যবহৃত হয়না
	হরিপুর শহর ভানিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২৩১	৮	৩	ব্যবহৃত হয়না

ইউনিয়ন ঃ তালুককানুপুর

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চন্ডিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৯	৬	৩	ব্যবহৃত হয়না
	ফুলবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৯	৪	২	ব্যবহৃত হয়না
	দেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩১	৬	৫	ব্যবহৃত হয়না
	তালুককানুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১১	৭	৫	ব্যবহৃত হয়না
	সুন্দাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০৫	৫	৭	ব্যবহৃত হয়না
	মথুরাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫০	৫	৬	ব্যবহৃত হয়না
	ছোট নারিচাগাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৪	৬	৮	ব্যবহৃত হয়না
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	উ: পাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৭	৬	১	ব্যবহৃত হয়না
	দামুদরপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০৫	৭	৪	ব্যবহৃত হয়না
	বেড়া মালঞ্চা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬৯	৬	৯	ব্যবহৃত হয়না
	কাপাসিয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৮	৪	২	ব্যবহৃত হয়না
	উ: ছয়ঘরিয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৪	৫	৭	ব্যবহৃত হয়না
	চক সিংহডাঙ্গা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৮	৫	৯	ব্যবহৃত হয়না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	তালুককানুপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৫১২	১৪	৫	ব্যবহৃত হয়না
	সুন্দাইল উচ্চ বিদ্যালয়	৩৮৮	১১	৭	ব্যবহৃত হয়না
	সমসপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	৩১০	১০		ব্যবহৃত হয়না
	উ: ছয়ঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	৩৯৮	১১	৭	ব্যবহৃত হয়না
	বাসুদেবপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৪৯৭	১৩	২	ব্যবহৃত হয়না
মাদ্রাসা	তালুককানুপুর দাখিল মাদ্রাসা	৩২১	৯	৫	ব্যবহৃত হয়না
	উ: ছয়ঘরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২৯৭	৮	৭	ব্যবহৃত হয়না
	নারিচাগাড়ি দাখিল মাদ্রাসা	৩১১	৮	৮	ব্যবহৃত হয়না
	বাহাদুরপুর দাখিল মাদ্রাসা	২১১	৭	৫	ব্যবহৃত হয়না
পাঠাগার	ছোট নারায়নপুর ইসলামিক পাঠাগার	-	-	৪	ব্যবহৃত হয়না
	চন্ডিপুর ইসলামিক পাঠাগার	-	-	৩	ব্যবহৃত হয়না
	তালুককানুপুর ইসলামিক পাঠাগার	-	-	৫	ব্যবহৃত হয়না

ইউনিয়ন ঃ কাটাবাড়ী

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফেরুসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫০	৬	১	ব্যবহৃত হয়না
	ফুলহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৯০	৬	৩	ব্যবহৃত হয়না
	পলুপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪১	৪	৪	ব্যবহৃত হয়না
	মালেকাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২২	৬	৬	ব্যবহৃত হয়না
	নেছারাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫২১	৭	৭	ব্যবহৃত হয়না
	হামিদপুর সরকারী চিত্তিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৬	৫	৯	ব্যবহৃত হয়না
	কাটাবাড়ি ফিরুজিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৬৫	৭	৫	ব্যবহৃত হয়না
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিশুলিয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	৫	১	ব্যবহৃত হয়না
	বেতারা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৯	৪	৮	ব্যবহৃত হয়না
	বোগদহ রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৪	৫	২	ব্যবহৃত হয়না
	বেলামারী রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৮	৬	৪	ব্যবহৃত হয়না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	মাহমুদবাগ উচ্চ বিদ্যালয়	৪৫২	১৪	৯	ব্যবহৃত হয়না
	বোগদহ ভেলামারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৩৪৮	১০	২	ব্যবহৃত হয়না
মাদ্রাসা	বোগদহ দাখিল মাদ্রাসা	২৩৮	১২	২	ব্যবহৃত হয়না
	পন্ডিতপুর এস.ইউ.এইচ দাখিল মাদ্রাসা	২০৮	১০	৩	ব্যবহৃত হয়না
	কাঠালবাড়ি মোস্তফিয়া মাদ্রাসা	১৯৭	৮	৯	ব্যবহৃত হয়না

ইউনিয়ন ঃ রাখালবুরুজ

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উ: ধর্মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৮	৬	৩	**ব্যবহৃত হয়**
	চকমাকরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৯	৬	২	**ব্যবহৃত হয়**
	রাখালবুরুজ ১নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৫	৪	৪	ব্যবহৃত হয় না
	রাখালবুরুজ ২নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৩	৪	৪	ব্যবহৃত হয় না
	রাখালবুরুজ ৩নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০২	৪	৪	ব্যবহৃত হয় না
	রাখালবুরুজ কাজীপাড়া সরকারী প্রাথ: বিদ্যা:	২৮২	৪	৫	ব্যবহৃত হয় না
	নুনতোলাহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৮	৫	৭	ব্যবহৃত হয় না
	বিশপখইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৪	৪	৮	ব্যবহৃত হয় না
	অভিরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫১	৬	৬	ব্যবহৃত হয় না
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাদারদহ রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৭	৫	৫	ব্যবহৃত হয় না
	পলাশবাড়ি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৮	৫	২	ব্যবহৃত হয় না
	চাদপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৬	৬	১	ব্যবহৃত হয় না
	হরিনাথপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৭	৬	৬	ব্যবহৃত হয় না
	কাজলা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৪	৫	৭	ব্যবহৃত হয় না
	আমতলী রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১১	৫	৯	ব্যবহৃত হয় না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	লোনতলা উচ্চ বিদ্যালয়	৩৮২	১৪	৫	ব্যবহৃত হয় না
	ধর্মপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৪১৭	১৬	৩	ব্যবহৃত হয় না
	রাখালবুরুজ উচ্চ বিদ্যালয়	৫০৮	১৬	৪	ব্যবহৃত হয় না
	আমতলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৩৯১	১৪	৯	ব্যবহৃত হয় না
	লোনতলা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৭৫	৭	৫	ব্যবহৃত হয় না
	ধর্মপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮২	৮	৩	ব্যবহৃত হয় না
মাদ্রাসা	ছোট অভিরামপুর দাখিল মাদ্রাসা	২৪৮	৭	৬	ব্যবহৃত হয় না
	ধর্মপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২৮৮	৯	৩	ব্যবহৃত হয় না
	কাজলা মহিলা মাদ্রাসা	২১২	৮	৭	ব্যবহৃত হয় না
	রাখালবুরুজ মুন্সিরহাট দাখিল মাদ্রাসা	৩১০	১১	৪	ব্যবহৃত হয় না
পাঠাগার	উ: ধর্মপুর পাঠাগার	-	-	৩	ব্যবহৃত হয় না
	লোনতলা পাঠাগার	-	-	৫	ব্যবহৃত হয় না
	অভিরামপুর পাঠাগার	-	-	৬	ব্যবহৃত হয় না
	রাখালবুরুজ পাঠাগার	-	-	৫	ব্যবহৃত হয় না
	মাদারদহ পাঠাগার	-	-	৫	ব্যবহৃত হয় না

ইউনিয়ন ঃ ফুলবাড়ী

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাকপালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৪	৬	১	ব্যবহৃত হয় না
	মালাধর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬২	৬	৩	ব্যবহৃত হয় না
	সাতাইল বাতাইল বালক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা:	২০৭	৭	৪	ব্যবহৃত হয় না
	বামনকুড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৬	৫	২	ব্যবহৃত হয় না
	ফুলবাড়ি ২নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪২	৫	৬	ব্যবহৃত হয় না
	ফুলবাড়ি বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৯	৪	৬	ব্যবহৃত হয় না
	সাতাইল বাতাইল বালিকা সর: প্রাথমিক বিদ্যা:	২২২	৬	৪	ব্যবহৃত হয় না
	বড় রঘুনাথপু রসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৪	৫	৮	ব্যবহৃত হয় না
	ভাগদরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৮৭	৭	৭	ব্যবহৃত হয় না
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছোট সোহাগী রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬০	৫	৯	ব্যবহৃত হয় না
	ফতেউল্লাপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১০	৬	২	ব্যবহৃত হয় না
	দিকদাইর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৫	৫	৩	ব্যবহৃত হয় না
	কাউয়াগাড়ি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৮	৫	৫	ব্যবহৃত হয় না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	ফুলবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	৩৬২	১২	৬	ব্যবহৃত হয় না
মাদ্রাসা	ফুলবাড়ি দাখিল মাদ্রাসা	২১০	৮	৬	ব্যবহৃত হয় না
	বড়গাও দাখিল মাদ্রাসা	২১৮	৮	৬	ব্যবহৃত হয় না

ইউনিয়ন ঃ দরবস্ত

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বগুলাগাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৬০	৫	৬	ব্যবহৃত হয় না
	ছোট দূর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	৪	৮	ব্যবহৃত হয় না
	সাতানা বালুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪১	৫	৭	ব্যবহৃত হয় না
	নলডাঙ্গা সিকশহর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯০	৫	৫	ব্যবহৃত হয় না
	দূর্গাপুর কালিতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০৯	৭	২	ব্যবহৃত হয় না
	দরবস্ত মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২৬	৭	১	ব্যবহৃত হয় না
	বগুলাগাড়ি বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যাল:	২১০	৫	৬	ব্যবহৃত হয় না
	বগুলাগাড়ি চেরেঙ্গা বাজার সর: প্রাথমিক বিদ্যা:	২৬৪	৪	৬	ব্যবহৃত হয় না
	মারিয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৪	৪	৪	ব্যবহৃত হয় না
	বিশুবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২০	৮	৭	ব্যবহৃত হয় না
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামনাথপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১২	৫	৯	ব্যবহৃত হয় না
	সিংজানী রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২১	৪	৩	ব্যবহৃত হয় না
	উ: সিঙ্গা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৭	৫	৩	ব্যবহৃত হয় না
	গোসাইপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬২	৫	৯	ব্যবহৃত হয় না
	রহলা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪৮	৬	৯	ব্যবহৃত হয় না
	বিশ্বনাথপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০২	৭	৮	ব্যবহৃত হয় না
	তালুক রহিমপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৮	৫	৮	ব্যবহৃত হয় না
	পূর্ব বগুলাগাড়ি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৮	৬	৬	ব্যবহৃত হয় না
	বিরাহিমপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১২	৭	৫	ব্যবহৃত হয় না
	হোসেনপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৮	৪	৩	ব্যবহৃত হয় না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	বিশুবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	৪৫৯	১৬	৭	ব্যবহৃত হয় না
	দূর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৩৯৮	১২	২	ব্যবহৃত হয় না
	কোমরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৩৭৫	১১	২	ব্যবহৃত হয় না
	বগুলাগাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	৩৮৮	১১	৬	ব্যবহৃত হয় না
	বগুলাগাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৯৫	৯	৬	ব্যবহৃত হয় না
	কোমরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৭৭	৮	২	ব্যবহৃত হয় না
মাদ্রাসা	চরকতলা বাজার দাখিল মাদ্রাসা	৩২৮	১৬	৪	ব্যবহৃত হয় না
	বিশুবাড়ি দাখিল মাদ্রাসা	৩১০	১৫	৭	ব্যবহৃত হয় না
কলেজ	বিশুবাড়ি মহিলা কারিগরি কলেজ	১০৮	৮	৭	ব্যবহৃত হয় না

ইউনিয়ন ঃ শিবপুর

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভাগগোপাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৫	৭	১	ব্যবহৃত হয় না
	চকইন্দাহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮১	৫	৩	ব্যবহৃত হয় না
	মালঞ্চা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩৮	৭	২	ব্যবহৃত হয় না
	কামারের হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৬	৫	৪	ব্যবহৃত হয় না
	শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫১	৭	৮	ব্যবহৃত হয় না
	সাখইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭২	৪	৭	ব্যবহৃত হয় না
	দ: শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৫	৬	৯	ব্যবহৃত হয় না
	পাড়া কচুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫২	৬	৬	ব্যবহৃত হয় না
	ষোলাগাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০২	৪	৫	ব্যবহৃত হয় না
	চকবামনকুন্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৪	৪	৩	ব্যবহৃত হয় না
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	সরদার হাট রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৬	৫	৭	ব্যবহৃত হয় না
	খিরিবাড়ি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৯	৪	৯	ব্যবহৃত হয় না
	রুদ্রনগর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১১	৬	১	ব্যবহৃত হয় না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	সরদার হাট উচ্চ বিদ্যালয়	৪৮২	১৬	৭	ব্যবহৃত হয় না
	সরদার হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৯৭	১২	৭	ব্যবহৃত হয় না
মাদ্রাসা	শিবপুর ফাজিল মাদ্রাসা	৩২৮	১৪	৮	ব্যবহৃত হয় না

ইউনিয়ন ঃ গুমানীগঞ্জ

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পারগয়ারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৩	৬	৬	ব্যবহৃত হয় না
	চাদপুর আরবিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০০	৭	৫	ব্যবহৃত হয় না
	বালুভরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫১৩	৮	৭	ব্যবহৃত হয় না
	ঘুগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৭	৫	৩	ব্যবহৃত হয় না
	জরিফপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২১	৬	৪	ব্যবহৃত হয় না
	ফুলপুকুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০৪	৮	১	ব্যবহৃত হয় না
	কৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৬	৪	৮	ব্যবহৃত হয় না
	নাগেরভিটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৫	৫	৯	ব্যবহৃত হয় না
	গোয়ালপারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১১	৪	৪	ব্যবহৃত হয় না
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঠিকানা শতদল গুচ্ছগ্রাম রেজি: প্রাথমিক বিদ্যা:	২৪০	৫	১	ব্যবহৃত হয় না
	ফুলপুকুরিয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৫	৫	২	ব্যবহৃত হয় না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	ফুলপুকুরিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৫	৯	১	ব্যবহৃত হয় না
মাদ্রাসা	কৃষ্ণপুর ছয়ঘরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩৪৫	১২	৮	ব্যবহৃত হয় না
	ফুলপুকুরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২৯৫	১০	১	ব্যবহৃত হয় না
কলেজ	ফুলপুকুরিয়া মহাবিদ্যালয়	১২৬০	২৭	১	ব্যবহৃত হয় না
পাঠাগার	ফুলপুকুরিয়া পাঠাগার	-	-	১	ব্যবহৃত হয় না
	পারগয়ারা পাঠাগার	-	-	৬	ব্যবহৃত হয় না

ইউনিয়ন ঃ কামদিয়া

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তিরাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২০	৪	১	ব্যবহৃত হয় না
	কামদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৫	৫	১	ব্যবহৃত হয় না
	ছাতিয়ানচুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১২	৩	২	ব্যবহৃত হয় না
	কোচমুড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৮	৩	৩	ব্যবহৃত হয় না
	ধর্মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৪	৪	ব্যবহৃত হয় না
	চালিতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৮	৫	৬	ব্যবহৃত হয় না
	দিঘীরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৩	৪	৭	ব্যবহৃত হয় না
	চক মানিকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৯	৩	৭	ব্যবহৃত হয় না
	তেঘরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৫	৪	৮	ব্যবহৃত হয় না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	কামদিয়া দ্বিমুখি উচ্চ বিদ্যালয়	৫৯৫	১৭	১	ব্যবহৃত হয় না
	চালিতা উচ্চ বিদ্যালয়	৪৮০	১৩	৬	ব্যবহৃত হয় না
	মোতালেব নগর উচ্চ বিদ্যালয়	৪১০	১২	৮	ব্যবহৃত হয় না
	কামদিয়া আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৮০	১১	৫	ব্যবহৃত হয় না
মাদ্রাসা	কামদিয় দারুল উলুম ছিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৫৯১	১৯	১	ব্যবহৃত হয় না
	চক মানিকপুর আলিম মাদ্রাসা	৪৭০	১৮	৭	ব্যবহৃত হয় না
	শ্যামপুর দাখিল মাদ্রাসা	৪১৫	১৫	৩	ব্যবহৃত হয় না
	বড়গাও দাখিল মাদ্রাসা	৪২৯	১৪	৯	ব্যবহৃত হয় না
	বইলগ্রাম দাখিল মাদ্রাসা	৩৯৭	১৩	৫	ব্যবহৃত হয় না
কলেজ	মোতালেব নগর কৃষি কলেজ	৩৯৮	১৮	৮	ব্যবহৃত হয় না
	কামদিয়া নূরুল হক ডিগ্রী কলেজ	৬১০	২২	১	ব্যবহৃত হয় না
পাঠাগার	কামদিয়া আদর্শ পাঠাগার	-	-	১	ব্যবহৃত হয় না

ইউনিয়ন ঃ কামারদহ

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বকচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৮	৫	১	ব্যবহৃত হয় না
	গুমানিগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭১	৪	১	ব্যবহৃত হয় না
	রসুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৮	৪	২	ব্যবহৃত হয় না
	ঘোরামারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৭	৫	২	ব্যবহৃত হয় না
	ফাসিতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২০	৬	৪	ব্যবহৃত হয় না
	চাদপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৪	৪	৭	ব্যবহৃত হয় না
	চাপরীগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩০	৫	৪	ব্যবহৃত হয় না
	পার্বতীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৪	৪	৬	ব্যবহৃত হয় না
	কামারদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৬	৩	৬	ব্যবহৃত হয় না
	শেরপুর ভাগগোপাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা:	২২৯	৪	৮	ব্যবহৃত হয় না
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	সতিতলা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫১	৬	৯	ব্যবহৃত হয় না
	তারদহ রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৫	৬	৮	ব্যবহৃত হয় না
	বেতগাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০২	৪	৬	ব্যবহৃত হয় না
	মহানগর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৭	৪	৬	ব্যবহৃত হয় না
	মাস্তা আদর্শ রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩০	৫	৩	ব্যবহৃত হয় না
	মোগলটুলি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬১	৪	১	ব্যবহৃত হয় না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	মোগলটুলি দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	২৫০	১১	১	ব্যবহৃত হয় না
	ফাঁসিতলা উচ্চ বিদ্যালয়	৩৮০	১২	৪	ব্যবহৃত হয় না
মাদ্রাসা	চাপরীগঞ্জ ফাজিল মাদ্রাসা	৭০৩	১৩	৪	ব্যবহৃত হয় না
	মাস্তা সামছুল হক দাখিল মাদ্রাসা	২৮৩	৭	৩	ব্যবহৃত হয় না
	চাদপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	৩৭৫	৮	৭	ব্যবহৃত হয় না

ইউনিয়ন ঃ সাপমারা

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সারাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০২	৪	৯	ব্যবহৃত হয় না
	তরফকামাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১০	৪	৭	ব্যবহৃত হয় না
	কৌচাকৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৫	২	ব্যবহৃত হয় না
	সাহেবগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৩	৫	ব্যবহৃত হয় না
	সাপমার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩০	৪	৬	ব্যবহৃত হয় না
	তরফকামাল বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা:	২৫০	৪	৭	ব্যবহৃত হয় না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	বৈরাগিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	৪৫৫	১৬	১	ব্যবহৃত হয় না
মাদ্রাসা	বৈরাগীরহাট দাখিল মাদ্রাসা	৩৯৮	১২	১	ব্যবহৃত হয় না
	সাপমারা দারুচ্ছালাম দাখিল মাদ্রাসা	২৭৫	১১	৬	ব্যবহৃত হয় না

ইউনিয়ন ঃ শাখাহার

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলী গ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮২	৪	১	ব্যবহৃত হয় না
	আয়ভাঙ্গী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০১	৫	২	ব্যবহৃত হয় না
	খারিতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩০	৩	৩	ব্যবহৃত হয় না
	শাখাহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮০	৪	৪	ব্যবহৃত হয় না
	বানীহালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৫	৫	৬	ব্যবহৃত হয় না
	বানীহারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০	৬	৫	ব্যবহৃত হয় না
	ভাটপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭০	৪	৮	ব্যবহৃত হয় না
	পিয়ারাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৫	৩	৭	ব্যবহৃত হয় না
	দামগাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১০	৪	৯	ব্যবহৃত হয় না
	শহরগাছি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৫	৫	৯	ব্যবহৃত হয় না
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	দইহারা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৭	৫	৩	ব্যবহৃত হয় না
	মিইগাও রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৩	৪	৩	ব্যবহৃত হয় না
	খুরসান রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	৩	৮	ব্যবহৃত হয় না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	দামগাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	২৯৭	৭	৯	ব্যবহৃত হয় না
	ফয়েজাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়	৩০০	৭	২	ব্যবহৃত হয় না
	ইসলামপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৩১৮	৭	৭	ব্যবহৃত হয় না
	বৈরাগীর হাটপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়	৩০৮	৮	৬	ব্যবহৃত হয় না
মাদ্রাসা	শহরগাছি আদর্শ আলীম মাদ্রাসা	২১৫	৮	৭	ব্যবহৃত হয় না
	দশনাল মাখজানুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	২১৩	১০	৯	ব্যবহৃত হয় না
	আলীগ্রাম আহম্মদীয়া দাখিল মাদ্রাসা	২০৮	১০	২	ব্যবহৃত হয় না
	ইসলামপুর দাখিল মাদ্রাসা	২৪৭	৯	১	ব্যবহৃত হয় না
	খারিতা দাখিল মাদ্রাসা	২৪৮	১১	৭	ব্যবহৃত হয় না
	বৈরাগীর হাটপুকুর দাখিল মাদ্রাসা	৩১০	১১	৩	ব্যবহৃত হয় না
কলেজ	শহরগাছি আদর্শ ডিগ্রী কলেজ	৪১৫	১২	৯	ব্যবহৃত হয় না
	পিয়ারাপুর আই.জি এম কলেজ	৪২৮	১২	৭	ব্যবহৃত হয় না
	শহরগাছি মহিলা কলেজ	৩০৬	১০	৯	ব্যবহৃত হয় না

ইউনিয়ন ঃ রাজাহার

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রভুরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৫	৫	৪	ব্যবহৃত হয় না
	বিরাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৮৫	৬	১	ব্যবহৃত হয় না
	কচুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১০	৫	৯	ব্যবহৃত হয় না
	গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৭	৫	৮	ব্যবহৃত হয় না
	বেউরগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৪৮	৭	৩	ব্যবহৃত হয় না
	বানেশ্বর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫৫	৭	৭	ব্যবহৃত হয় না
	হাটপুকুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০৮	৬	২	ব্যবহৃত হয় না
	কুকরাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫০	৫	৩	ব্যবহৃত হয় না
	আকিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৯০	৫	২	ব্যবহৃত হয় না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	পানিতলা উচ্চ বিদ্যালয়	৪০৮	১০	৯	ব্যবহৃত হয় না
	রাজাবিরাট উচ্চ বিদ্যালয়	৪০০	৯	১	ব্যবহৃত হয় না
মাদ্রাসা	পানিতলাহাট দাখিল মাদ্রাসা	৪১৫	১২	৯	ব্যবহৃত হয় না
	বানেশ্বর দাখিল মাদ্রাসা	৩৮০	১১	৭	ব্যবহৃত হয় না
	বেউরগ্রাম কামিল মাদ্রাসা	৫১০	১৪	৩	ব্যবহৃত হয় না
	রাজাবিরাট দাখিল মাদ্রাসা	৪৮০	১৩	৩	ব্যবহৃত হয় না

ইউনিয়ন ঃ ৮ নং নাকাই ইউনিয়ন

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পোগইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩০	৫	৫	ব্যবহৃত হয় না
	ধানখুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৫	৪	১	ব্যবহৃত হয় না
	ধানখুনিয়া ২নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫০	৫	১	ব্যবহৃত হয় না
	উ: পাটোয়া জমির উদ্দিন সর: প্রাথমিক বিদ্যা:	২৪৯	৪	২	ব্যবহৃত হয় না
	নাকাইহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০৯	৯	৮	ব্যবহৃত হয় না
	পাটোয়া সেরাজিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা:	৩৭২	৫	২	ব্যবহৃত হয় না
	শীতলগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫৯	৪	৯	ব্যবহৃত হয় না
	পুরন্দর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬২	৫	৩	ব্যবহৃত হয় না
	ডুমুরগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০৬	৫	৭	ব্যবহৃত হয় না
	ধানখুনিয়া ২নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫০	৫	১	ব্যবহৃত হয় না
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূর্ব পোগাইল রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১২	৫	৫	ব্যবহৃত হয় না
	উত্তর পোগাইল রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৭	৪	৫	ব্যবহৃত হয় না
	খুকশিয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৩	৪	৪	ব্যবহৃত হয় না
	মেঘারচর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৮	৪	৩	ব্যবহৃত হয় না
	দক্ষিন পাটোয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৮	৪	২	ব্যবহৃত হয় না
	কুমারগাড়ি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৭	৪	৬	ব্যবহৃত হয় না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	নাকাইহাট উচ্চ বিদ্যালয়	৩৮৬	১৩	৮	ব্যবহৃত হয় না
	পাটোয়া মেহেদী উচ্চ বিদ্যালয়	২৭৯	১২	২	ব্যবহৃত হয় না
	রথের বাজার বি.এম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৩৪৭	১৫	৩	ব্যবহৃত হয় না
	নাকাইহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২১৯	১১	৬	ব্যবহৃত হয় না
মাদ্রাসা	ডুমুরগাছা দাখিল মাদ্রাসা	২৯১	১৬	৭	ব্যবহৃত হয় না
	কুঞ্জনাকাই দাখিল মাদ্রাসা	১৮৯	১৩	৬	ব্যবহৃত হয় না
	খুকশিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩৫০	১৮	৪	ব্যবহৃত হয় না
	পোগাইল দাখিল মাদ্রাসা	২৬০	১৪	৫	ব্যবহৃত হয় না
কলেজ	নাকাইহাট কলেজ	৫৯০	২৫	৮	ব্যবহৃত হয় না

ইউনিয়ন ঃ ১৪ নং কোচাশহর ইউনিয়ন

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কোচাশহর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২০	৭	৪	ব্যবহৃত হয় না
	দ: সিঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৮	৫	২	ব্যবহৃত হয় না
	হরিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৫	৪	৫	ব্যবহৃত হয় না
	চাদপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮১	৬	১	ব্যবহৃত হয় না
	ছয়ঘরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৮৭	৭	৭	ব্যবহৃত হয় না
	জগন্নাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৫	৫	১	ব্যবহৃত হয় না
	ভাগগরিব বালক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা:	২৪০	৭	৯	ব্যবহৃত হয় না
	ভাগগরিব বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা:	২৪৪	৬	৯	ব্যবহৃত হয় না
	ধারাইকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৯	৫	৭	ব্যবহৃত হয় না
	আলুকসিংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৯	৪	২	ব্যবহৃত হয় না
	ফুলবেড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩২	৫	৪	ব্যবহৃত হয় না
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	রতনপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৭	৪	৭	ব্যবহৃত হয় না
	ধর্মা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৮	৪	৩	ব্যবহৃত হয় না
	দ: কোচাশহর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৫	৪	৬	ব্যবহৃত হয় না
	পেপুলিয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৯	৪	৮	ব্যবহৃত হয় না
	আলীগড় স্মরনিকা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যা:	১৫২	৪	২	ব্যবহৃত হয় না
	ভাগকাজী রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৩	৪	৩	ব্যবহৃত হয় না
	শাহাপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৬	৪	৪	ব্যবহৃত হয় না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	কোচাশহর উচ্চ বিদ্যালয়	৮৯৩	১৬	৪	ব্যবহৃত হয় না
	ছয়ঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	৪২৬	১৫	৪	ব্যবহৃত হয় না
	কোচাশহর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৪৫০	২২	৭	ব্যবহৃত হয় না
	ধর্মা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৮০	৯	৩	ব্যবহৃত হয় না
মাদ্রাসা	আফরুজা আনার দাখিল মাদ্রাসা	৩৪৯	১১	৪	ব্যবহৃত হয় না
	হরিপুর ইসলামিয়া মাদ্রাসা	২১২	৮	৫	ব্যবহৃত হয় না
	মঞ্চগ্রাম বহিচইয়া দাখিল মাদ্রাসা	২৮৩	১০	৮	ব্যবহৃত হয় না
	জগন্নাথপুর দাখিল মাদ্রাসা	৩১০	১৬	১	ব্যবহৃত হয় না
	ধর্মপুর দাখিল মাদ্রাসা	১৯২	১১	২	ব্যবহৃত হয় না
কলেজ	কোচাশহর শিল্পনগরী কলেজ	২০৫	১৪	৪	ব্যবহৃত হয় না
	কোচাশহর মহিলা কলেজ	১৫৫	১৩	৪	ব্যবহৃত হয় না

ইউনিয়ন ঃ ১৬ নং মহিমাগঞ্জ ইউনিয়ন

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মহিমাগঞ্জ আদর্শ বালিকা সরঃ প্রাথমিক বিদ্যা:	৪৩৯	৮	৬	ব্যবহৃত হয় না
	মহিমাগঞ্জ ১নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫১	৭	৯	ব্যবহৃত হয় না
	মহিমাগঞ্জ ২নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩৮	৫	৯	ব্যবহৃত হয় না
	পুনতাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৪	৫	১	ব্যবহৃত হয় না
	বালুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫০	৫	৩	**ব্যবহৃত হয়**
	শিংজানি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৮৯	৯	২	ব্যবহৃত হয় না
	জগদিসপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৬	৪	৭	ব্যবহৃত হয় না
	গোপালপুর ২নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫১	৭	৮	ব্যবহৃত হয় না
	বোচাদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩৮	৬	৪	ব্যবহৃত হয় না
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	বামনহাজরা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৫	৬	৬	**ব্যবহৃত হয়**
	শ্রীপাতিপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১০	৫	৬	ব্যবহৃত হয় না
	পুনতাইর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮০	৫	১	ব্যবহৃত হয় না
	জীবনপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৫	৬	৮	ব্যবহৃত হয় না
	ছয়ঘরিয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯০	৫	৫	ব্যবহৃত হয় না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	রংপুর চিনিকল উচ্চ বিদ্যালয়	-	-		ব্যবহৃত হয় না
	মহিমাগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	-	-		ব্যবহৃত হয় না
	মহিমাগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	-	-		ব্যবহৃত হয় না
মাদ্রাসা	বালুয়া তমিজউদ্দিন আহম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩৫৫	১৩	৩	ব্যবহৃত হয় না
	মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা	৬১০	১৮	৯	ব্যবহৃত হয় না
কলেজ	মহিমাগঞ্জ মহিলা কলেজ	৪৯৫	১৬	৯	ব্যবহৃত হয়না
	মহিমাগঞ্জ মহাবিদ্যালয়	৬৮০	১৮	৯	ব্যবহৃত হয়না
	এম.এ মোত্তালিব বি.এম কলেজ	৫৬০	১৬	৪	ব্যবহৃত হয়না

ইউনিয়ন ঃ ১৭ নং শালমারা ইউনিয়ন

বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শালমারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮২	৬	৫	**ব্যবহৃত হয়**
	কলাকাটা হামছাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা:	২৬০	৭	৯	ব্যবহৃত হয় না
	বাইগুনি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৮	৫	৭	ব্যবহৃত হয় না
	হিয়াতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৭	৬	৮	ব্যবহৃত হয় না
	বুড়াবুড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৯	৬	৩	ব্যবহৃত হয় না
	বারপাইকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৯	৬	৩	ব্যবহৃত হয় না
	দামগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬০	৬	১	ব্যবহৃত হয় না
	জীবনগাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৭	৭	৪	ব্যবহৃত হয় না
	পচারিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪৪	৪	১	ব্যবহৃত হয় না
রেজিঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাখাহাতি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৮	৪	২	ব্যবহৃত হয় না
	মিরাপাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১০	৬	৯	ব্যবহৃত হয় না
	গাড়ামাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৫	৫	৬	ব্যবহৃত হয় না
	দোয়াইল রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮২	৫	৬	ব্যবহৃত হয় না
	হাবিবের বাইগুনি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৫	৬	৮	ব্যবহৃত হয় না
	কলাকাটা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৫	৫	৯	ব্যবহৃত হয় না
	নীলকণ্ঠপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২১	৫	২	ব্যবহৃত হয় না
	উজিরের পাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৫	৪	৩	ব্যবহৃত হয় না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	শালমারা উচ্চ বিদ্যালয়	-	-	৫	ব্যবহৃত হয় না
	কালাকাটা হামছাপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	-	-	৯	ব্যবহৃত হয় না
	বুড়াবুড়ি আযিজুল সরকার স্কুল এন্ড কলেজ	-	-	৩	ব্যবহৃত হয় না
	পাচারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	-	-	১	ব্যবহৃত হয় না
মাদ্রাসা	শালহার দাখিল মাদ্রাসা	২৯০	১০	২	ব্যবহৃত হয়না
	বারপাইকা দাখিল মাদ্রাসা	২৭০	৮	৩	ব্যবহৃত হয়না
পাঠাগার	মিরাপারা পাঠাগার	-	-	২	ব্যবহৃত হয় না
	শালমারা আদর্শ পাঠাগার	-	-	৩	ব্যবহৃত হয় না